নবন্যাস।

আমার এক মজার কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

প্রথম পর্ব্ব।

"সতীত্ব অমূল্য নিধি, বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী হলে রাখী, এমনি রতন।"

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

শ্রীকানাইলাল সেন কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ,
২৪, মীর্ জাফর্স লেন,—কলিকাতা।

হিজরী ১২৯২ সাল।
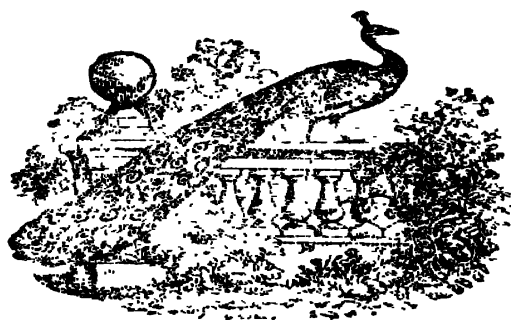
শোন ! শোন !!

এক মজার কথা !!!

অতি আশ্চর্য্য !!!

অবতরণিকা ।

এ আবার কি ?—মজার কথা !!!—কি মজা ?—কিসের মজা ?—মজা তো ভারি !—মজা কলা নাকি ?—হুঁ !—পয়সা ঠকাবার আর জায়্গা নেই !—এখন কোথাও কিছু না পেয়ে,—কি না, অবশেষ এক মজার কথা !!!

কস্যচিত

শ্রী,—গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি !

“অঁ্যা !—অঁ্যা—মশাইরা উপহাস করেন ক্যান !—নিক্‌বো ভাল,—নিক্‌বো ভাল !—নিন্ !—নিন্ !—ভিতরে মজা আছে, ঠোক্‌বেন না !—নেড়া বেলতলায় আর কবার যায় !—ভাল, সাত দিন আন্তর দুটো কোরেই পয়সা খরচ কোরে দেখুন তো !—ভাল,—কি মন্দ !—তা হোলে আমারও কলা বিক্রী হবে,—আর আপনাদেরও “রথে কি ঠাকুর” প্রত্যক্ষ দেখা হবে !—দোহাই মশাই !—নিন্ !—নিন্ !—আপনাদের দুটী পায়ে পড়ি মশাই !

ভবদীয় একান্ত

ছিনে জোঁক্ !

আদ্য স্তবক।

"মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্পদাঃ।
সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।।"

পাঠক মহাশয়! আমার এই নবীন সাহিত্যটী এক্ষণে এক প্রকার অমাবস্যার মধুচক্র —এখন এটী ভোঁয়া! মধুর লেশ মাত্রও নাই!—কিন্তু তাই বোলে ভাঙ্গা হবে না!—কারণ, আবার এর পর বিন্দু বিন্দু কোরে মধু জোম্‌বে;—পূর্ণচন্দ্রোদয়ে কত কেটে কেটে পোড়্‌বে,—তখন ফুরসুৎ ক্রমে এইখানে হাঁকোরে মুখ পাৎবেন, বিস্তর পোড়্‌বেনা, ফোঁটা ফোঁটা পোড়্‌বে, তখন জান্‌বেন সবুরের মেওয়া কেমন পরিপক্ক ও সুমধুর! কিন্তু আমার এই মধুচক্রে অনেক মরকট্‌রূপী মহাত্মারা খোঁচা মেরে উল্লেখ কোরেচেন, যে "মজার কথার গ্রন্থকার ভাষা-তস্কররূপী মধুপের বেশ ধারণ করিয়াছেন!" এই প্রস্তাবনাটী গ্রন্থকারের পক্ষে যথার্থ ও আদরণীয়! কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে এটী সম্পূর্ণ ভ্রম ও ঈর্ষার একমাত্র উদ্দেশ। কারণ তাঁহাদিগের কি বিদ্যাসাগরসঙ্কলিত বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে কোনো সংশ্রব নাই! যদিস্যাৎ না থাকে, তবে বোধ হয় তাঁহারা কিষ্কিন্ধ্যানগরী হইতে অভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষা গন্ধমাদনের ন্যায় শূন্যমার্গে আনয়ন করিয়া থাকিবেন; সন্দেহ নাই। তাহাতেই দাসরথিসম্ভব মহামহিম বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালানুবাদরূপ অমূল্য প্রবালমালা তাঁহারা কণ্ঠে ধারণ করত দুই হস্তে দন্তে কর্ত্তন পূর্ব্বক অম্লানবদনে ছড়াচ্ছেন, আর আমি খুঁটে ২ কুড়ুচ্চি।

অপরিচিত শ্রীমতী—সত্যপীর!

সাং হিঁয়া কাঁহানাহি।

কারবারের দরুণ চিরকাল সহরেই বাস।—ইদানী দিব্বি পসার হোয়ে পড়াতে ছাই মুটোটা ধোল্লে, সোনা মুটোটা হতো!—দেখে শুনে লক্ষ্মীও নূতন জল খেগো কোলাব্যাঙ্গের মতন লাফিয়ে তার হাতে ওঠাতে,—কাজে কাজেই গরিবআনা বেচারিকে হুড়্‌কো বোয়ের মতন টেনে দৌড়্ দিতে হোয়েছিল! ইনি বিষয় কর্ম্মেও মস্ত ধড়িবাজ্ লোক!—মুরুব্বি আনাটাও বিলক্ষণ আছে।—গাঁতের মাল কিন্‌তে!—লোক্‌কে কুপরামর্শ দিতে!—কাগচ পত্র বেনামি ও জাল্ কোত্তে; ইনি একজন পাকা জালিয়াৎ,—ও দাগাবাজ্!—মাম্‌লা মোকদ্দমা তো গলার মালা ও অঙ্গের আভরণ!—এমন কি, আদালতের কুকুর শেয়ালটা পর্য্যন্ত এঁরে চেনে!—দুনিয়ায় এর জোড়া খুঁজে মেলা ভার!—কেবল একজন পাঁতীনেড়ে মোছল্‌মান ভিন্ন।—এঁরে চাই কি সাক্ষাৎ কূর্ম্ম অবতার বোল্লেও বলা যায়!

ব্রাহ্মণ লম্বায় তাল গাছ।—বয়স দেখ্‌লে বোধ হয় সেটের কোলে যাটে পা দিয়েছেন।—হাত পা গুলি বান্‌মাছের মতন পাতলা পাতলা।—পা দুখানি বেমাফিক্ লম্বা।—চক্ষু দুটী হলুদে রং,—নাক্‌টী বাঁশীর ন্যায়,—কান দুটী দীর্ঘাকার! সম্মুখ মস্তকে ঘুসরির ট্যাঁকের মতন টাক পড়া,কেবল ঘাড়ের দিগে অল্প অল্প চুল আছে। গোঁপ্ জোড়াটী সুগঠন,মধ্যে মধ্যে দু এক গাছিতে পাক ধরাতে কলব্ মাখিয়ে চাড়া দেওয়া হয়! কর্ত্তার বুক থেকে তল্‌পেট পর্য্যন্ত কাঁচায় পাকায় চুলের বন।—রং ডেমাডিনের্ মত। এবং সর্ব্বাঙ্গ ছুলিতে পরিপূর্ণ।—পাঠক মহাশয়!—ঐ যে কথায় বলে, "কৃষ্ণবর্ণ বামুন, কটা শুদ্র, তিলে মোছল্‌মান,"—এঁরা কোনো কালেই ভাল মানুষ নন্!—যদিও দেখ্‌তে বর্ণচোরা আঁবের মত,—তথাচ এদের মনে মনে কালনেমীর মতন লঙ্কাভাগ, গেটে গেটে বুদ্ধি,—ও তোখোড়্ ধড়িবাজ্!—হঠাৎ এঁদের ভাব ভঙ্গি দেখ্‌লে ও কথা বার্ত্তা শুন্‌লে, মহৎ পরোপকারী বোল্লেই বোধ হয়!—কিন্তু এঁরা

ভয়ানক জুয়োচ্চোর ও বদ্মায়েসের জড়্!—এমন কি এক একজন সাক্ষাৎ বরাহরূপী বোল্লেই হয়!"

ব্রাহ্মণের পরিবারের মধ্যে বুড় মা, আপনি, ও একটী ছেলে।—এবং অনুগত ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বলিখিত ঠক্‌চাচা নামে একজন মুসলমান।—এবং একজন মেরুয়াবাদী চাকর।—এ সওয়ায় আরও হোটেল সংক্রান্ত চাকর নফর আছে। ছেলেটীকে, কখন কখন দেখি, বয়স আন্দাজ ২০।২২ বৎসর।

ঠক্‌চাচার বাড়ী পঞ্চানন্দ বামুনের গ্রামের নিকটেই। দেশে ঠক্‌চাচার ঠক্‌চাচী আছে,—কিন্তু সুখের বিষয় এই যে ঠক্‌চাচীকে জামান্ পাত্তে হয়নি। ঠক্‌চাচা অত্যন্ত গরিব।—দেশে মাটীর কাঁথের উপর উলুখড়ের ছাউনির ঘর। চাষ বাসের জমীজারাৎ নাই।—কেবল দিন গুজ্‌রাণের জন্যে চারটি হেলে গরু ও দুখানা লাঙ্গল বন্দোবস্ত। এ ছাড়া বাড়ীটী মুর্‌গী, বক্রা, বক্রি, পাতিহাঁস, নেঙ্গী কুকুরের ছানা, ও পেদো পোকা ও পাঁকে পরিপূর্ণ।

পঞ্চানন্দের হিল্লেয় থেকে ঠক্‌চাচার এক রকম গুজ্‌রাণ চোলে যায়। আর মাংস বিক্রি কোরে যৎকিঞ্চিৎ যা উপার্জ্জন করেন, তা ঠক্‌চাচীর জন্যে সঞ্চয় কোরে দেশে পেটীয়ে দেওয়া হয়।—ঠক্‌চাচী নিজেও কিছু কিছু পয়সা কড়ি কামাতে পারেন।—পালপার্ব্বন উপলক্ষে গুড়িয়া পুতুল, রঙ্গকরা পাটের শিকে,—ও মড়া ফেলা চার পেয়ের দড়ি পাকাতে খুব নিপুণ। এ ছাড়া সাজুম্মা পীরের দর্‌গাতে যাওয়া আসার দরুণ,—"মুস্কিল আসান্!—সিন্নি চড়ানো,—জানের মত,—খোঁনার বচন,—ঝাড়ান্, ফোঁফান্,—টোট্‌কা, টাট্‌কা বশীকরণ প্রভৃতি কাজের দরুণ গৃহস্থের বৌ ঝির কাছে এঁর সত্যপীরের পিসির মতন আদর! এবং সময়ে সময়ে এঁর দ্বারা পঞ্চানন্দেরও অনেক ভয়ানক ভয়ানক গুপ্তকার্য্য সম্পন্ন হয়!—তাতেই দুজনায় এক প্রাণ, একজীউ!—এককাট্টা!—উভয়ে হরিহর আত্মা।

প্রিয় পাঠক ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আপনারা আড্‌ডাধারী পঞ্চানন্দ ঠাকুরের অনেকটা পরিচয় পেলেন, কিন্তু তার সঙ্গে বিশেষ চেনা পরিচয় না হওয়াতে আপনাদের মনটা কতক মুষ্‌ড়ে যেতে পারে, স্বীকার করি। কিন্তু "সবুরে মেওয়া ফলে"—এটী আর আপনাকে অধিক বোলে জানাতে হবেনা। এক্ষণে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরুণ,—আবার চাই-কি দরকার মাফিক্ ঠাকুরকে ও ঠক্‌চাচাকে সং সাজিয়ে আসোরে নামিয়ে রং করা যাবে! এক্ষণে আপনি হঠাৎ পরিচিত পঞ্চানন্দ ও ঠক্‌চাচার নক্‌সা, চেহারা,—ও বিষয় কর্ম্ম উত্তমরূপে মনোগত কোরে রাখুন।—তবে এক্ষণে আমিও বিদায় হোলেম।—যদিস্তাৎ বেঁচে থাকি,—তা হোলে পুনরায় আপনাদের সঙ্গে একদিন না একদিন সাক্ষাৎ হবেই !—নতুবা আজ থেকে আপনাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত শেষ দেখা শুনো ! কিছু মনে কোর্‌বেন না।—এক্ষণে আপনারা দেদার হাস্থন্ আর ক্লেপ্ দিন !—আমি চোল্লেম।

প্রথম কাণ্ড।

নির্জ্জন বাগানে। উপকুল মন্দিরে।

এরা আবার কে?—গুপ্ত পরিচয়।—সন্দিগ্ধ নিরেণব্বুয়ের ধাক্কা!!!

———————————"Fathful;
Remembrancer of one so dear;—
O welcome guest, though unnexpected here!"

গভীরা যামিনী! বিজন বিপিনে, কণক-নূপুর নিক্কণ,
শুনিনু যতনে!—ঝিল্লী-রবে,—নিশীথিনী নীরবে·
পল্লব দোলে পবন-হিল্লোলে,—সেই বকুল-বিটপী-মূলে,
প্রফুল্ল-বদনে!—দাঁড়ালো চন্দ্রমা কিরণে;
নীরব নূপুর তবে,———

গ্রীষ্মকাল।—ধরণী তপনতাপে পরিতপ্ত।—ভগবান্ অংশুমালী মধ্যব্যোমে উপস্থিত হোয়ে এতক্ষণ পথিকদের বৃক্ষমূলে, উত্তপ্ত বর্ত্মে, ও পান্থনিবাসে আটক্ কোরে তাদের গতিরোধ কোচ্ছিলেন,—কিন্তু এখন আর সে উত্তাপ নাই,—সে রৌদ্র নাই,—ক্রমে বেলা অবসান হোয়ে এলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্যদেবও অস্তগিরি চূড়াভিমুখগামী হোলেন।—কমলিনীর মুখখানি বিষণ্ণ হলো,—আলুলায়িত কেশে মনোদুঃখে ঘোম্‌টাটী টেনে দিলেন। চক্রবাক্ চক্রবাকী নিশানাথকে আগত প্রায় দেখে, অঝ্‌ঝরে কাঁদ্‌চে!—প্রকৃতি সতী তিমির বসন পরিধান্ করত অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে নিশানাথের আগমন প্রতীক্ষা কোচ্চেন। বিহঙ্গমেরা একত্রে পঞ্চমস্বরে পূরবীগৌড়ী রাগিণী ভাঁজ্‌ছে। গাছগুলি আহ্লাদে আট্‌খানা হোয়ে পবনের সঙ্গে তোঘোর ইয়ার্‌কিতে মেতে একবারে গায়ে গায়ে ঢলে পোড়্‌ছে। লম্পট ভ্রমর,

সকলকে আমোদে উন্মত্ত দেখে, অবসর পেয়ে কমলিনীর ঘোম্‌টা খুলে মুখ দেখ্‌বার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—অন্য অন্য ফুলেরা কমলিনীর দুর্গতি দেখে ঘাড় দুলিয়ে খিল্ খিল্ কোরে হাঁস্‌চে !—তাই দেখে, চাম্‌চিকে ও পেঁচাগুলো আহ্লাদে হুড়োমুড়ি কোরে ইতঃস্তত কেন্নোখেগো ঘুড়ির মত ঝির্ ঝির্ করে ঘুরে ঘুরে কমলিনীর দুর্গতি নিবারণ কোচ্চে। লম্পট ভ্রমরের সঙ্গে পদ্মিনীকে প্রেমালাপে উন্মত্ত দেখে, সূর্য্যদেব মনদুঃখে প্রজ্জ্বলিত হোয়ে, লজ্জায় মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ কোরে পশ্চিম সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাই দেখে পাখীরা ছি !—ছি !—ছি ! ডুবে মোলো ! ডুবে মোলো! বোলে পদ্মিনীকে ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো !—শৃগালেরা "ক্যাহুয়া ?—ক্যাহুয়া ?—সন্ধ্যা ওক্তে ক্যাহুয়া ?" বোলে রব কোর্ত্তে লাগ্‌লো। আকাশ চন্দ্রদেবের আগমন প্রতীক্ষা ভেবে ভেবে বালাবধূর ন্যায় শরীর রোমাঞ্চ ও মুখমণ্ডল পাটল বর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো। তাই দেখ্‌তে কুচক্রী লোকেরাও মনোভীষ্ট সিদ্ধি মানসে মিলে মিশে বেরুলো ! আসুন পাঠক! আমরাও দুজনে এই সময় একবার বেড়িয়ে আসি !—আসুন ?—ঘাড় হেঁট্‌কোরে কি গাঁই গুঁই কোচ্চেন ? কাকে সঙ্গে চান ? প্রাণের বন্ধু ?—তা আচ্ছা মনে করুন, এক্ষণে সে আমিই আপনার এক অপরিচিত বান্ধব !—"

বাগ্‌বাজার সদর রাস্তার ধারেই গঙ্গা তীর। তার কিয়দ্দূরে গঙ্গার ধারেই একটী প্রকাণ্ড বাগান। বাগানের সাম্‌নেই দিব্বি একখানি দোতলা বারাণ্ডাওয়ালা বৈঠক্‌খানা। বৈঠক্‌খানার সাম্‌নেই দিব্বি সাঁন বাঁদানো ঘাট। মারবেল পাথরের সিঁড়ি। ঘাটের চারিদিকে লোহার কৌচ পাতা। তারির্ পাশে পাশে নানা রকমের দেশী ও বিলাতি কেতার ফুলগাছে কেয়ারি করা। রাস্তাগুলি সুর্‌কি ফেলা লাল,—টুকটুকে লাল। বাগানটীর চারিধারেই লোহার রেলিং করা। রাস্তার সম্মুখেই ফটক। ফটকের সাম্‌নেই

বৈঠক্খানা এবং নীচেই সুরধুনী গঙ্গা প্রবাহিত। তাতেই গঙ্গাজলের সুনীল বিমলাম্বরে অস্তাচল চূড়াবলম্বী ভগবান মরীচিমালীর সিঁদুরে কিরণজালে, বৈঠক্খানার প্রতিবিম্ব পড়াতে ভাগীরথী-সতী অতিশয় চমৎকার শোভাই ধারণ কোরেছেন।

এমন সময় হঠাৎ একটী যুবা হঠাৎবাবুর মতন ও আর একজন খোঁড়া মাম্‌দোভূতের মতন, নাক্‌কাটা!—দুজনে কথায় বার্ত্তায় সেই বাগান-বাড়ীর নির্জ্জন ঘাটে এসে বোস্‌লো।

যুবা লোক্‌টীর বয়স আন্দাজ ২৩।২৪ বৎসর। শরীরের গঠনটী দোহারা ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথায় বাব্‌রিকাটা চুল। গোঁপ দাড়ীতে মুখখানি একেবারে ঢাকা। কপালে একটী ছোটো সাইজের উল্‌কি! চোখ দুটী ড্যাব্‌ডেবে নাক্‌টী কুম্‌ড়ো বড়ির মত উঁচু। পরিধান একখানি ধোপ্‌দস্ত ফিন্‌ফিনে চুড়িপেড়ে কাপড়। বাম স্কন্ধে একখানি উড়ুনি, গলায় পৈতে, চোখে একখানি সবুজ্ গেলাসের ঠুলি তক্‌মা। হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন ঘানিগাছ ছেড়ে এসেছেন!

অপর লোক্‌টী খোঁড়া।—বয়স আন্দাজ ৪০।৪৫ বৎসর। মস্তকটী নেড়া, ওল্‌কামানো নেড়া! কেবল গালপাটীর দুধারে একটু একটু জুল্‌পি আছে। কাণ ছোটো, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ, মিট্‌মিটে ও থালা থালা হলুদে রং। নাক স্থূর্পণখা! পোঁচ্‌মেরে কাটা! খুব লম্বালম্বা দাড়ী। সর্ব্বাঙ্গ দাদে পরিপূর্ণ। ডান পাটা কিছু সরু, আর বাঁটা কিঞ্চিৎ মোটা। চলন খঞ্জন পক্ষীর ন্যায়!—হঠাৎ দূর হোতে চেহারাখানি দেখ্‌লে অপরূপ মাম্‌দোভূত বোলেই প্রত্যয় হয়!

পাঠক মহাশয়! এদের আন্তরিক ভাব ভঙ্গি কি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চেন? না!—বুঝ্‌তে পারবেন-ই বা কেমন কোরে?—তা আচ্ছা,—এটী ভদ্রলোকের

ছেলে হোয়ে এমন ভরসন্ধ্যে বেলা একটা পাতীনেড়ে মাম্‌দোপিশাচের সঙ্গে গঙ্গার ধারে কেন?—তবে বোধ হয় এদের মনে কোনো কুহক অভিসন্ধি আছে!—নতুবা এমন ত্রিসন্ধ্যা গোধুলী সময় বাগান বাড়ীর নির্জ্জন ঘাটে ভূতের সঙ্গে কেন? যা হোক্, আসুন! আমার সঙ্গে আসুন? ঐ বারাণ্ডার এক পাশ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব কাঁণ্ডই দেখ্‌তে পাবেন এখন।

ক্রমে সময় যাচ্চে,—না জলের স্রোত যাচ্ছে।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যে উৎরে গেলো, রাস্তায় সব গ্যাস্ জ্বেলে দিলে। এদিকেও গির্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং কোরে ৭টা বেজে গেলো। বাবুটী, ও সেই বিকটমূর্ত্তি খোঁড়া উভয়ে সেই বাগান বাড়ীর ঘাটের ধারে একখানি লোহার কৌচের উপর এসে বোস্‌লেন। নিস্তব্ধভাবে গালে হাত দিয়ে কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে বোসে রৈলেন!—"পাঠক! বোধ হয়, ইনি কোনো কিছু ভাব্‌ছেন!—নৈলে গালে হাত দিয়ে এত মৌনভাব কেন?—বোধ হয় কোনো দাঁও ঠাওরাচ্ছেন!—নতুবা হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কথা বার্ত্তা কইতে কইতে এসে আবার পেঁচার মত গম্ভীরভাব ধারণ কোল্লেন কেন? এর ভাব কি,—কিছুই তো বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই মৌনভাবনত বাবুকে নাঁককাটা বোল্লে,—"বাঁবু? তাঁ ওঁর্ লেঁঙে আঁপ্‌ঙি আঁর দোঁস্‌রাঁ কিঁ মঁৎলঁব কোঁর্‌চেঁঙ্!—মুঁই আঁপ্‌ঙাঁকেঁ যোঁ হোঁদিঁস্ বেঁৎলেঁচিঁ, এঁটাঁ ক্যাঁমঁঙ্ আঁছেঁ!—সঁমঁজ্ কঁরেঁঙ্ তোঁ?—ওঁর লেঁগেঁ——"

বাবুটী ফোঁস্ কোরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক হোয়ে বোল্লেন, "না!—আর ভাব্‌বো কি,—যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন যা হয় এক কাণ্ড হবেই!—তা কি মৎলব্ ভাল হয়, সেইটে ভাব্‌ছি!"

"আঁপ্‌ঙি কোঁঙ্ মঁৎলঁব ঠেঁউঁরেঁচেঁঙ্!—এঁ-সঁব যাঁত্‌ঙা পঞ্চাঁঙন্দের

হিঁর্‌ফিঁতিঁ!—ঐঁ বেঁটাঁইঁ তোঁ আঁমাদেঁর্‌ ফাঁকীঁ দেঁচ্চেঁ!—তাঁ এঁখঁণ্‌ আঁপঁণাঁর্‌ বিঁবেঁচঁণাঁয়ঁ যাঁ ভাঁলোঁ হঁয়, তেঁই কঁরেঁ্যণ্‌!”

“হির্‌ভিতি আবার কি?—আমার কাছে আবার ও বেটার হির্‌ভিতি! হোয়ে কেন মরিনি—হুঁ!—‘আমার নাম’—যে ভেবেছি তাই সিদ্ধি কোরে, তবে আর অন্য কথা! আচ্ছা সেকের পো?—তুমি বোল্‌তে পারো, ও ব্যাটা এর-সব তদন্ত ক্যামন্‌ কোরে পেলে?—আর ভক্ত বেটাকে-ই বা জোটালে ক্যামন্‌ কোরে?—আর তুমিই বা এসব খবর ক্যামন্‌ কোরে পেলে?—আমাকে———”

নাককাটা সেকের পো বোল্লে,—“তাঁ বুঁজি আঁপ্‌ণি মাঁলুঁম্‌ ণঁণ্‌!—হুঁ! তঁবেঁ শোঁণেঁণ্‌।—যঁখঁণ পঁঞ্চাঁণন্দোঁ আঁর সেঁই ভঁণ্ডঁব্যাঁটাঁ দুঁজঁণে এঁক্‌ সাঁতেঁ খুঁব্‌ দঁস্তি!—এঁক্‌সাঁতেঁ খাঁণা, পিঁণা, তঁখঁণ্‌ এঁক্‌সাঁতে দুঁজঁণেই খাঁণাকুঁল-কেঁষোঁণঁরে এঁক জঁমীদার বাঁমুঁণের ঘঁরেঁ চাঁক্‌রীঁ কোঁরেঁ, ণাঁকিঁ অঁণেঁক্‌ টাঁকাঁ পাঁয়,—মোহঁর পাঁয়!—মাঁলীঁগিঁরিঁ কোঁরেঁ শিঁউঁলিঁ ফুঁলগাঁছেঁ তঁলাঁর পাঁয়!—তাঁরঁ পঁরঁ দুঁজঁণে বঁক্রা হঁলো, এঁক হাঁজাঁর গিঁরেঁণব্বুঁই খাঁণাঁ মোহঁরঁ সেঁই গাঁছঁ তঁলাঁর ণীচুঁ থেঁকেঁ কুঁপোঁ সঁমেঁদঁ্‌ ওঁঠেঁ!—দুঁজঁণে সেঁই মোহঁর বঁক্রাঁ কোঁরেঁ অঁবঁশেঁষঁ গিঁরেঁণব্বুঁয়েঁর ধাঁক্কাঁয় পোঁড়্‌লোঁ!—এঁক খাঁণা মোহঁর বঁক্রাঁয় জেঁস্তিঁ হঁলোঁ, কেঁ ণেঁবেঁ, বঁক্রাঁ কঁরে কঁ্যামণ্‌ কোঁরে!—অঁবঁশেঁষঁ পঁঞ্চাঁণন্দোঁ ণিঁলেঁ!—ঋঁণ্‌দাঁয়ী হঁলো!—বোঁল্লেঁ এঁর আঁদ্দেঁক্‌ ঘঁরে যেঁয়ে দেঁবো। এঁই পঁর্যঁন্তঁ মোর শোঁণা বাঁৎ!—তাঁর পঁর আঁপঁণাঁর আঁগে দেঁ্যকেঁচি,—সঁণ্যাসঁজাঁদাঁ মোকেঁ সাঁতেঁ কোঁরেঁ রোঁজ রোঁজ মোহঁরেঁর তাঁগাঁদাঁ কঁরে!—ক্যাঁণো কঁরে,—কিঁসেঁর লেঁগে কঁরে তঁখঁণ মুঁই কুঁচ্‌ মাঁলুঁম্‌ ণুঁই!—শেঁষঁকাঁলেঁ উঁভঁয়েঁই চাঁতুঁরী খেঁল্‌তেঁ লাঁগ্‌লোঁ!—গিঁরেঁ-

ঙব্বুঁয়েঁর ধাঁক্কাঁ ভুঁজঁঙ্কেঁই সাঁম্লাঁতেঁ হঁলোঁ!—পঁঞ্চাঁঙন্দোঁ মুর্দ্দাঁ হঁলোঁ!—বঁক্রাঁ দেঁবাঁর ভঁয়েঁ, প্রঁবঁঞ্চঙা মৎলঁবেঁ, মুর্দ্দাঁ হঁলোঁ!—ব্যাঁটাঁরাঁ ভুঁজঁঙেই বুঁজঁরুঁক্! তোঁখোঁড় ধাঁড়িবাঁজঁ! ঠঁকঁচাঁচা খাঁট্ আঁঙ্লেঁ! দঁরিঁয়াঁ কিঁঙারাঁয় আঁমরাঁ তিঁঙ জঁঙে লিঁয়ে ঙেলেঁম, খাঁট্ ঙাবাঁলেঁম! তঁখঁঙও বিঁটঁল্ বাঁমুঙ ভিঁস্তঁব্ধ! আঁকঁট্ মেরেঁ পোঁড়েঁ আঁছেঁ! মোহঁরেঁর বঁক্রাঁ দেঁবেঁঙা! দিঁষ্টিঁ কিঁপ্পঁঙ্! এঁ বঁলোঁ্য মোরেঁ দ্যাঁক্, ওঁ বঁলোঁ্য মোরেঁ দ্যাঁক্! ভাঁরি মজাঁ!”

বাবুটী এস্তভাবে সচকিতে বোল্লে, “উঃ!—বেটার কি ভণ্ডাম!—কি অর্থলোভ!—কি কুচক্র!—কি অর্থপিশাচ!—ভাল সেকের পো? তুমি এসব খবর পেলে কেমন কোরে?”

“মোকেঁ সঁঙ্গীসঁঙ্গাঁদাঁ তাঁঙাদাঁ বঁর্বাঁর উঁক্তে সাঁথে কোঁরে লিঁয়েঁছিঁলেঁঙ্!—আঁরঁও কোঁয়েঁছিঁলেঁঙ কিঁ তোঁকেঁ কিঁছুঁ দেঁবোঁ! তাঁ আঁমরাঁ কঁজঁঙায় মিলেঁ, এঁক সাঁথেঁ ব্যাঁটাঁকেঁ ঘাঁটেঁ লিঁয়েঁ যাঁবোঁ! তাঁতেঁইঁ মোকেঁ বেঁবাঁক্ কোঁয়েঁছিঁলেঁঙ! মুঁই জাঁঙি, মোকেঁ মালুঁঙ্——”

ধূম্রাক্ষলোচন বাবুটী সেকের পো-র কথায় বাধা দিয়ে এস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “আচ্ছা, তারপর কি হলো?”

তাঁর পঁর আঁমরাঁ সেঁইঁখাঁনেঁ খাট্ ঙেমিয়ে পোঁড়াঁবোঁ কিঁ ঙোর্ দেঁবোঁ এঁই পরাঁমর্শঁ কোঁচ্ছিঁ, অ্যাঁমঙ্ সঁমে আঁপ্ঙাদেঁর দঁল্ বল যেঁয়ে পোঁড়্লোঁ। মুঁর্দ্দা দ্যেঁক্লেঁ, মঁদ খেঁলেঁ, শেঁষঁকাঁলেঁ কিঁরাঁ কোঁরেঁ বোঁল্লেঁ, “দ্যাঁক্ মুঁর্দ্দা!—তোঁর কেঁড়ামোতেঁ ডাঁকাঁতিঁ লুঁট্ কোঁত্তেঁ যাঁচ্চি,—যঁদি ইঁচ্ছাঁর আঁতিঁরিক্ত মাঁল পাঁই—তঁবে তোঁকে চঁঙ্ঙোঙ্ কাঁটে পুঁড়িঁয়ে যাঁবোঁ!—ঙচেঁৎ এঁই তঁরোঁয়াঁল্ দিঁয়েঁ্য কুঁচিঁকাঁট্টাঁ কোঁরেঁ যাঁবোঁ!”—

এঁই বোঁলেঁই আঁপঁভারঁা মুর্দ্দাঁরেঁর চাঁর্ দিঁকেঁ প্রঁদঁক্ষিঙ্ কোঁরেঁ চোঁলেঁ গ্যেঁলেঁঙ্!—অঁাম্রাঁ তঁখঁঙ সঁব্বাঁই পাইঁল্যোঁচিঁ!

"তোমরা তখন কোথায় পালিয়েছিলে?"——

"কোঁথাঁয় আঁবাঁর পাঁলাঁবোঁ বাঁপ্!—যেঁ আঁধাঁর সেঁ রাঁত্তিঁরেঁ! ধূঁর থেঁকেঁ তোঁমাদেঁর আঁস্তেঁ দেঁকেঁ সেঁইঁ খাঁনেঁই এঁক্টাঁ শ্মঁশাঁঙ্ চাঁড়াঁল ঙাছেঁ তিঁঙজঁঙে, পীঁর্বাঁবাঁ, আঁমি, তাঁর ঠঁক্চাঁচাঁ ছিপিঁয়েঁ থাঁক্লেঁম্!"

"কি আশ্চর্য্য!—আমরা জান্তেম সেটা মড়া!—তাই বোলেছিলাম, শুভযাত্রা!—আস্বার সময় গুগ্‌গুলে পুড়িয়ে যাবো!—উঃ! এর ভেতর এত কাণ্ড!—তা কে জানে!—আচ্ছা তার পর কি হলো?"

"তাঁর পঁর, যাঁ যাঁ হোঁয়েচেঁ, তাঁ আঁপ্ঙি সঁবইঁ জাঁঙেঙ্! এঁখঁঙ সেঁই সঁব্ টাঁকাঁ মোহঁর্ ঙিয়েঁ ওঁর অ্যাঁৎঙা আঁমিরীঁ!—যাঁর ধঁঙ্ তাঁর ধঁঙ্ ঙয়, ঙেতোঁয় মারেঁ দঁই!—তাঁই এঁখাঁঙে অ্যাঁৎঙা পঁসাঁড়!—যাঁ আঁম্রাঁই ফাঁকেঁ পোঁড়েঁচিঁ!—কিঁন্তুঁ পীড়্বাঁবাঁ আঁর ওঁ ব্যাঁটাঁর কঁপাঁল্ খুঁব কেঁরাঁমতিঁ! চোঁরেঁর্ ধঁঙ্ বাঁট্পাঁড়ে ঙেয়, কেঁউ থাঁকেঁ তোঁ বোঁয়েঁ দ্যাঁয়!"

চস্‌মা চোকো বাবু একটী ১॥০ হাতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লে, "বাট্‌পাড়ি-ই বটে!—নৈলে আম্‌রা এক চাঁই!—আমাদের ফাকী!—আর ঐ ঠক্‌চাচা বেটা মৎলবের সর্দ্দার!—ও বেটা নাকি আবার কুহক জানে!—কি রকম হাত গুনতে পারে।—ঐ বেটারই কুহক মায়াতে আমরা কত কষ্টের ধন গুলো ফেলে পালালেম!—আর ডাকাত-ই হই, মানুষ-ই খুন কোরি, ঘরবাড়ীই পোড়াই!—কিন্তু তবুও ভূতের ভয় আছেই!—আর পঞ্চানন্দ বেটার কি অভ্যাস!—বেটাকে যখন শয়ে শয়ন করান হলো, তখন একবারে আকট্!—অপরূপ বাস্‌মড়া!—আড়ষ্ট!—তার পর যখন উপর্য্যোপরি চাপা দিলেম, তখন নোড়্‌লোওনা

চোড়্লোওনা !—তার পর আগুন দিতেই না এই ভয়ানক কাণ্ড !--বাবা ! অবশেষ প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ খুজে পাইনে ! "ভাল সেকের পো ? আমরা যে যেদিকে পেলুম, সে সেই দিকে পালালুম ! তার পর আমাদের সে সব মাল পত্র কি হলো ?"——

"তাঁর পঁর, গাছ থেঁকেঁ পোঁড়্তেঁই মোঁর পাঁয়ে অ্যাংগা দঁর্দ লাঁগ্লোঁ, যেঁ দোঁস্রা আঁর এঁক পাঁও চোঁল্তেঁ পাঁল্লেঁম গা,—সেঁইখাঁগেই বোঁসেঁ পোঁড়্লেঁম ! পাঁয়েঁর লেঁগেই ব্যঁস্ত !—তাঁর পঁর ওঁগায়া কিঁ মৎলঁব কোঁল্লেঁঙ্ কিঁছুঁই মালুঁঙ কোঁত্তেঁ পাঁল্লুঁম্ গা !—পঁরে দেঁক্লেম, পঁঞ্চাওন্দো, পীঁর্বাবা, আঁর ঠঁক্চাচাঁ তিঁঙ জঁণে হাঁস্তেঁ হাঁস্তেঁ খুশাঁঙ হোঁতেঁ টাঁকাঁ, ঘ্যাৎগা মাঁল পঁত্তঁর, সঁব উঠিঁয়ে লিঁয়ে এঁলেঁঙ্ ! আঁর মুই এঁক্লাঁ সেঁইখাঁগে পোঁড়ে থাঁক্লেঁম !—তাঁর পঁর ঠঁক্চাঁচাঁর মুয়ে শুঁঙ্লেঁম্, ঘ্যাংগা মালপঁত্তর, মোঁইঁর ! সঁব্কঁই পীর্বাঁবাঁর লেঁড়্কীঁর কাঁছে জিঁম্মা আঁছেঁ !—মুই জাঁগি !"

আচ্ছা সেকের পো—" তোমাকে কি পীরগোঁসাই কিছুই দিলেনা ? আর লাভের মধ্যে কেবল ঠ্যাঙ্গভাঁঙ্গা !"

"হাঁ ! খোঁড়াগুঁড়ি ! তেঁম্ঙি পঁঞ্চাওন্দোর এঁক মস্ত কেঁড়াঁমতি কোঁরেঁচি ! লেঁকিঙ্ লাঁবে মূলেঁ মোরই জঁঙম্সেঁ ঠ্যাঙ্গঁটা ল্যাঁঙ্ড়া হঁলোঁ ! আঁর আঁপগার ঙাক্টা কেঁটে পঁরেঁর যাত্রাঁ ভেঁঙিয়ে দেঁওয়া হঁলোঁ !"

বাবুটী গিরগিটের ন্যায় ঘাড় তুলে হাঁস্তে হাঁস্তে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আচ্ছা সেকের পো ? তোমার ঠ্যাঙ্গটাই যেন গাছ থেকে পোড়ে খোঁড়া হোয়েছে ! ভাল, নাক্টা কাটা পোড়্লো ক্যামন কোরে ?—আর এ কদ্দিনের কাটা !—আমাকে এই কথাটী বোল্তেই হবে ?"————

বিড়ালব্রত সেকের পো বাবুর প্রশ্নে অধোবদনে গাঁইগুঁই কোরে বোল্লে, "আঁর বাঁবুঁ ! সেঁ দুঁক্ষুঁর কঁথা, আঁর মোকেঁ পুঁচ্ কোঁর্বেঙ্ গা !—বোঁল্তেঁ মুই

পাঁর্বোঙা !—এঁগাঁওে পঁরেঁর জঁমীঙ্ ! পঁরেঁর বাঁডিচাঁ ! মোর ভঁয় লাঁগে !—মুই চোঁল্লেঁগ্ ! উঁথঁও শঁভিচঁর রোঁজেঁ ফ্যোঁর্ মোলাঁকাঁৎ হঁবে, বোঁল্বোঁ ! মোর রাঁৎ হঁলোঁ, গাদাঁ জাঁও,—ভাঁরি অঁসুখে আঁচি !—মুই চোঁল্লেঁম বাঁবু !—এই বোলেই নাক্‌কাটা পাতীনেড়ে চোঁ কোরে বাগান থেকে চোলে গেলো। পাঠক ! লোক্‌টী ভূত কি পিশাচ ! এই সময় উত্তমরূপ ঠাউরে ঠাউরে নিরীক্ষণ কোরে রাখুন। নতুবা এ বড় সাধারণ লোক নয় ! যার পেটে হারামের ছোরা, সেই বিশ্বাসঘাতক এখনও পালায় ! ধরুণ !—দাগাবাজ, খুনি,—যায় ! এক কথার চোটে মৌনব্রত ! বোল্‌বেনা !—গুপ্তকথা !—নাকের কথা !—'কাটলো কেন ?'—জিজ্ঞাস্য এই। আর বোস্‌লো না ? কথা শুন্‌লে না !—'শনিচরে মোলাকাৎ হবে !'—তা সে এখন অনেক দিনের ফ্যের্ ! বোল্লেনা ! নৈলে সেকের পো বাছাধনের হামেহাল্ আজ দ্যাখে কে ?—এর ভিতর ভারি রং !—ভারি গোপনীয় কথা ! অপূর্ব্ব রহস্য !—"ব্যাটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,—মশা মার্ত্তে গালে চড় !"

নাক্ কাটা মাম্‌দো-নরপিশাচ চোলে গেলে পর, কিয়ৎবিলম্বে একজন উড়ে খান্‌সামা একটী খেলো ডাবা হুঁকো কোরে বাবুকে তামাক দিয়ে গেলো। তিনিও সেই সাঁন পৈটের উপর আড় হোয়ে ঠেসান দিয়ে ভড়র্ ভড়র্ কোরে টান্‌তে লাগ্‌লেন ! এদিকে হুঁকোটীও খুড়ো খুড়ো কোরে চেঁচাতে লাগ্‌লো !—এমন সময়, একটী তরুণ বয়স্কা যুবতী অপর একটী প্রবীণা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেই বাগান বাড়ীতে এলেন।

যুবতীর বয়স প্রায় ১৬।১৭ বৎসর। রূপে এমন কি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বোল্লেই হয়। একে শুধু অঙ্গে শুধু সোনা, আবার তার উপরে অলঙ্কারে অষ্টাঙ্গ খচিত ও ঝলাবর। তা পাঠক মহাশয় ! রূপের পরিচয় এখন থাক্,—চাই কি এর পরে দেখ্‌লেও চোল্‌তে পার্‌বে।

বৃদ্ধাটীর বয়ক্রম আন্দাজ ৪০।৪২ বৎসর। শরীর পাৎলা ও একহারা। রংটী পাকা আঁবের মত। অঙ্গ সৌষ্ঠবও এমন বড় কুৎসিত নয়। দোষের মধ্যে মুখখানি ও হাত পা গুলিন ঢেঙ্গা ঢেঙ্গা। দাঁতগুলিন অত্যন্ত পরিপাটী! এমন কি মুলোর ক্ষেৎও ঝক্ মেরে যাচ্চে! নাকটী টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতন, কপাল খানি পাটকেলের মত উচু ও টিপি পানা হওয়াতে চোখ দুটীও তারকা রাক্ষসীর ন্যায় কোঠরে ঢুকোনো! গলায় একগাছি দানা ও ডান্হাতে একগাছি রূপার তাগা। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে একখানি শাদা ধুতি। এমন কি হঠাৎ দূর হোতে দেখ্লে, 'গোপাল উড়ের ভাঙ্গা দলের মালিনী মাসী বোল্লেও বলা যায়।'

দেখ্তে দেখ্তে স্ত্রীলোক দুটী বরাবর সেই উদ্যানের এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কোল্লে।—তখন সেই যুবা পুরুষটীও ক্রমে ক্রমে তাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হলো।—পাঠক মহাশয়! এক্ষণে এদের ভাব ভঙ্গি কি কিছু বুঝ্তে পাচ্চেন? আচ্ছা,—এরা ভদ্রলোকের মেয়ে হোয়ে এমন ভরসন্ধ্যে বেলা দুটীতে গঙ্গার ধারের নির্জ্জন মন্দিরে কেন?—তবে অবশ্যই এদের আন্তরিক কোনো কুহক অভিসন্ধি আছেই আছে!—এর আর কোনো অন্যথা নাই!—নিঃসন্দেহ!—নিগুড় কথা!

"কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমিত চিনিনে তারে, চেনে মন দুনয়ন!"

স্ত্রীলোক দুটী গৃহে প্রবেশ কোল্লে পর, সেই যুবা পুরুষটী বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্লো!—কেন দাঁড়ালো, কেউ জানেনা!—অভিপ্রায়!—কানাড়ি পাতা! ক্যানো?—সেই জানে।—স্বার্থসিদ্ধি, অভীষ্ট সিদ্ধি মানসে কৃতসঙ্কল্প। কিছু শুন্বে,—তাদের ঘরাও কথা। গোপনীয় অন্তরের কথা!—কি কথা তারাই জানে! কিন্তু আজ এই ছদ্মবেশী যুবাটীরও জান্তে ঔৎসুক্য হোচ্চে।

জেনে কি কোর্‌বে,—তা সেই জানে, আর সেই অভাগিনী কুলকামিনী রমণীই জানে।—উরির মধ্যে পোড়ে কিছু কিছু আমিও জানি।—আর ধর্ম্মদেব তিনিই জানেন।—কিন্তু তারা দুজনে যে সব কথা বোল্‌তে লাগ্‌লো, সে অতি নিগুড় কথা।—সকলের অজানিত।—স্ত্রীলোকটীর আন্তরিক ও বাহ্যিক আশ্চর্য্য কথা। কতক হর্ষ ও বিষাদ সাগরে নিমগ্ন।

প্রথম যে স্বরে প্রশ্ন হলো, সে স্বরটী বামাস্বর, অথচ অতি মৃদু। আন্দাজে বোধ হলো, সেই যুবতী কণ্ঠনিঃসৃত স্বর।—সে এই কথা। "আচ্ছা তুই তাঁকে চিঠি খানা দিতে তিনি কি বোল্লেন?"

অপর প্রবীণা বোল্লে, "বোল্‌বেন আবার কি?—যেনো আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে পেলেন। চিঠিখানা খুলে পোড়্‌তে পোড়্‌তে মুখখানি কাঁদো কাঁদো হয়ে এলো।—টপ্ টপ্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। হ্যাঁ বৌমা?—আপনি চিঠিকে কি ল্যাকেছিলেন?—যে তাই দেখে তিনি কেঁদে ফেল্লেন? তবে তুমি কি আইবড়?—আজও কি তোমার বো হয়নি?"

"আদুরী সে কথা, অনেক দুঃখের কথা!—যিনি জানেন, তিনিই বোল্‌তে পারেন। আমি আইবড় নই, বিধবা'ও নই। আমার স্বামী, না—না আমার মা-বাপ এখনও বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, পুড়ে গেছে! কি কোর্‌বো, অদৃষ্ট মন্দ! ভাগ্যের দোষ! বিধিলিখিত ললাটেরপূর্ব্ব জন্ম-কুকৃত মহাপাতক!—আদুরি! তিনি আমার পর নন্। আমি তাঁর, তিনি আমার। এই হতভাগিনীর জন্যই তাঁর এত কষ্ট!—এতাধিক সন্ধান।—তা আমি কি কোর্‌বো,—আমার কি হবে!"—এই বোল্‌তে বোল্‌তে কামিনীর চোখ দিয়ে প্রবল বিগলিতধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো। পাঠক এ প্রবীণা স্ত্রীলোকটীর নাম, আদুরী।

আদুরী বোল্লে, "বৌমা! সে এমন কি কথা!—যে আমাকে বোল্‌তে

আপনার ক্ষেতি আছে!—এত ভাঁড়াভাঁড়ি!—বল্‌বার নয়! গোপন কথা! তা আর এখানে কাঁদ্‌লে কি হবে, এখন চুপ কর।”

তখন দাসীর সান্ত্বনা বাক্যে অভিসারিণী—সধবা চক্ষের জল মুছে একটু স্থির হোয়ে বোস্‌লো। দাসী আবার পূর্ব্বমত জিজ্ঞাসা কোল্লে, “ভাল বৌমা? তুমি তবে পঞ্চানন্দের কাছে কেন?—কে আন্‌লে,—আর বাবুই বা তোমার কে,—আমায় বোল্‌তেই হবে?—তোমার দুটী পায়ে পড়ি বৌমা!”

নবীনা ত্রস্তভাবে চোম্‌কে উঠে বোল্লে, “সে কি?—সে কি?—পা ছাড়ো, বোল্‌চি? কিন্তু দেখো যেনো কোথাও প্রকাশ না হয়,—কেউ জান্‌তে না পারে! আমার মাথার দিব্বি!—গুরু গঙ্গার দিব্বি! কাকেও বোলো না, কেউ যেন শোনেনা,—যা তুই জান্‌লি, আর আমি জান্‌লুম!—কিন্তু এ ভিন্ন যদি অপর কেউ টের পায়, তা হোলে আমারও বিপদ,—তোরও বিপদ,—তাঁরও বিপদ!—খবর্‌ দার!—খবর্‌ দার!—আদুরী খুব সাব্‌ধান!!!

“তার জন্যে তোমার কোনো চিন্তা নাই। প্রাণ গেলেও পেটের কথা কখন কারুর কাছে ব্যক্ত হবেনা। বরং তোমার যাতে উপকার হয়, তা সাধ্যমতে চেষ্টা কোর্‌বোই কোর্‌বো!”

দাসীর এবম্প্রকার স্নেহগর্ভ বাক্যে তখন যুবতীর মনে কিঞ্চিৎ সাহসের সঞ্চার হলো। বোল্লে, “আদুরি! তুই আর আমার কি উপকার কোর্‌বি! যাঁরা আমার চিরকালের উপকার কর্ত্তা,—আমি যাঁদের অপত্যবাৎসল্য ও স্নেহের একমাত্র পাত্রী!—সেই জন্মদাতা পিতাও আমার এ দুর্ব্বিপাকে উপকার কোর্ত্তে পাল্লেন না। যে পর্য্যন্ত আমার ভায়ের অদর্শন শেল তাঁর শোকসন্তপ্ত হৃদে বিদ্ধ হোয়েছে, সেই নিদারুণ শোকে তিনি সেই অবধি পাগল হোয়েছিলেন, তার পর ব্রহ্মপরিচর্য্যা সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে নিরুদ্দেশী হোয়ে ঘুরে ঘুরে তার উদ্দেশ কোচ্চেন। তা নৈলে আজ আমার সে ভাই

থাক্‌লে,—আমার এ দুর্দ্দশা! আদুরী আমার আর কেউ নাই!—আমার স্বামী সত্ত্বেও———”

“ক্যান ক্যান!—তোমার ভায়ের কি হোয়েছে?”

সধবা অভিসারিণী—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লে, “আর কি হবে!—আমার ভায়ের বয়স যখন ১৬।১৭ সতেরো, তখন সে যে কোথায় বিবাগী হোয়ে বেরিয়ে গেছে, তা বোল্‌তে পারিনে। তার পর আমার বিবাহ হলো। যে রাত্রে বিয়ে হলো, সেই রাত্রেই বাসরঘর থেকে আমিও পঞ্চানন্দের কাছে!—কোথায় মা।—কোথায় বাপ।—কোথায় ভাই।—কোথায় স্বামী,—আর কোথায় যে শ্বশুর বাড়ী, তার কিছুই নিশ্চয় নাই!”

“তা তোমার ভায়ের নাম কি?”

যুবতীর চোখ ছল্‌ছলিয়ে এলো, “বোল্লে আদুরি! আর কেন সে মনাগুণ, উথ্‌লে দিচ্চিস্‌।—আর কি আমার সে প্রাণের সহোদর বিনো————”

দাসী সচকিতে ত্রস্তভাবে বোল্লে, “কি?—কি?—কি নাম বোল্লে, কি? বিনো কি?—তা বিবাগী কি জন্যে হলো?”

বিবাগী কি—কে তারে নিদ্রাবস্থায় আমার মতন ঘর থেকে চুরি কোরেছে, তা জানিনা। সে আমার বিবাহের আগে প্রায় পাঁচ ছ বছরের কথা। সেই অবধি তার কোনো সংবাদ নাই।—আর পুনশ্চ যে সেই প্রাণাধিক সহোদরের চন্দ্রানন দেখ্‌তে পাবো, এমন বিশ্বাসও নাই। তবে যদি কখন এ কুচক্রী কুলীন পাষণ্ডের ঘরকন্না থেকে, অধীনতা থেকে, পালাতে পারি, তা হোলে কখন না কখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হবেই হবে। আর তিনি-ই যদি আমার এ সব বিপদের কারণ ঘুনাক্ষরে টের পেতেন, তা হোলে এখানে আমার এ দুর্দ্দশা! তা যিনি আমাদের সোনার ঘরকন্নাকে খানেখারাপ্‌ নাস্তানাবুদ্‌ কোরেচেন, তাঁর কখনই ভাল হবেনা।—ধর্ম্ম যিনি, চার যুগের কর্ত্তা, আমার

তিনিই সাক্ষী।—তিনি কখন না কখন দুরাচার কুলীন-পাষণ্ড পঞ্চানন্দকে না—না—সেই কুলকলঙ্কিনী ভগ্নীকে,—উচিত প্রতিফল দেবেন-ই দেবেন!

"তবে পঞ্চানন্দ কুলীন বামুন ক্যামন কোরে জান্‌তে পাল্লে ?"

"সে অনেক কথা।—অনেক ষড়চক্র!—আমার বয়স যখন ১১।১২ বৎসর, তখন মা আমার বিয়ের জন্যে সদাই ব্যস্ত। দেশ বিদেশ থেকে ঘটকেরা সম্বন্ধ নিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। অবশেষ একটা বুড়ো প্রত্যহ মার কাছে যাওয়া আসা করে, কেন করে, তা মা-ই জানে!—একদিন মা আমায় নির্জ্জনে ডেকে বোল্লেন, দ্যাক্ মা বিমলা ? একজন ঘটক আজ কদিন হলো যাওয়া আসা কোচ্চে;—বোল্লে, 'একটী কুলীনের ছেলে, খুব ধনী, রূপবান ও বড় নিন্দের নয়, নাম পঞ্চানন্দ,—বাড়ী নাকি পেঁড়ো। এতে তোমার মত কি ?' পাঠক। এক্ষণে আমিই মার সবে ধন নীলমণি। বিশেষ মায়া অধিক। বিদেশে বিভূঁয়ে ব্যে দেবেন না, বেশ জানি।—কিন্তু অর্থলোভে যদি-ই দেন। এই উদ্দেশে আমি ঐ পেঁড়ো নাম শুনেই বিরক্তি ভাবে বোল্লেম, "আপনি যা ভালো বোঝেন্, তাই করেন।—বিশেষ যদি ও আমার কতক লেখা পড়া বোধ বুদ্ধি আছে, তবুও আমি তোমার মেয়ে।—তুমি আমার মা।—যা বিবেচনায় ভাল হয়,—তাই করুন! এতে আমার আর মতামত কি?" যাহোক্, আমার সে বিষয়ে নিতান্ত অমত থাকাতে তাঁর সে পাত্র মনোনীত হলোনা। কাজেই ঘটক ঠাকুরকে আস্তে আস্তে সে দিবস বৈমুখ হোতে হলো।—পরদিবস আবার সেই বুড়ো দেখি যে মার নিকট উপস্থিত! কিন্তু মায়ের অমত।—অবশেষ গহনা দেখিয়ে ঝুলোঝুলি।—কোনোমতেই সম্বন্ধ ধার্য্য হলোনা, কাজেই ঘটক ঠাকুরের আর কোনো কেরামতি, দম্‌বাজী খাট্‌লোনা। একেবারে নির্ভরসা! সাধের ঘটকালীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিরস্ত হোতে হলো। অবশেষ যাবার সময় বোলে গ্যালো, 'হরিহর দাদা থাক্‌লে এ সম্বন্ধ

কে রদ্ করে। তা সেম্‌লে থেকো।—এবে মোর বাৎ না ইয়াদ্, না !—না! শুন্‌লে কাণে, লেকিন্ পিছে রোবে, না!—না!—কাঁদ্‌বে!—তখন মালুম্ দেবে, যে সেই প্যাগম্বর, না !—না !—সেই পিতম্বর দফাদার ঘটক কোয়েছ্যালো কি যথাত্ত !—পঞ্চানন্দো,না!—না!—তাকে না জানে কে,—না চেনে কে ?—মুই অজানবিৎ কার! মোকেও তাদের থোড়াথুড়ি মালুম আছে!—না !—না! তাঁনাদের বেটী খসম্ ঘর কোর্‌তেছে-!—মুই না জানি কি !—মুই কামক্ষিয়ার ফিরৎ !—মানুষ ওরাতে, না !—না! সাঁপে কাটার মোন্‌তোর, না!—না !— দেখ্‌বো ক্যামন কোরে সাদী হয় !—হা ! হা ! হা ! বড় মজা !—সেই বাসর ঘরে !—আজ না,—সাদীর দিনও না !—তা আচ্ছা !—আচ্ছা !—তাই বাৎলাইগে !—হা ! হা ! হা !—ভারি মজা !'—এই বোল্‌তে বোল্‌তে ঘটক ঠাকুর পাগলের মতন হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে হাত তালি দিতে লাগ্‌লো,—বিশেষ তখন আর কোনো চাতুরী খাট্‌লোনা।—আপনা আপনি আবোল্ তাবোল্ বোক্‌তে বোক্‌তে চোলে গেলো।—তাতেই মার মুখে শোনা ছিল, যে পঞ্চানন্দ কুলীন বামুনের ছেলে, নিবাস পেঁড়ো।—আর আমার নাম, বিমলা দাসী।"

"তবে তোমাদের সংসার এ রকম নাস্তানাবুদ্ ছড়িভঙ্গ কে কোল্লে ?—কার এ ষড়চক্র ?"

"আমার এক বৈমাত্রেয় দুশ্চারিণী কলঙ্কিনী ভগ্নী।—বর্ত্তমান ভৈরবীসিদ্ধ-পিশাচিনী-বিমাতার কন্যা। তিনি স্বামী সত্ত্বেও মহামূল্য সতীত্বরত্নে বিসর্জ্জন দিয়ে কুলটাবৃত্তি অবলম্বন কোরেচেন। তিনিই এই সমস্ত আদি-অন্ত ষড়চক্রের মূল! তাহা হোতেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ! এই দুর্দ্দশা! এই খানেখারাব্ !—হামেহাল্——"

এমন সময় হঠাৎ একখানি গাড়ীর গড়্‌গড়ানি শব্দ উঠ্‌লো।—এদিকে কানাড়িপাতা বাবুও ভোঁ—ভোঁ কোরে দৌড়ে মেদি পাতার ঝোপে লুকিয়ে ফ্যাল্

ফ্যাল্ কোরে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। পাঠক! এতক্ষণে এঁর মনোভীষ্ট কতক সাধন হলো,—কিঞ্চিৎপরে কতক স্বার্থসিদ্ধি ও কৃতসংকল্পে সফল হবে! এক্ষণে সেই আশাই এঁর আন্তরিক প্রবলরূপে বিরাজমান!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চক্ষের নিমিষে গাড়ীখানি গুড়্‌গুড়্ কোরে ঘাটের ধারে এসে থাম্‌লো। থাম্‌তেই—একজন কার্ত্তিকের মতন ফুল্‌কোমুখো বাবু তাড়াক্ কোরে গাড়ী থেকে নেমেই তড়্‌তড়্ কোরে সিঁড়ি দিয়ে উপরের বারাণ্ডায় উঠে গিয়ে, একবার এ ঘর একবার ও ঘর কোরে চারিদিক্ কি খুঁজ্‌লেন,—কিন্তু কাকেও দেখ্‌তে না পেয়ে, অবশেষ আবার বারাণ্ডায় ফিরে এলেন। সেখানে একখানি ক্লিওপেট্‌রাইজ্ কৌচ পাতা ছিল, বাবু তারির উপর বোস্‌লেন, এবং পকেট্ থেকে একখানি চিঠি বার কোরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ দুটী ছল্ ছল্ কোরে এলো, এবং দু এক ফোঁটা চিঠির উপরেও পোড়্‌লো!—বাবু পকেট্ থেকে একখানি রুমাল বাহির কোরে মুছ্‌লেন, মুছে আবার চিঠিখানি উল্‌টে পাল্‌টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

চিঠি পড়া যুবা বাবুটীর বয়স আন্দাজ ১৬।১৭ বৎসর। মুখখানি পানের মতন, চক্ষু দুটী আঁবের ফালা, নাক্‌টী বাঁশীর ন্যায়, ঘাড়ের সবচুল গুলিন লম্বা ও কোঁক্‌ড়ান কোঁক্‌ড়ান, রং হরিতালের মত, ঠোঁট দুখানি পাৎলা পাৎলা এবং ঠিক যেন তেলাকুচোর মতন লাল। গাল দুটী দুদে আল্‌তায়, এমন কি ঠুন্‌কি মাল্লে রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়ে। কান দুটী ছোটো খাটো, বুক্‌টী প্রশস্ত, নাভী সুগভীর, কোমর্‌টী চাই-কি মুটো কোরে আঁক্‌ড়ে ধরা যায়। পরিধান একখানি কালাপেড়ে কাপড়, গায়ে একটী চুড়িদার প্লেট্‌ওয়ালা কামিজ্ ও স্কন্ধে একখানি ঢাকাই ফুলকাটা চাদর কোঁচানো। কামিজের জেবে একগাছি সোনার চেইন্ ঝুল্‌ছে, ও পায়ে এক জোড়া কাঁচ্‌কাটার কারপেট্‌ওয়ালা জুতো। বাবু যে চিঠিখানি দেখ্‌ছিলেন, তাতে এইরূপ লেখা ছিল;——

সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান,
ওরে বিধি! তারে কি-রে জন্মান্তরে পাবনা?
মরমেতে মরে, বুঝিবারে নারে, বৃন্ত-ভাঙ্গা যার মন,
ক্ষণে ক্ষণে, নিশি দিনে, জাগে অপার ভাবনা!

"হৃদয়নাথ!

কল্য দিবসাবধি তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে বঞ্চিত হইয়া অবধি আমার মন যে কি রূপ চঞ্চল হইয়াছে, তাহা আর আপনকার নিকট কি ব্যক্ত করিব!—এমন কি গতকল্য নিশিতে উত্তমরূপে নিদ্রা হয় নাই, কেবল তোমার-ই মুখচন্দ্রিমা ও অপার ভাবভঙ্গি নিয়তই মন মধ্যে উদয় হইয়াছে, ও এখনও হইতেছে। নাথ! বিধাতা কুলবালা মজাইবার জন্যেই কি তোমার নয়নবাণ সৃজন করিয়াছেন! আর আমি যে অবধি তোমাকে দেহ, প্রাণ, সমর্পণ করিয়াছি, সেই অবধি মন আর একদণ্ডও ধৈর্য্যাবলম্বন করে না, কেবল অনবরত কলঙ্কের ডালি সাজাইয়া মাথায় করিতে ইচ্ছা করে! হৃদয় বল্লভ! আমার স্বামী সত্বেও, জীবন, যৌবন তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করেছি;—কিন্তু তুমি আমায় তদ্রূপ ভাল বাস কি-না,—সন্দেহ! আদুরী আজ সকাল বেলা তোমার একখানি চিঠি আনিয়া দিয়াছিল;—সেখানি যে কতবার পাঠ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না,—এমন কি স্নানাহার পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কেবল সমস্ত দিবস চিঠি লইয়াই কাটাইয়াছি। প্রাণবল্লভ! আমার মন যেমন বিচ্ছেদ গরলে জর্জ্জরীভূত হোচ্চে, আপনার কি তদ্রূপ হোচ্চে না? এক্ষণে অধিক আর কি লিখিব,—আমি অদ্য রাত্রি ১০ দশটার সময় নিশ্চয়-ই যাইব, কোনো সন্দেহ নাই।

তব চির-প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী

শ্রীমতী———"

চিঠি পোড়্তে পোড়্তে বাবুর বড় বড় চোখ্ ছুটী আবার জলে পরিপূর্ণ হলো !—পূর্ব্বমত রুমাল দিয়ে মুছ্লেন। মুছে, খানিকপরে আবার চিঠিখানি আগাগোড়া একটী একটী কোরে পোড়্লেন, এ দিকেও মেকাবি ক্লকে টুং টাং কোরে ১১টা বেজে গেল। বাবুটী চিঠিখানি একবার বুকের উপর রাখ্লেন, পরে ছুবার চুম্বন কোরে শিরোনামাটী আবার ভাল কোরে পোড়্তে লাগ্লেন। তাঁর চোখ্ ছুটী একদৃষ্টে চিঠির উপর-ই রয়েছে, স্পন্দহীন! হঠাৎ দেখ্লে বোধ হয় যেন কাঠের পুতুল! পাঠক মহাশয়! আপনারা যদি কখন এমন অবস্থায় পোড়ে থাকেন, তবে সেই অবস্থার সঙ্গে এই অবস্থাটী একবার মিলিয়ে দেখুন!

এমন সময় হঠাৎ সিড়িতে পায়ের খস্ খসানি শব্দ হলো! বাবুটী তবুও একদৃষ্টে চিঠিই দেখ্ছেন;—এখনও তাঁর পূর্ব্বমত চৈতন্য হয়নি! দেখ্তে দেখ্তে একটি আধ-বয়িসি স্ত্রীলোক, একখানি থানফাড়া কাপড় পরা, আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর এলো! তখন বাবু চেয়ে দেখ্লেন। অমনি একটু ফিক্ কোরে হাঁস্লেন! বোধ হোলো যেন কোনো ভালবাসার সামগ্রী তাঁর হাত হলো!—বোল্লেন, "কে-ও আহ্লরি!" চারিদিক চেয়ে—আবার বিরস বদন!

আহ্লরী একটু কাছে সোরে গিয়ে চুপি চুপি বোল্লে, "এসেছেন!—নীচে আছেন!—আপনাকে খবর দেবার জন্যে আমি উপরে এলেম!"

"অ্যাঁ!—অ্যাঁ!—নীচে?—কৈ?—কৈ?—চল দেখি?" বোল্‌তে বোল্‌তে ছুড়্ ছুড়্ কোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন;—আহ্লরীও সঙ্গে সঙ্গে গেলো। তার খানিক পরে একটী স্ত্রীলোক মুখখানি ঘোমটায় অর্দ্ধেক ঢাকা,—আস্তে আস্তে উপরে এলো,—কিন্তু লজ্জায় জড়সড়! আহ্লরী হাঁস্তে হাঁস্তে বোল্লে, "প্রাণধন বাবু? যার জন্যে এতক্ষণ ভাব্ছিলেন, এই তাঁকে নিন্!" পাঠক! বাবুটীর নাম প্রাণধন।

প্রাণধন বাবু একটু মুচ্কে হেঁসে বোল্লেন, "তোমায় আর আমি কি দেব ?—মোলেও ভুল্‌তে পার্‌বো না ! এই নাও, সোনার হার নাও।" বোল্‌তে বোল্‌তে সোনার চেইন্ গাছটী গলা থেকে খুলে আহ্লরীর হাতে দিলেন। আহ্লরীও একটু মুচ্কে হেঁসে, চেইন্ ছড়াটী গলায় পোর্‌লেন। পোরে বোল্লেন, "যেন এম্‌নি সুখের দিন চিরকাল-ই থাকে !—তবে আমি এখন চোল্লেম।"—এই বোলেই আহ্লরী চোলে গেল।

আহ্লরী চোলে গেলে পর প্রাণধন বাবু বিমলার হাত ধোরে বোল্লেন, "প্রেয়সি ! এই কি উচিৎ ?—তোমার শরীরে কি একটুও দয়া মায়া নাই ? এসো প্রিয়ে !—কৌচে বোসো ?" এই কথা বোলে প্রাণধন বাবু বিমলার হাত ধোরে কৌচের উপরে বসালেন। লজ্জায় বিমলার ঘাড়টী একটু হেঁট্ হলো ! মাঝে মাঝে ঘোম্‌টার ভিতর থেকে এদিক্ ওদিক্ আড়চক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। নিস্তব্ধ ;—কোনো কথাই নাই। প্রাণধন বাবু খানিক্‌ক্ষণ বিমলার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বোল্লেন, "প্রেয়সি ! এখনও লজ্জা !"—বিমলা কিছু বল্‌বার উপক্রম কোচ্ছেন্—এমন সময় কে যেন তাঁর মুখ চেপে ধোল্লে—আর কোনো কথা কইতে পাল্লেন না।—পাঠক ! সে কে,—জানেন্ ?—আর কেউ নয়,—স্ত্রী স্বাভাবিক সুলভ লজ্জা !

বিমলা স্থির ভাবে বোসে আছেন। লজ্জায় ঘাড়টী অবনত ! ইচ্ছে কথা কন,—কিন্তু কি করেন, লজ্জা এখনও তাঁকে পরিত্যাগ করেনি, এখনও কষ্ট দিচ্ছে ! প্রাণধন বাবু বিমলার মুখের দিকে চেয়ে বোল্লেন, "বিমলা ? এই কি তোমার——"

বিমলা তখন আর চুপ্ কোরে থাক্‌তে পাল্লেন না। অত্যন্ত পেড়াপিড়ি দেখে লজ্জাও সোরে দাঁড়ালো। বোল্লেন, "যাও যাও ! তুমি যত ভাল বাসো তা জানা গিয়েছে !—একখানা চিটিও———"

ভূমিকা।

"Be not deceived: I have veil'd my look,
I turn the trouble of my countenance:
Merely upon myself. Vexed I am,
Of late, with passions, of some difference,
Conceptions only proper to myself;
Which give some soil, perhaps, to my behaviours;—
But let not therefore my good friend be agrieved."

Shakspeare.

"সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে অত্র রসবৎ ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥"

পাঠক মহাশয়! আজকাল বঙ্গভাষায় অনেকেই প্রায় সরস্বতীর বরপুত্র হোয়ে উঠেচেন,—এবং ঘরে বোসে বোসে কেবল শাদার উপর কালী চড়াচ্চেন!—তা আমি কেন বৃথা সময় নষ্ট কোচ্চি, এই সময়ে কেন সেই "মজার কথাটা" প্রকাশ কোরে দিইনা!—আমিও তো তাঁর একটী ক্ষুদ্র বরকন্যা!—তা সাধ যায় মোর মোল্লা হোতে,—কিন্তু সিন্নির বেলাই তো গোল্‌মাল!—আঃ!—তার আর ভাব্‌না কি!—"লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন"—যখন এক বিষয়ে আসরে নামা [illegible] তখন ভালই হোক,—আর মন্দই হোক্,—আর দশ জনে ক্লেপই দিন, কিন্তু আমার "মজার কথাটা" তবুও একবার শোনাবো!—আর এতদিন যে সে কথা প্রকাশ করি নাই,—কেবল মনের মতন মানুষ পাই নাই বোলে!—ঐ যে কথায় বলে, "কারেই বা কই, কেই বা শোনে সই!"—তা এখন বল্‌বার যথোচিত মানুষ পেয়েছি। এক্ষণে আমি তবে প্রত্যেক হপ্তায় হপ্তায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো, আর আমার মনে একটা বড্‌ডো "মজার কথা" আছে, আপনার নিকট ব্যক্ত কোর্‌বো,—কিন্তু

মাঝে মাঝে এক একটা হুঁ দেবেন,—তা হোলেই এ অধিনী * * * আপনার নিকট চিরবাধিত হবে।

পাঠক মহাশয়! আমি,আপনার "মজার কথা" বোল্‌তে যেয়ে,যদি কোনো মহাত্মার স্বভাবের ছবি স্পষ্টরকম্ সাম্‌নে পড়ে,—এ অধিনী তার দায়ী নন্!—বস্তুতঃ উচিৎবাদী হোতে যেয়ে, অনেকে অনেক তাড়া হুড়ো ও খোন্তা কুড়ুল বাহির কোর্‌বেন,—স্বীকার করি।—কিন্তু আমার—"সত্যপীর" দাদার মতে মত!—অধিক আর কি বোল্‌বো; শ্রীমতী—শুদ্ধ যে ধান ভান্‌তে শিবের গীত কোর্‌বেন, এমত নয়।—এমন কি আবশ্যক হোলে আপনার হাঁড়ির খবর পর্য্যন্তও দিতে ছাড়্‌বেন না।—তা প্রিয় পাঠক!—এক্ষণে আর্ আমার নাম ধামে আপনকার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।—কি জানি,—যদি কোনো মহাপুরুষ অষ্টবজ্র একত্র হোতে দেখে, হেড্ পাজল্ কোরে তাঁবু খাটান্,—তা হোলেই প্রতুল!—আর যদি কথন মহরমের জাগরণ উপলক্ষে মৌলালী পীরের দর্‌গাতলায় যান্,—তা হোলে কথন না কথন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে পার্‌বে।—আর আমার এবম্প্রকার রহস্য ও ভণ্ডামির কারণ,—আপনারা [illegible] জ্ঞাত হবেন,—কোনো সন্দেহ নাই!—তবে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত [illegible] কো [illegible] াদের "মুস্কিল-আসান্!"

[illegible]—সত্যপীর!

হিজ্‌রী ১২৯১।৯২ সাল।

সাং দর্‌গাতলার মগ্‌ডালে।

শোন ! শোন !!

এক মজার কথা !!!

অতি আশ্চর্য্য !!!

প্রথম পর্ব্ব ।

আদ্য পরিচ্ছেদ ।

সহরপ্রান্তে ।—পরিবার পরিচয় ।—অপূর্ব্ব পরিণাম ।

"চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্বৃক্ষং ন পশ্যতি ।
অবিচারপুরিদোষাৎ যঃ পলাতি স জীবতি ॥"
ইতি কবিতারত্নাকর ।

বাগবাজার পঞ্চানন্দ ব্রাহ্মণের [illegible]
ব্রাহ্মণ কন্যা । অবিবাহি[illegible]
জানিনা,—মনে পড়ে, এই [illegible]
আছেন কি-না সন্দেহ !—[illegible] আমার শৈশবাবস্থায় পরিচর্য্যাবেশে বৈরাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন কোরে বিবাগী হোয়েছিলেন,—তাতেই তাঁকে জ্ঞান চক্ষে দেখি নাই,—জানিনা ।—আমিই আমার মাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিলাম । কারণ, আমার আরও এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল ।—পাঠক মহাশয় ! তাঁহার অদ্ভুত, অপূর্ব্ব কাহিনী,—ও যে প্রকারে তিনিও পূর্ণ যৌবনাবস্থায় শয়নগৃহ হোতে অপহৃত হন, তাহাও পূর্ব্বে কতক

কতক আমার জানা ছিল।—এ সওয়ায় আমার আরও এক বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিল।—তিনি সধবা।—কিন্তু ভাগ্যদোষে কুলটা!—তাতেই তাঁর আমাদের উপর সর্ব্বদাই শত্রুভাব, উত্তেজনা, বিড়ম্বনা, আমাদের অমঙ্গল,—এই সমস্ত কুচিন্তায় সর্ব্বদাই তাঁর মন আন্দোলিত থাকৃতো!—আমার পিতা আছেন,—জানি।—কিন্তু দেখি নাই।—পূর্ব্বে মার মুখে শ্রুত আছে,—যে তিনি অদ্যাপিও ভৈরবী-সিদ্ধ-পিশাচিনী বেশে বনে বনে কাল অতিবাহন করেন।

পঞ্চানন্দ কে,—তারে চিনিনা,—জানিনা!—বিবাহের পর, বাসর শয্যা! আর সেই রাত্রে এই দুর্দ্দশা!—পঞ্চানন্দের ঘরই শ্বশুরালয়! কোথাও যাবার পথ নাই,—সুরাহা নাই!—অবলা!—কুলবালা!—তাহে সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থা! কি করি,—দায়ের কুমড়া!—হীরের ধার!—মাছি এড়ায় না!—নিরুৎসাহ! ভয়ের উদ্রেক!—নিরুপায়!—নাচার্!—এক্ষণে আমি কেন যে পঞ্চানন্দ বামুনের নিকট থাকি,—আর আমার সে ভাই যে কোথায় নিউদ্দেশ হোয়েছে, তা আমি জানিনা।—আর যৎকিঞ্চিৎ আমার যা জানি, সে ভয়ানক কথা!—এখন কারুর কাছে ব্যক্ত কোর্‌বো না।—সে বোল্‌তে গেলে অনেক গোলের কথা!—অনেক রহস্য!—বিবাহের গণ্ডগোল উপস্থিত হবে!—গুপ্ত কথা ব্যক্ত হবে!—মূলাধার "মজার কথা" আনন্দদায়ী হবে না।—এই নিমিত্তে এখন সে কথা কারেও বোল্‌বো না,—কেউ শুন্‌তে পাবেন না।

পঞ্চানন্দের বিষয় কর্ম্মের মধ্যে একটী হোটেল্।—হোটেল্‌টী দোতলার উপর, এবং নীচে একজন মোছল্‌মান পাতীনেড়ের মাংসের দোকান। তাতে কোরে হোটেল্‌টীর পসার আরও দিব্বি সর্‌গরম্! হোটেল্‌টী ঠিক্ গঙ্গার ধারেই। জনরব আছে, ব্রাহ্মণটী অল্পদিন হলো, "বন থেকে বেরুলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!"—ইনি পরিচয়ে রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—নিবাস পেঁড়ো।

হু—হু কোরে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি !
হেরিলে বিরলে বসি, গভীরা নিশিথে,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে !
তবুও অপরে না বরিল প্রেমময়ী ! ত্যজিবে জীবন,
কিন্তু পুরুষ, রমণী হেরে কে করে যতন ?

প্রাণধন বাবু বিমলার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, বাঁ হাতে গাল্‌টী টিপে ধোল্লেন ! তখন ক্রমে ক্রমে বিমলার ও লজ্জা ভেঙ্গে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাপড় ও সোরে পোড়্‌লো। কেবল বুকে একটু কাপড়ের আচ্ছাদন মাত্র আছে, কিন্তু সে ক্ষণেক্ ! কালভুজঙ্গ বিউনি গাছ্‌টী পিঠের উপর শোভা পাচ্ছে। স্তন দুটী অপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় দুল্‌ছে, এক একবার বাতাসে বুকের কাপড় উড়ে যাচ্ছে, আবার বিমলা সিপাই পেড়ে ঢাকাই কাপড় দিয়ে আধ-ঢাকা কোরে রাখ্‌চেন। পাঠক! বিমলার হাব ভাব দেখ্‌লেন,—কিন্তু এখনও চেহারা দেখেন্‌নি, বোধ করি চেহারা দেখে ঘুরে পোড়্‌বেন ! সাবধান ! সাবধান !!

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়া।

আমরি কি রূপ হেরি, অপরূপ এ কামিনী।
নিন্দিত শরদ শশী, কিম্বা স্থির সৌদামিনী !
মুখ শোভা শতদল, আঁখি জিনি নীলোৎপল,
উরসে কুচ-কমল, সরসে যেন নলিনী !
চরণ রাজীব রাজে, কুটীল কুন্তল সাজে,
তড়িৎ জড়িত যেন, শোভে নব কাদম্বিনী !
উরু গুরু মনোহর, কটী-তট ক্ষীণতর,
ভুবনমোহিনী ধনী, সু-নিবিড় নিতম্বিনী !

বিমলার বেণীর শোভা ঠিক্ কেউটে সাপের মত, সেই জন্য সাপ লজ্জায় গর্ত্তে গিয়ে লুকোলো। চক্ষু দুটী হরিণ শিশু অপেক্ষাও সুশ্রী, ও ভ্রু-যুগল ফুলধনুর ন্যায়। নাকটী গৃধিনী অপেক্ষাও সুন্দর! গৃধিনী দেখ্‌লে যে বিমলার নাসিকা যদি আমার চেয়েও ভাল হলো, তবে আর আমার লোকালয়ে থেকে কি আবশ্যক? এই বোলে মনদুঃখে শ্মশান অঞ্চলে গিয়ে মিশ্‌লো। গাল দুখানি দুদে আল্‌তায়, ঠোঁট দুখানি তেলাকুচো অপেক্ষাও লাল্,—সেই দুঃখে তেলাকুচো গুবন ও আঁস্তাকুড়ে জন্মাতে লাগ্‌লো। স্তন দুটী বিন্ধ্যাচলের ন্যায় উচু, সেই জন্য বিন্ধ্যাগিরি ভাব্‌তে ভাব্‌তে লজ্জায় নত-মস্তক হোয়ে আছেন! হাত দুটী মৃণালের ন্যায়। মৃণাল মনোদুঃখে জলে গিয়ে ঝাঁপ্ দিলেন! হাতের তেলো দুখানি রক্তপদ্ম অপেক্ষাও কোমল ও সুন্দর! তা পাছে লোকে নিন্দে করে, সেই জন্যে পদ্ম পেঁকো পুকুরে যেয়ে লুকিয়ে রৈলো! দশ অঙ্গুলের নখ, দশ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। চন্দ্র ভাব্‌লেন বাবা! আমিই-তো এক চন্দ্র! আবার দশ চন্দ্রের উদয় কোথা থেকে হলো! তবে তো আর আমার মান থাক্‌বেনা! এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হোতে লাগ্‌লেন,—ও সোণার বর্ণ তাতেও কলঙ্ক পোড়েছে। কোমরটী সিংহের ন্যায় সরু। সিংহ সেই লজ্জায় সহর ছেড়ে বন বাদাড়ে ল্যাজ গুড়িয়ে পালালো। নিতম্ব দুখানি ইষ্টারণ্ ও ওয়েষ্টারণ্ হেমিস্ফিয়ারের মত! যখন চলে যান তখন দুখানিতে ঠেকাঠেকি হওয়াতে, ওয়েষ্টারণ্ হেমিস্ফিয়ার সাগর পারে যেয়ে রৈল!

দ্বিতীয় কাণ্ড।

নির্জ্জনে,—গুপ্ত নিগূঢ় তত্ত্ব

"প্রেম আলিঙ্গনে,
সঁপিতে হৃদয়, বাদ সাধিল দুর্জ্জন!
ত্যজে গৃহবাস, হয়ে সন্ন্যাসিনী,
ভ্রমি পথে পথে! হৃদয় বল্লভ—
প্রাণাধিক-তরে, সতীত্ব রতন,
দিয়ে বিসর্জ্জন, কলঙ্কের হার
পরেছি, গলেতে বাসনা কোরে!
মায়া মোহ ক্ষুধা তৃষ্ণায় জলাঞ্জলী দিয়ে।"

দশমি।—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, প্রায় দুই প্রহর অতীত। ঘোর অন্ধকার,—জগৎ নিস্তব্ধ! এ সময় কুচক্রী লোকেরা কি করে,—তাই দেখ্‌বার জন্যে, নিশানাথ শরীর আধ-ঢাকা কোরে পা টিপে টিপে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মাচ্চেন! দেখ্‌লেন, সচ্ছ-সরোবরে কুমুদিনী মন্দ মন্দ মলয়-মারুতের সঙ্গে পরকীয়া রসে আশক্ত হোয়ে ঘাড় দুলিয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁস্‌ছে। গাছের পাতা গুলি, একটু একটু নোড়্‌চে, বোধ হচ্চে যেন,—প্রকৃতি সতী, পবনের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে হাত নেড়ে তারে নিষেধ কোচ্চেন! এমন সময় প্রাণধন বাবু বোল্লেন, "বিমলা? চলো একটু বাগানে বেড়াইগে!" এই বোলে দুজনায় গলাগলি কোরে বৈঠকখানার বারাণ্ডা থেকে বাগানে এলেন। সেখানে গঙ্গার ধারেই একটী মার্‌বেল পাথরের হাওয়াখানা ছিল। প্রাণধন বাবু বিমলাকে সঙ্গে কোরে সেইখানে গিয়ে বোস্‌লেন। সে জায়গাটী অতি চমৎকার! চারিদিকে মেদিপাতার বেড়া

দেওয়া। তরুলতা ও মাধবীলতা এঁকে বেঁকে মেদিপাতার বেড়ার গায়ে জোড়িয়ে ধোরেছে। তারির পাশে পাশে রজনীগন্ধার ঝাড়, এবং ভিতরে ভিতরে নানা প্রকার কুসুম প্রস্ফুটীত হওয়াতে সৌগন্ধে স্থান্টী মাতিয়ে তুলেছে। মধ্যে মধ্যে দু একটা লম্পট নিশাচর সুপক্ক ফলভরাবনত বৃক্ষান্তরালে ঝটাপটী কোচ্চে,—বোধ হয়, তাই রক্ষার্থে জোনাকীপোকা গুলো, আঁধারে সঙ্গে কোরে আড়ালে আব্ডালে গোপনভাবে চৌকী ফিরে বেড়াচ্ছে!

প্রাণধন বাবু বিমলার গলাটী বাঁ হাত দিয়ে জোড়িয়ে ধোরে মার্‌বেল পাথরের উপর বসে আছেন। মনে মনে স্বর্গ সুখ অনুভব কোচ্চেন! খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থেকে প্রাণধন বাবু বোল্লেন, "আচ্ছা,—বিমলা! তুমি কি বোলে বাড়ী থেকে এলে?"

"কি বোলে আবার আস্‌বো?—ঠাকুরুণকে বোল্লেম,—যে আমার দ্যাকন্‌হাঁসির ভারি বিয়ারাম হোয়েছে, একবার দেখে আসি?"

প্রাণধন বাবু বিমলার কথা শুনে একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লেন, "মেয়ে মানুষের কি বুদ্ধির দৌড়,—বুকের পাটা!—সে যা হোক্, এখন রোজ্ রোজ্ তোমাকে আমার কাছে——"বোলেই চুপ কোল্লেন।

বিমলা ব্যস্ত হোয়ে বোল্লেন, 'কি?—কি?—বলোনা? বলোনা? বলো—'

প্রাণধন বাবু বিমলার মুখে হাত চাপা দিয়ে বোল্লেন, "চুপ কর!—চুপ কর!!"—বোলেই এক মনে কাণ পেতে রৈলেন!

রাত্রি দুই প্রহর অতীত। স্থান্টী নির্জ্জন,—অতি নির্জ্জন। কেবল অনিল-সঞ্চালিত লতামণ্ডপের খস্ খস্ শব্দ ব্যতীত, অন্য চুঁ শব্দটী নাই! এমন সময় বোধ হলো যেন কে এক জন মানুষ মেদিপাতার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে! প্রাণধনবাবুর স্পষ্ট নজর পোড়্তেই উভয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ কোল্লেন। ভয়ে বিমলার বুক গুড়্ গুড়্ কোর্ত্তে লাগ্‌লো! চারিদিগে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে

চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। প্রাণধন বাবু একটু এগিয়ে গিয়ে, বকের মত ঘাড়টী উঁচু কোরে দেখ্‌লেন, কিন্তু চিন্‌তে পাল্লেন না।—পরে কাছে এসে, বিমলাকে চুপি চুপি বোল্লেন, "বিমলা! যদি মত হয় তবে কাল নয় পরশু;—আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌বো।—তবে এখন আর এখানে বিলম্বের প্রয়োজন করে না! চলো যাওয়া যাক্‌,—কেউ আবার জান্‌তে পারবে!"—এই বোল্‌তে বোল্‌তে দুজনে বাগান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ী খানিও সটান গুড়্‌ গুড়্‌ কোরে চোলে গেল।

পাঠক! যে লোকটী গুপ্তভাবে বনের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি কে!—চিন্‌তে পারেন কি?—আর ইনি একাকী রাত্রিকালে বনের ধারেই বা দাঁড়িয়ে কেন?—তবে বোধ হয়, অবশ্য ইহার ভিতর কোনো গুপ্ত কারণ আছে।

এঁরা দুজন বাগানী থেকে বেরিয়ে গেলে পর, এ লোক্‌টীও তখন আস্তে আস্তে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে, বরাবর বাগান থেকে চোলে গেলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত।

তৃতীয় কাণ্ড।

রজনী প্রভাত।—লোক্‌টী কে?—☞ সেই আমি—"

" পারোনা পারোনা চিনিতে, পারি চিনিতে,
কাল নিশিতে দেখেছি শ্যাম চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেতে।"

রজনী সু-প্রভাত।—যার পক্ষে কু,—তার পক্ষে কু-ই ঘটে।—তা আমার ভাগ্যে কু-প্রভাত।—এ সময় সকলেই আমোদে প্রফুল্ল! উদয়াচলে দিনপতি অংশুমালীর আরক্তিম্ চেহারা দেখে, লজ্জাবতী ঊষা নম্রমুখী হোয়ে ঈষৎ হাস্‌লেন। সেই সুমধুর হাসি, সকলের পক্ষে সমান সুখের হলোনা। কারো কারো পক্ষে কাল হলো! সন্ধ্যা-কালে সুধাংশু যখন উদয় হন, তখন তাঁর মনোহর শোভা দেখে, প্রকৃতি সতী মোহিনী সেজে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হেসে ছিলেন। তাঁর সেই সাজ দেখে, দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরেরা দুষ্কর্ম্ম কোত্তে প্রবৃত্ত হোয়েছিল। পেঁচা আর বাদুড়েরা আহ্লাদে মত্ত হোয়ে মধুবন ছিন্ন ভিন্ন কোত্তে মেতেছিল। তখন তাদের যে কত দুষ্ক্রিয়া, তা সুধাকর নিজে রজনীকান্ত হোয়েও, সে সকল ভাব দেখ্‌তে পান্‌নি!—কারণ কুমুদিনীকে সন্তোষ করবার জন্য তিনি সমস্ত যামিনী ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এখন লম্পট-ভাব গুপ্ত করবার জন্য লজ্জাতে মলিন হোয়ে, মুখ লুকুতে শশব্যস্ত হোলেন। কুমুদিনীও সারারাৎ পরপতির সঙ্গে রঙ্গরসে ভোর হোয়েছিল;—এখনি চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সূর্য্যদেব এসে দেখ্‌বেন, সেই লজ্জাতেই মস্তক অবগুণ্ঠনাবৃতা কোল্লেন। পাখীরা লম্পট স্বভাব নিশানাথকে পালাতে দেখে, আর শ্রী-ভ্রষ্ট কুমুদিনীকে মুখ ঢাক্‌তে দেখেই যেন, ছি! ছি! ছি! বোলে ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। সেই সঙ্গে অপরাপর নানা পক্ষীর সুমধুর হরবুলি একত্রিত

হওয়াতে, যেন বনস্থল মাতিয়ে তুলেছে। পুংকোকিলেরা পঞ্চমস্বরে প্রভাতি আলাপ কোত্তে লাগ্‌লো। কমলিনী সমস্ত নিশা বিরহ যাতনা সহ্য কোরে, এখন ফুল্লমুখে, ঘোর ঘোর চক্ষে, দিনপতির আগমন প্রতীক্ষায় অল্প অল্প আড়দৃষ্টিতে কটাক্ষপাৎ কোত্তে লাগ্‌লেন। ভ্রমর ও মৌমাছিরা পুষ্পের সৌরভে আকুল হোয়ে চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কার দিয়ে, বার বার প্রেম কথা বোল্‌তে আস্‌চে, ও এক একবার মধুলোভে মত্ত হোয়ে ফুলে ফুলে বোস্‌চে আর উড়্‌চে। এই সময় ফুরসুৎ পেয়ে, প্রভাত-পবনও ধীরে ধীরে নলিনীকে স্পর্শ কোল্লে। পাখীরা প্রভাত-সমীর স্পর্শ কোরে বাসা ছেড়ে উড়ে বেরুলো। তাই দেখে নব-মঞ্জরীত পাদপরাজীরও পত্র-নেত্র থেকে টস্ টস্ কোরে জল পোড়্‌তে লাগ্‌লো। কারণ, শান্ত শান্ত বিহঙ্গমেরা সমস্ত শর্ব্বরী শাখা প্রশাখায় আশ্রয় নিয়েছিল, এখন তারা উড়ে গেল, সেই দুঃখে সেই শোকে গাছেরা কাঁদচে! চক্রবাক চক্রবাকী নিশাকালে জোড়া ছাড়া হোয়ে সরোবরের উভয়তীরে বিরহে চীৎকার কোচ্ছিল, এখন নিশাপতিকে ধিক্কার দিয়ে, দিনপতিকে প্রণাম কোরে একত্রে এসে মিল্‌লো। সমস্ত দিনের মত রজনীর সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ হলো। রজনীদেবীও জগতের নিকটে সারাদিনের মত বিদায় নিলেন।

ক্রমে প্রভাকর নিজ প্রভা বিস্তার কোরে ধরাধরে প্রকাশ হোলেন। গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, শিখরে শিখরে, স্বর্ণ বর্ণ রৌদ্র এলো। বোধ হলো যেন, প্রকৃতি সতী লক্ষ্মী ললাটে একটী চীনের সিঁদুরের টিপ্ কেটে সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা পোরে শোভা পেলেন। এখন পৃথিবীর নূতন ভাব!—নূতন শোভা!—পৃথিবীর বহুরূপীদেরও নূতন ভাব!—রজনীর দুর্জ্জনেরা প্রভাতে সাধু হবার জন্যে নূতন বেশে ভূষিত হোচ্চে, এবং সাধুর সঙ্গে মিলে মিশে ভাব গোপনের চেষ্টা কোচ্চে!

সহরের প্রান্তভাগে ঠিক বড় রাস্তার ধারেই একখানি মস্ত লম্বা বাড়ী।—দরজায় ল্যাংগা তলয়ার পাহারা। বাড়ীর সাম্‌নে ও আশ্‌পাশে নানা রকমের ফুলগাছ টপে সাজান রয়েছে। বোল্‌তে কি,—দূর হোতে বাড়ীখানির বাহার অতি চমৎকার!

পাঠক! বাড়ীর বাহিরের বাহার দেখেইতো, আপনার পেটের পিলে চোম্‌কে গেল, তবু এখনও ভিতরের বাহার দেখেন্ নি!—আসুন? দেখ্‌বেন আসুন!—আড়ষ্ট হোলেন কেন?—ল্যাংগা তলয়ার দেখে কি যেতে ভয় হোচ্চে?—ভয় কি?—আসুন আমরা দুজন আছি।

বাড়ীর পিছনেই অন্দর মহল। অন্দর মহলের পার্শ্বেই একটী পুকুর ধার। পুকুরের চতুঃপার্শ্বে ইটের গাঁথনির ছোটো প্রাচীর, মধ্যস্থলে একটী খিড়্‌কী দরজা। সেই দরজা দিয়ে অন্দর মহলে যাতায়াতের নির্ব্বিঘ্ন পথ। পাঠক মহাশয়! বোধ করি, এ দরজাটী আপনার গত-পরিচিত স্মরণ করুন।

এই সময় আমি ঘরের বারাণ্ডায় একখানি চৌকি পেতে বোসে, মনে মনে নানা রকম তোলাপাড়া কোচ্চি,—গত রজনীর ঘটনা সকল কত রকমই ভাব্‌চি,—রাত্রে উত্তমরূপ নিদ্রা না হওয়াতে চক্ষু আচ্ছন্ন হোয়ে আসছে, এমন সময় কে একজন অকস্মাৎ আমার সম্মুখে এলো। এসেই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার মুখপানে চেয়ে রইলেন, কোনো কথা কইলেন না। আমিও তাঁর মুখপানে খানিকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লেম,—আশ্চর্য্য!—বোধ হলো, লোক্‌টী চেনো চেনো। মলিন বেশ, মলিন বস্ত্র, মুখখানি বিষণ্ণ।—কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার প্রতি পলকশূন্য দৃষ্টিপাৎ কোরে, আবার ফিক্ কোরে একটু মুচ্‌কে হাস্‌লেন। আমি চৌকি থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে বোল্লেম, "কে তুমি!" তিনি আমার কথার কোনো

উত্তর না দিয়ে, ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোলেম।—একেবারে তটস্থ!

খানিকপরে আবার আমি ব্যগ্র হোয়ে বোল্লেম, "মহাশয়! আপনি কে, ব্যাপার কি?—আর কাঁদ্‌চেন-ই-বা কেন?"

আগন্তুক বোল্লে, "আমায় চিন্তে পাচ্চনা!—আর পারবে-ই-বা কেমন কোরে,—কারণ, তুমি যখন ছেলেমানুষ, তখন আমি কোনো দুষ্ট লোকের কুচক্রে পোড়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেম, তাতেই বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এক্ষণে অনেক তল্লাস কোরে খুঁজে খুঁজে এসেছি, কাজেই চিন্তে পাচ্চ না.—আমি তোমার সেই বিনো———"

এই বোল্‌তে বোল্‌তে তার চোখ্ দুটি আবার ছল্‌ছলিয়ে এলো,—অবশেষে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বোল্লেম, "কে—ও বিনোদ দাদা!—মাপ্ কোর্‌বেন, অনেক দিনের পর দেখা শুনো, তাতেই হঠাৎ চিন্তে পারিনি। এস দাদা এস?—ঘরে এস?—আহার হোয়েছে?—"উত্তর দিলেন হোয়েছে।" তবে ভাই ভাল আছ, মা ভাল আছেন,—পাঠক! এ আগন্তুক লোক্‌টীর নাম বিনোদ।

বিনোদ একটী দেড়হাতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বোল্লে,—আর মা!—এ যাত্রা বাঁচেন কি না সন্দেহ!

আমি বোল্লেম, "কেন!—কেন!—কি হোয়েছে?" দাদা বোল্লেন, "আর কি—ভারি বিপদ, হুল্‌স্থুল্ বেয়ারাম! ভাগিগস্ আমি এসে পড়েছিলুম, তা নৈলে একবার খবরটাও পেতে না।" এখন যদি দেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে,—তবে শীঘ্র কোরে চলো।

"সেকি!—বোসো!—জল টল খাও?—বাবু আসুন!—একবার বোলে কোয়ে যাই?"

বিনোদ বোল্লেন, "তবে আমি এখন আর দেরি কোত্তে পারিনে, সেখানে তিনি একলা আছেন।—এমন আর কেউ নাই, যে তাঁকে দ্যাখে।—তা আমি এখন চোল্লেম, না হয় তুমি তখন——"

আমি বোল্লেম, "আবার আমি কার সঙ্গে যাব,—তবে যাও! একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এস, এখনি চলো।

বোল্‌তেই বিনোদ চোঁ কোরে একখানা ক্যারাঞ্চি ছক্কর ভাড়া কোরে নিয়ে এলো। আমিও গয়নাগাঁটি পোরে, আর গোটাকতক টাকা সঙ্গে নিয়ে আহ্লুরীকে বোলে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। বিনোদও সেই গাড়ীর কচুবাক্সের উপর বোস্‌লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানি সহর ছাড়িয়ে ক্রমে বার রাস্তায় এসে পোড়্‌লো।

চতুর্থ কাণ্ড।

কিম্ভুত কিমাকার!—ছদ্মবেশ!—ভারি বিপদ!!!

Beware of desp'rate steps. If succeed,
Live till to-morrow,—will have pass'd away!

"সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।
বণিকপুত্র মকাষিপ ব্রাহ্মণো বানরং যথা॥

এখন বেলা প্রায় পাঁচটা। পল্লীগ্রামের মেঠো রাস্তায় লোক অতি কম। কেবল ১১ একজন চাষাভুষো বোল্‌দে গরুর পীঠে বোঝা চাপিয়ে

টেঙ্গস্ টেঙ্গস্ শব্দে ধুলো উড়িয়ে চোলেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সূর্য্যদেবও পাটে বোস্‌লেন। রাস্তার দুধারে-ই বড় বড় গাছ। মধ্যে মধ্যে এক একটা কুক্‌বসন্ত পাখী মনদুঃখে শশব্যস্ত হোয়ে মাথা নেড়ে দিনপতিকে অস্তাচল-গামী হতে প্রাণপণে নিষেধ কোচ্চে। এমন সময় গাড়ী খানি ঝুণ্ ঝুণ্ শব্দে ঢিকি ঢিকি চোলেছে। আমি গাড়ীর দরজা অল্প ফাঁক কোরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্চি, কেবল পথের দুই ধারেই নিবিড় বন। খানিকদূর গেছি, এমন সময় গাড়ীর ঝিলিমিলি দিয়ে দেখি, একজন দীর্ঘ কদাকার যুবাপুরুষ এই দিকেই আস্‌ছে!

লোক্‌টা আমাদের গাড়ীর নিকটে এসেই থোম্‌কে দাঁড়িয়ে, খানিক পরে বিনোদকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "আরে কেডা?—কিষ্টগণ্যাইশ নাকি? কই যাইছিলে?" বিনোদ বোল্লে, "এই ভাই শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলাম, তাই সেখানে থেকে পরিবার নিয়ে আস্‌ছি।"

অবিলম্বে এই কয়েকটা কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ হবামাত্রেই, অকস্মাৎ আমার গা শিউরে উঠ্‌লো, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হলো, ভয়ে জড়সড়! আত্মাপুরুষ কণ্ঠাগত, শ্বাসরুদ্ধ, একেবারে আড়ষ্ট! মনে মনে কোল্লেম, যে ব্যক্তি আমার ভাই,—"বিনোদ"—বোলে পরিচয় দিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে,—সে কি বিনোদ নয়!—প্রতারক!—প্রবঞ্চনা কোরে আমাকে এনেছে! হোতেও পারে!—না-এর-ই মনে কোনো দুষ্টাভিসন্ধি আছে!—আটক্ কি!—ডাকাত!—তাতো চেহারাতেই বিলক্ষণ প্রমাণ হোচ্চে! তবে এ কেন বোল্লে,—শ্বশুরবাড়ী থেকে আস্‌ছি! তবে কি চোরের সাথি চোর! না!—ডাকাতের সাথি ডাকাত! না—আমার ভাই বিনোদ! কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! এখন কি করি!—ভয়ে আকাশ পাতাল ভাবনা হোচ্চে!—হা ভগবান! রক্ষা কর! এই রকম

সাত পাঁচ তোলা পাড়া কোচ্চি, ও সেই অভূতপূর্ব্ব কিম্ভূত-কিমাকার পুরুষের চেহারা আগাপাস্তলা দেখ্‌ছি।

পুরুষটী লম্বা। এত লম্বা যে, মাপে ৪॥০ চার হাতের কম নয়। শরীর দোহারা, মুখ তোলোহাঁড়ি, মুষুকের মত পেট, একটা হাত ছোটো, একটা তার চেয়ে কিছু বড়। পাছুটো ঈষদ্ বাঁকা, মাথায় ঝাঁকৃড়া ঝাঁকৃড়া সবচুল্, মোচড় দেওয়া গোঁফ, কাণ ছুটো লম্বা লম্বা, নাক কুম্‌ড়ো বড়ির মত উচু, সর্ব্বাঙ্গে ঘন ঘন দীর্ঘলোম। সম্মুখের দাঁতগুলিন প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, তাও আবার বেরুনো, যেন মুলোর খেৎ বোল্লেই হলো। চক্ষু ছুটো ভাঁটার মতন গোল, ও জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। চাউনি কট্‌মটে, বর্ণ মিস কালো। ছুহাত বহরের একখানা আদ্‌ময়লা থান পড়া। গলায় একগাছি কৃষ্ণবর্ণ যজ্ঞসূত্র। স্কন্ধে একগাছি বেউড় বাঁশের কোঁৎকা, ও একখানি রং করা গাম্‌ছা। হঠাৎ লোক্‌টীকে দেখ্‌লে, ঠিক্ কুকুরমারা বোলে-ই বোধ হয়। বাস্তবিক্ তার বে-আড়া চেহারা দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হলো। তখন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বিনোদ দাদা? আর কতদুর আছে?—এ কোন রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছ! আমি কথ——"

বিনোদ—(কৃষ্ণগণেশ) একখানা ছোরা বার কোরে, আমার মুখের কাছে ধোরে, কর্কশস্বরে বোল্লে, "চোপ্‌রাও! চুপ্ কোরে থাক্! ফের কথা কোচ্চিস্! কতধুর আছে জানিস্‌নে?—সেবার দম্‌বাজী কোরে মাম্‌দোগোলামের নাঁক কেটে নিয়ে পালিয়ে ছিলি! এবার কি কোরে পালাবি!—তা এখন যদি চেঁচাবি কি কথা কোবি, তা হোলে এই ছোরা তোর গলায় বসিয়ে দেবো!—হারামজাদী!—শালি ছিনাল্!— বেহায়া!— খুনি!—বজ্জাৎ!"

স্বরটী যেন বজ্রগর্জ্জন সদৃশ বোধ হলো। আমি প্রাণের ভয়ে নিস্তব্ধ !—ভয়ে গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল। কাঁপ্তে কাঁপ্তে বোল্লেম, "সে আমি নই,—ওগো সে আমি নই !—তোম——"

কৃষ্ণগণেশ আমার কথায় থাবাড়ি দিয়ে,——রাগে দাঁত কিড়িমিড়ি কোরে বোল্লে, "তুই না-কি ?—আমি না—আমি না,—না-কি ?—খাট থেকে পালালি,—গাছে চোড়্লি,—মামদুগোলামের নাক কাট্লি, সুর্পণখা কোল্লি,—ডাকাতদের মড়ার বস্তা ফেলে ঠকালি, পঞ্চানন্দকে বিষ খাওয়ালি,—না কোরেছিস্ কি ?—আমরা আগে সব খবর পেয়ে, তবে তোরে খুঁজে খুঁজে তল্লাস কোরে ধোরে এনেছি। দেখ্ !—আজ তোর কি দশা হয় !—গস্তানি !—জোচ্চোর শালী খুনি !"

আমার প্রাণ উড়ে গেলো।—কতক ভয়ে, কতক বিনোদের ধম্কানিতেও উড়ে গেলো। একেবারে নিঃসাড় হয়ে পোড়্লেম। অদৃষ্টে আজ যে কি আছে, তা কেবল অদৃষ্ট-ই জান্তে পাচ্চে ! এখন উপায় কি ?—একবার মনে হোচ্চে, কোনো কথার উত্তর করি,—কিছু বলি।—কিন্তু সে কেবল অরণ্যে রোদন করা মাত্র। বরং বাঘের মুখ থেকে এক সময় নিস্তার পাওয়া সম্ভব ! কিন্তু, যখন পুনশ্চ এ ের করালগ্রাসে পোড়েছি,—তখন নিশ্চয়-ই মৃত্যু ! নিশ্চয়-ই প্রাণ যাবে !—আর এরা বোধ হয়, সেই রঘু ডাকাতের সাথি,—তা নইলে আমাকে চিন্লে কেমন কোরে ?—কিন্তু আমায় যখন চিন্তে পেরেচে, তখন আর প্রবঞ্চনা কথা শুন্বে না।—বার বার চাতুরী খাট্বে না !—আর এ হুস্ত হুস্ত পানা, এ লোক্টীই বা কে ?—ভাবে বোধ হোচ্চে, যেন কোথাও দেখে থাক্বো,—স্পষ্টরূপ স্মরণ হোচ্চে না।—কি করি ?—এরা আমাকে নিয়ে চোল্লোই বা কোথায় ?—এখন ক্ষমা চাইলেই কি আমায় ক্ষমা কোর্বে ?—যখন একবার এদের

ফাঁকী দিয়েছি,—ছলনা কোরেছি,—তখন এরা যে আমার সে দোষ মার্জ্জনা কোরে ছেড়ে দেবে, এমন তো বোঝায় না। বরং উত্তর উত্তর আরো দ্বিগুণ রাগ বৃদ্ধি হবে, হয়ত মেরে ফেল্‌বে, নয়তো কয়েদ্ কোর্‌বে, কি যে কোর্‌বে তা ওরাই জানে!—আবার ভাব্‌লেম, তাই-ই যদি হবে, তবে আবার চুপ্ কোত্তে বলে কেন!—কথা কইলে গলায় ছুরি দেবে, একথাই বা বলে কেন!—ভগবানের মনে যে কি আছে, তা তিনিই জানেন।—বিপদে মনে মনে তাঁর নাম স্মরণ কোল্লেম।—হা পরমেশ্বর!—এতদিন এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য কোরেও, যে প্রাণ বেঁচে আছে, সেই হতভাগ্য প্রাণ আজ নিষ্ঠুর ডাকাতের হাতে বিসর্জ্জন দিতে হলো!—হা জীবনসর্ব্বস্ব!—তোমার চির-প্রণয়ের বিমলা আজ জন্মের মত বিদায় হোচ্চে!—এই বিদেশে দস্যু হস্তে প্রাণত্যাগ কোচ্চে!—জন্মের শোধ তোমার সঙ্গে সেই বাগানে শেষ দেখা শুনো!—

এই রকম আপনার মনে মনে সাত পাঁচ তোলাপাড়া কোচ্চি, চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে,—ভয়ে,—ভাবনাতে,—অন্তঃকরণ ক্রমিক অস্থির হোচ্চে, তখন অত্যন্ত কাতর হোয়ে পোড়্‌লেম।—এই অবস্থায় খানিক্ থেকেই, মনে কোল্লেম, কাঁদ্‌লে আর কি হবে?—তখন দুহাতে চক্ষের জল মুছ্‌তে লাগ্‌লেম্। এমন সময় গাড়ীখানি থাম্‌লো।—বেলার আন্দাজে ও গাড়ীর গতিতে বোধ হলো, সহর ছাড়িয়ে ১০।১২ ক্রোশ আসা হোয়েছে। রাত্রিও প্রায় তোপ্ পোড়ে গেছে,—এখন প্রায় ১০টার আমল্।

পঞ্চম কাণ্ড।

গুপ্তদ্বন্দ,—মনোভাব প্রকাশ।—প্রবঞ্চনা।

"মনস্যন্তদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যংদুরাত্মনাং।"

রাত্রি ঘোর অন্ধকার,—কৃষ্ণপক্ষ,—একাদশী তিথি।—তাতে রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গাছের ছায়া পড়াতে, সেই স্থানটী অত্যন্ত অন্ধকার। সেই স্থানে গাড়ীখানি পেণ্ডুলামের মত হেল্‌তে দুল্‌তে উপস্থিত হলো। বিনোদ জোর কোরে আমার হাত ধোরে টেনে হিঁচ্‌ড়ে গাড়ী থেকে নামালে। আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। তারাও দুজনে আমার অগ্রপশ্চাৎ যেতে লাগ্‌লো। যে পথে আমাকে নিয়ে চল্লো,—দেখ্‌লেম কেবল তার উভয় পার্শ্বে ভয়ানক সুবিস্তীর্ণ মাঠ।—অন্ধকারে পরিপূর্ণ।—জগৎ নিস্তব্ধ! কেবল গাছের ডালপালায় পাখীগুলোর ডানার ঝটাপটী শব্দ হোচ্চে। আকাশে নক্ষত্রেরা ঝিক্‌মিক্ কোরে শোভা পাচ্চে। নিশাচর পেচকের কর্কশ চীৎকারধ্বনি অনবরত কর্ণপথের পথিক হোচ্চে। জোনাকীপোকা গুলো টিপ্ টিপ্ কোরে গাছের ঝোঁপে ঝাঁপে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্চে। প্রায় পোয়াটাক্ পথ ছাড়িয়ে এসে, তারা আমাকে একটী বাড়ীতে নিয়ে গেল, সে বাড়ীর সাম্‌নেই একটী মস্ত দোতলা বাড়ী, বাড়ীর ফটকে একটী আলো জ্বোল্‌ছিল।—তাতেই দেখ্‌তে পেলেম, যে বাড়ীতে আমাকে নিয়ে গেলো, সে বাড়ীখানি এঁটেলমাটীর কাঁথের, এবং ঘরের চালগুলি সব উলুখড়ের ছাউনি। চতুর্দ্দিকে মাটীর উচ্চ প্রাচীরে ঘেরাও করা। মধ্যে একটী পূর্ব্বমুখো সদর দরজা। সদর দরজার কপাট বন্ধ ছিল। বিনোদ আগে আগে যেয়ে-ই খট্ খট্ কোরে দরজার কড়া নাড়্‌লে। "কে—গা?"

এই কথার আওয়াজ্‌টী বাড়ীর ভিতর থেকে স্পষ্টরূপে বায়ুদেব বহন কোরে এনে দিলেন, বিনোদ বোল্লে,—"আমি—কৃষ্ণগণেশ।" প্রায় পাঁচ মিনিট্ পরে, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রদীপ হাতে কোরে দরজা খুলে দিয়ে গেলো। এরাও দুজনে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, আমিও অগত্যা তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেম। দরজাও পূর্ব্বমত বন্ধ হলো।

সদর দরজা ঢুকতেই ডানহাতি একখানি চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়াটী প্রায় তিন হাত উচু। চণ্ডীমণ্ডপের বাঁ দিকে একটী ট্যার্চ্চা দরজা ছিল। কৃষ্ণগণেশ সেই পূর্ব্বমুখো দরজা দিয়ে আমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। দেখ্‌লেম, সাম্‌নেই সারি সারি খান্‌কতক চকবন্দী করা ঘর। ঘরগুলিন ছোটো ছোটো, এবং শতজীর্ণ। মাটীর দেয়াল, উলুর চাল। দেওয়ালে খড়ুটী করা। মাঝে মাঝে দীর্ঘ দীর্ঘ গবাক্ষ, "ঠিক যেমন বার হাত লাউ, তার তের হাত বিচি!" তাতে আবার রং দেওয়া। ঘরের প্রাঙ্গণেই একটী ঝাঁঝরি পানাওয়ালা পুকুর। পুকুরের চতুপার্শ্বে অনেক রকম গাছপালাতে পরিপূর্ণ। একে রাত্রিকাল, তাতে আবার ঘোর অন্ধকার বোলে কিছুই স্পষ্টরূপ ঠাওর হলো না,—তখন সেইখান থেকে হাত পা ধুয়ে, বরাবর একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ কোরে দেখি, সেখানে একটী দুর্গপ্রদীপ মিটির্ মিটির্ কোরে জ্বোল্‌ছে ও দুজন মেয়েমানুষ সেই ঘরের মেজেয় মাদুরি পেতে বোসে আছে। কিন্তু তাদের চেহারা দেখে বোধ হলো, দুই জনেই সধবা। ঘরটী দিব্বি পরিষ্কার, দেওয়ালগুলি শুক্‌নো খট্ খট্ কোচ্চে। তাতে আবার নানারকম আল্‌পোনা ও গেড়ীমাটীর রংএ চিত্রবিচিত্র করা। এক পাশে একখানি তক্তাপোষ, তক্তাপোষের উপর দেওয়াল ধারে কতকগুলি বিছানা ঠেসানো আছে। এবং ঘরে খানকতক বাঁকাবি বাঁধা পরবের ছবি টাঙ্গাণো। এ ছাড়া, একজোড়া

গোঁপদাড়ী ও একখানি তলয়ার ঝুল্‌ছে। যে দুইজন স্ত্রীলোক বোসে ছিল, তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা, আর একজন যুবা। বৃদ্ধাটীর বয়স আন্দাজ ৪০।৪২ বৎসর, ও যুবাটীর বয়স প্রায় ১৬।১৭ হবে।

আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ কোল্লে, স্ত্রীলোক দুটী আমায় দেখে মুখ চাওয়া চাউই কোত্তে লাগ্‌লে। খানিক পরে যুবাটী আমার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে·গা [illegible]" আমি কি বোল্‌বো,—কিছুই ঠাওর কোত্তে পাচ্চিনা। এমন সময় কৃষ্ণগণেশ এসে বৃদ্ধার কাণে কাণে চুপি চুপি কি বোল্লে,—ভাল শুন্‌তে' পেলুম্ না। কিন্তু কথার আভাষে বোধ হলো,—আমারি কথা।

এই রকম দুজনে খানিকক্ষণ কি বলাবলি কোরে,—কৃষ্ণগণেশ বাইরে চোলে গেলো। পরে কিয়ৎ বিলম্বে বৃদ্ধা একখানি রেকাবে কিয়ৎ মিষ্টান্ন জলখাবার হাতে কোরে আবার সেই ঘরে এসে আমাকে বোল্লে, "বাছা কিঞ্চিৎ জল খাও?" তা—আমি জল খাব কি,—একে তো আমার আত্মাপুরুষ ভয়ে উড়ে গেছে, তাতে আবার কতরকম ভয়ানক চিন্তাতে অনবরত মনকে আন্দোলিত কোচ্চে, কি হবে,—কোথায় এলেম,—এরাই বা কে?—কেনই বা প্রবঞ্চনা কোরে নিয়ে এলো।—আর আমি এদের এমন কি অপরাধ কোরেছি।—এদের আমি কোনো জন্মেও চিনিনে, তবে এরা আমাকে চিন্‌লে কেমন কোরে?—এই রকম সাত পাঁচ আপনার মনে মনে চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় বৃদ্ধা আবার বোল্লে, "কৈ খেলে না?—খাওনা?"—তখন কি করি, যদি এদের কথা না শুনি, তা হোলে পর কি জানি,—যদি কোনো বিভ্রাট্ ঘটে, এই ভেবে অগত্যা তাতে সম্মত হোতে হলো। তখন সেই রেকাবি হোতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে ঢক্ ঢক্ কোরে এক ঘটী জল খেয়ে ফেল্লেম। পরে বৃদ্ধা আমাকে সেই ঘরের

তোক্তাপাষের উপরে বিছানা কোরে দিয়ে বোল্লেন,—"তবে তুমি এইখানে শোও ?" এই বোলে তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, আমিও দরজায় খিল্ লাগিয়ে সেই তক্তাপোষের উপর শুলেম, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর।

দুর্ভাবনায় নিদ্রা হলো না। রাত্রি প্রায় একটার পর, আমার ঘরের পিছনে চণ্ডীমণ্ডপে একটা হাসির গররা ও বিবাদের গণ্ডগোল উঠ্লো। তার ভিতর থেকে এই কটী কথা শোনা গেল!

"অয়্‌তো ছুড়িড্যারে দ্যাও, নয়তো অলঙ্কারগুলি দ্যেও। দুইড্যের এড্‌ড্যা করো। নয়তো আমুইনি কোতো কোষ্টো, কোতো ইক্‌মুৎ কৈরে তোমাগর সাতে লাগাইর দিলাম,—ক্যান্?—কিহ্যের ল্যেইগে?—তুমিই-নিতো আমারে ব্যজন দিয়্যা লয়্যা আইল্যো?—হু,—হু,—তুমিনি ব্যেড়াও ডাইল্যে ডাইল্যে, মনে কর আনুই বোডেডা চালাইক্,—বারি দড়িবাজ্, হিস্তু আমুইনি বেড়াই পাতায় পাতায়।—বালো মান্‌ষ্যের বালাই ন্যেই। ফো!—মুই চাই-কি সেইহানেই তো কর্ম্ম নিক্যাশ্ কর্‌বার পার্‌তাম?—অহন্ চুপ্ দিচো ক্যান্!—কি কইবে তা কও?—বালো———"

আর একজন বোল্লে, "বল্‌বো আবার কি?—আমি শালা কত কষ্ট কোরে কতধুর থেকে ফন্দী খাটীয়ে নিয়ে এলুম, এখন ওঁয়াকে বক্রা দাও। একজন ভেবে কুটে মরে, আর একজন ফুঁ দিয়ে গালে পোরে। এও কখন হোতে পারে?"

"কি বোলো?—বাগ্ দিবানা!—কিহ্যের লোইগ্যে দিবানা!—আইচ্ছ্যা!—ব্যেস্!—দ্যেখ্‌মু ক্যেম্বাই না দিবার চাও?—আইজি রাইত্র্যে কি না আইল কোর্‌ছ্যি!—বালো বালো কৈয়ে গেলাম কেলোর মার কাছে—কেলোর মা কৈলো আমার জামার সাথে আছে!—ফাকী দিবার চাও? না!—ফাকী!—ন্যা?—ন্যা?—"

আর একস্বর রেগে প্রত্যুত্তর কোল্লে, "হ্যাঁ—! হ্যাঁ—! ফাঁকী!—তা কি কোর্‌বে—কি কোত্তে চাও! শাসাও যে,—তোমার চোখ্‌ রাঙ্গানিতে কে ভয় করে, ওঁয়ার চোখ ঘুড়ুনিতে তো মুই থরহরি কেঁপে গেলুম! ভাগ দেবে!—কেন দেবে? কিছু খতে পতে লেখা-পড়া আছে না কি! তা ছুঁড়িটে, নয়তো অলঙ্কার দেবো!—তুমি আমায় কি হিক্‌মুৎ বাৎলেছো? —কি যোগাড় দিয়েছ?—আমি তোমায় ভজন দিয়ে নিমন্তন্ন কোরে ডেকে এনেছিলুম,—বলি রাঘব দাদা,—এসো? উনি পাতায় পাতায় বেড়ান্‌! তাতে আমার কি যায় আসে?—আমি তো আর কারুর ঋণ দায়ী নই!—যে অত চড়াচড়া কথা শুন্‌বো!—কর্ম্ম নিকাশ!—মগের মুল্লুক আর কি!"

আমি শুয়ে শুয়ে তাদের এই সব কথা বার্ত্তা আগাগোড়া শুন্‌লেম;—কিন্তু কথার আঁচে বোধ হলো, এসব আমার-ই কথা। আর যারা আমাকে জোচ্চুরি কোরে নিয়ে এসেছে, তারাই এরা। তারাই দুজনে ঝগ্‌ড়া কোচ্চে, কোনো সন্দেহ নাই।

এই সব কথা শুনে আমার মনে তখন কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও বিষম ভয়ের সঞ্চার হলো। মনে কোল্লেম, এখন কি করি,—উপায় কি!—কেমন কোরে এখান থেকে পালাবো!—এইরূপ সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে রাত্রি আর নিদ্রা হলোনা। কতক ভয়েও হলোনা, কতক ভাব্‌নাতে ও হলোনা।

পরদিন সেই রকম ভাব্‌না চিন্তায় কেটে গেলো। ক্রমে সন্ধ্যে হলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি ১১টা বাজ্‌লো,—আমিও আমার সেই নির্দ্দিষ্ট ঘরে কপাট বন্ধ কোরে শুলেম। এমন সময় শুনি, ডানদিকের ঘরে কে যেন দুজন কথা কোচ্চে।—দাওয়া পার হোয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, দরজাটী ভেজানো,—কপাটের ফাঁক থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌লেম,

ঘরে আলো জ্বোল্‌চে।—দুটী স্ত্রীলোক একখানি তক্তাপোষের উপর বোসে মুখোমুখি হয়ে গল্প কোচ্চে,—হাত নাড়্‌চে,—মুখ নাড়্‌চে,—চোখ্ ঘুড়ুচ্চে,—এক একবার ফুস্ ফুস্ কোরে কি কথা কোচ্চে,—ও একবার একবার একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়েও বোল্‌চে।—কে এরা ?—সেই বৃদ্ধা !—আর সেই যুবতী সধবা !—কি গল্প কোচ্চে,—তা সব ভাল শুন্‌তে পেলুম না।—কেবল আমার কাণে এই কয়েকটী কথার আওয়াজ এলো।——

"বৃদ্ধা বোল্‌চে শুন্‌তে পেনু নাকি ?—যে ছুঁড়িটেকে একবার ধোরে এনেছেলো।—এ নাকি সেই ছুঁড়ি—ঐ না মাম্‌দোগোলামের নাক্ কেটে পালায় ?—আবার——"

যুবাটী বোল্লে,—"শুদ্দু নাক কেটে ?—ঠাকুরকে ঐ তো বিষ খাইয়ে চট্ থলিতে পুরে,—বলে কি,—বলে,—কাঁধে কোরে নিয়ে আমাদের কাছে ফেলে দিয়েছিলো ! তারপর—"

"কে বোল্লে,—আমাদের কাছে ফেলে দিলে ?"——

"ক্যানো ?—তোমার ছেলে বোল্লে ?—ও কি কম স্যায়না মেয়েমানুষ, কম চালাক্ !—কম ধড়িবাজ্ !—ঐ তো——"

বৃদ্ধা বোল্লে,—"যাহোক বাছা মুক্তকেশী,—তাই বোলে ওদের এটী করা ভাল কাজ হয়নি—ছি !—ছি !—কেষ্ণাগণার কি একটু খানিও বুদ্ধি সুদ্ধি নেই, আহা !—ওর মনে যে এখন কত ভাব্‌না হোচ্চে,—তা ঐ-তি জানতে পাচ্চে—বাবা !—ধন্নি যা হোগ্ !—ওদের বুকের পাটাকে !—মা !—মা !—বলিহারি যাই !" — পাঠক ! সধবা স্ত্রীলোকটীর নাম মুক্তকেশী।

মুক্তকেশী এই কথা শুনে, একটু চুপ্ কোরে থেকে হাত মুখ নেড়ে বোল্লে, "ওনারও কর্ম্মটা করা ভালো হয়নি বটে, তা এখন কাকে কি বলি,—

বাপ্‌রে! যেন রাঘব বোয়াল!—আর ছুঁড়িটাও বোধ হয় রাজী হোয়েচে।—তাইতে দুকুরবেলা আমার সঙ্গে কত কথা বার্ত্তা কইলে! পেটের কথা সব ভেঙ্গে চুরে বোল্লে,—"যে আমার আর ও এক বোন আছে,—তার ও অগাদ্ বিষুই,—গহণা গাঁটীও অনেক—তা ওঁরা কেন মিচে আপনা আপনি ঝগ্‌ড়া করেন, তা তাকে আন্‌তে পাল্লে সব দিকেই ভাল হয়, আর আমরাও——"

এই সব কথা হোচ্চে,—এমন সময় আবার পূর্ব্বরাত্রের মতন সেই চণ্ডীমণ্ডপে তুমুল গণ্ডগোল উঠ্‌লো।—আমি ও তাড়াতাড়ি সেই চণ্ডীমণ্ডপের পাশের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের বাক্‌যুদ্ধ হোতে হোতে অবশেষ,—যখন ভীম কীচকের মতন হাতাহাতি হবার উদ্যোগ হলো, তখন আমি সেই দরজার পাশ থেকে তাদের এই কয়েকটী কথা বোল্লেম।

"দ্যাকো?—তোমরা কেন মিচে দুজনে ঝগ্‌ড়া কচ্‌কচি কোচ্চো,—তা যদি আমার একটা কথা রাখ,—অবিশ্বাস না কর,—তা হোলে পর বলি।—আমার এক ছোটো বোন আছে,—তার যেমন রূপ আর বিষয়ও তেম্‌নি।—তা তাকে যদি আন্‌তে পারো, তা হোলে তোমাদেরও ভাল হবে,—আর আমরাও দুটী বোনে মিলে মিশে থাক্‌বো।—"

এই কথা শুনে, কৃষ্ণগণেশ বোল্লে, "তা হোলে তো ভালই হয়,—হ্যাঁ,—এ বেস্ কথা!—শুন্‌চো রাঘব!—তবে আমিই——"

কৃষ্ণগণেশের কথা শেষ হোতে না হোতেই রাঘব বোল্লে, "সে আবার কুণ্‌হানে?—ইহান্থ্যে কতো দূর?—তার নাম কি?"

পাঠক! আমি ইতিপূর্ব্বেই গাড়ী কোরে আস্‌বার সময়, যে ব্যক্তি বিনোদকে জিজ্ঞাসা কোরেছিল, "কিহে কিষ্ণগণ্যাশ—কই যাইছিলে?"

ইনিই সেই লোক! এরই নাম রাঘব! আপনকার পূর্ব্বপরিচিত সেই কিম্ভূত কিমাকার!

আমি বোল্লেম, "তার নাম কমলা। নামেও কমলা, এদিকে রূপেও সাক্ষাৎ কমলা।—বাড়ী সেই খানারকূল কৃষ্ণনগর!

তখন এই সব কথা শুনে, কৃষ্ণগণেশ ও রাঘব, এরা দুজনেই তো একেবারে আহ্লাদে আট্খানা নেজামুড়ো দশ্খানা পেয়ে নৃত্য কোত্তে কোত্তে সেই রাত্রেই বাড়ী থেকে বেরুলো। তখন আমিও এক প্রকার কালান্তক কৃতান্তের গ্রাস হোতে পরিত্রাণ পেয়ে, আমার যথাস্থানে যেয়ে শয়ন কোল্লেম।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

চিন্তা!—এ আবার কি?—গুপ্তবেশ।

আজও আমার নিদ্রা হোচ্চেনা।—কেবল শুয়ে শুয়ে অনিদ্রায় এ পাশ ও পাশ কোরে ছট্‌ফট্ কোচ্চি,—একবার উঠ্‌ছি,—একবার বোস্‌চি, চক্ষে নিদ্রা নাই।—চিত্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন!—দুটী চিন্তা।—দুটীই প্রবল!—কিসের চিন্তা?—এত রাত্রে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে কিসের চিন্তা?—প্রথম চিন্তা,—বিনোদ—(কৃষ্ণগণেশ) ও সেই হুস্ত দুস্ত পুরুষ, যার নাম রাঘব, সেই বা কে?—আর কৃষ্ণগণেশ-ই বা আমার ভায়ের নাম জান্‌তে পাল্লে

কেমন কোরে ?—তা এখন জান্‌লেম, কোনো দুষ্ট কুচক্রিলোকের প্রতা-রণাতেই এরা আমাকে এনেছে।—তাতেই প্রাণধন বাবু আমার মুখে হাতচাপা দিয়ে বোলেছিলেন, "চুপ্ কর ?—চুপ্‌কর ?"—উঃ !—এতক্ষণে এর তদন্ত পেলেম। যা হোক্,—এখন পালাবার উপায় কি ?—এ রকমে আর দু একদিন থাক্‌তে হোলেই মারা যাবো। এখন বোধ হয়, দুই ধিঙ্গিতে সেইখানেই গেছে,—যদি খুঁজে না পায়, তবে আরও দ্বিগুণ রাগ বৃদ্ধি হবে, শাঁখের করাৎ হবে,—প্রাণ নিয়ে টানাটানি কোর্‌বে,—নয়ত মেরে ফেল্‌বে,—তা হোলেও প্রাণ যাবে !—আর অনুগ্রহ কোরে যদি না মারে, তা হোলেও অনাহারে এ * * * বামুনের বাড়ী প্রাণ যাবে।

দ্বিতীয় চিন্তা।—এখন উপায় কি ?—ভাব্‌লেম এক কর্ম্ম করি।—এই সময় উঠি।—দেখি বাড়ীর সকলে ঘুমিয়েছে কি না।—তখন বিছানা থেকে উঠে বোস্‌লেম,—তার পর আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজা খুল্লেম। পা টিপে টিপে,—দাওয়ায় বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেম সকলেই নিস্তব্ধ !—অগাধ নিদ্রায় অচেতন !—নিবিড় অন্ধকার,—সময় নিশীথ,—এ সময় একটা স্ত্রীলোকের পায়ের শব্দ পায় কে ?—কেউ না !—যদি কেউ না,—তবে এত সাবধান কেন ?—এত সতর্ক কেন ?—এত ভয় কেন ?—পা টিপে টিপে যাওয়া কেন ?—পাছে যদি কেউ জেগে ওঠে, কৌশল ভেসে যাবে,—কেবল এই ভয় !—এই নিমিত্তই সাবধান !—তথাচ আস্তে আস্তে সকল ঘরের দরজায় শিক্‌লি এঁটে দিলেম। ভয়ে ও ভরসাতে সর্ব্বশরীর থরহরি কাঁপ্‌চে,—তখন আবার আপনার ঘরে ফিরে এলেম। দেখ্‌লেম মাল্‌সায় ছাই চাপা আগুন গন্ গন্ কোচ্চে। আস্তে আস্তে প্রদীপ জাল্লেম। দেয়ালে যে গোঁপদাড়ীটা ছিল, সেটা পোর্‌লেম। কাপড়খানাও মদ্দ কোরে পোর্‌লেম, গায়ে যে গহ্‌ণা গুলো ছিল, সে সব খুলে, আর

আমার সঙ্গে যে টাকাগুলো ছিল, সে গুলো সব একত্র কোরে কি কোর্‌বো ভাব্‌চি,—এমন সময় হঠাৎ তক্তাপোষের নীচে নজর পোড়্‌লো, একটা তাঁবার কলসির গলায় শিকৃলি জড়ানো দেখ্‌তে পেলেম। কিছু আহ্লাদের সঙ্গে সাহস হলো। তখন সেটাকে টানা হেঁচ্‌ড়া কোরে তক্তার নাবল থেকে বার কোল্লেম। সন্দেহ হলো,—এত ভারি কেন?—অবশ্যই ইহার ভিতর কিছু না কিছু আছেই আছে! প্রদীপ ধোরে দেখ্‌লেম। কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না। কলসীর মুখ জৌ দিয়ে বন্ধ করা। বুদ্ধি খাটীয়ে খান্‌কতক আগুন চাপিয়ে দিলুম, দিতেই গোলে গেল। একখানা ঢাকৃনি বেরুলো। কলসীর ভিতরও দেখা গেল। কেবল থান থান মোহর! আশ্চর্য্য হোলেম! এর ভিতর মোহর কেন?—কে রেখেছে!—কার এ মোহর!—কিছুইতো জান্‌তে পাল্লেম না।—অবশেষ আপনার গহণা ও টাকাগুলো সব কলসীর ভিতর রেখে, আবার তেম্‌নি কোরে ঢাকৃনি খানা চাপা দিলেম।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হোয়েছে বাড়ীর পিছনেই একটা পেঁকো পুকুর। সেইখানে কলসীটাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যেয়ে, তারি এক কোণে পুঁৎলেম। সেখানে একটা শিউলি ফুলের গাছ ছিল। সেই গাছের গোড়ার সঙ্গে আর কলসীর সঙ্গে বেশ শক্ত কোরে বাঁধ্‌লেম। কলসীও ডুবে গেলো, আমিও আপনার ঘরে ফিরে এসে একখানা কাপড় পীঠের সঙ্গে আর বুকের সঙ্গে খুব জোর কোরে চেপে বাঁধ্‌লেম, তখন আর গিরিশৃঙ্গ উচ্চ রৈলোনা,—বুকের সঙ্গে মিশিয়ে গেলো। যদিও গ্রীষ্মকাল, তথাচ গা ঢাকবার জন্যে একটা হাতকাটা কালো বনাতের মের্‌জাই গায়ে দিলেম, খুব টাইট্‌ হলো। তরোয়াল খানা বগলদাপা কোল্লেম। তখন এই যুক্তিই সিদ্ধ,—এই জীবনের শেষ উপায়!—আজ তাই কোরে পালাবো,—তার পর অদৃষ্টে যা থাকে,—তাই হবে।

সপ্তম কাণ্ড।

ভয়ঙ্কর ঘটনা!—মুক্তিলাভ!!—মহাশঙ্কট!!!

এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমি সেই দরজার পাশে প্রদীপটী হাতে কোরে দাঁড়ালেম। রাত্রি দুই প্রহর। ঘোর অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ। জনমানবের বাক্য শ্রুতিগোচর হোচ্চে না। আকাশে নক্ষত্রেরা ঝিক্‌মিক্ কোরে শোভা পাচ্চে। পশু পক্ষী সকলেই গভীর নিস্তব্ধ!. জগতের জীব জন্তু সকলেই ঘুমে অচেতন! জগৎ নিস্তব্ধ! নীরব!—ভয়ানক নিস্তব্ধ!—কেবল থেকে থেকে চমকিত নিদ্রিত বিহঙ্গের পক্ষপুটের ঝটাপট্ শব্দে ও ঝিল্লিকুলের ঝিল্লীরবে কাণ্ ঝালাপালা কোচ্চে,—তা শুনে লোকের মনে ভয়ে হোচ্চে। বোধ হয়, যেন সেই রবেই তারা ভয়কেই আহ্বান কোচ্চে! পথে জনমানবের সমাগম নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে নিশাচর পেচকের কর্ক্কশ রব, এবং বহুদূরে গ্রামস্থ সারমেয়াদের ঘেউ ঘেউ রব শোনা যাচ্ছিলো। এমন সময় বড় বাড়ীর ঘড়ি থেকে এক, দুই, তিন, চার কোরে ১২টা শব্দ নিঃসৃত হোয়ে, জানালে রাত্রি দুই প্রহর।

এ সময় সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত!—সকলেই কি নিদ্রিত?—কে বোল্‌তে পারে?—তিমিরাবৃতা রজনীতে কত অদ্ভূত অদ্ভূত এবং কত ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন হয়!—সকলেই জানে, দুষ্টলোকে অন্ধকারেই দুষ্কর্ম্মের অবসর ভাল পায়!—সকলেই জানে, দুষ্কর্ম্ম আপনি-ই এই তিমিররূপ অবগুণ্ঠনে গুপ্ত হোয়ে পথে পথে ভ্রমণ করে,—তাতে কোরে দুষ্টলোকের চেহারা আরও অধিক ভয়ানক হয়!—কেউ চুরি করবার মানসে অস্ত্র হাতে কোরে বেরিয়েছে।—কেউ কুলবধূর গুপ্তপ্রেমের অনুসারে সকলের

অজ্ঞাতে এই ঘোরতর অন্ধকারের আশ্রয়ে চোলেচে,—পা টিপে টিপে চোলেচে। কেউ খুন করবার মৎলবে, অতি গোপন ভাবে, অন্ধকারে, আড়ালে, আব্‌ডালে ওৎ কোরে মরিয়া হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কোনো দুষ্ট স্ত্রীলোক স্বামীকে বঞ্চনা কোরে, চুপি চুপি অন্ধকারে আলেয়া সেজে বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে দু একটা বুনো শেয়াল রাস্তা দিয়ে ছুটোছুটী কোচ্চে। যে মৃদুবায়ু অথবা যে প্রচণ্ড অনিল, নিয়ত বাড়ীর চারিদিগে বহন হোচ্চে, তাতে কোরে যে কি ভয়াবহ সংবাদ প্রসব কোর্‌বে, তা গর্ব্ভবতী যামিনীর-ই মনে আছে!—উঃ কি ভয়ানক অন্ধকার! ভয়ানক লোক রাত্রিকালে ভয়ঙ্কর বেশেই দেখা দেয়!—এই ঘোর তিমিরাবৃতা রজনীতে মনুষ্যের তমোরিপুই এই সকল ভয়ানক কার্য্য সম্পন্ন করে।

আমি এক্ষণে নাচার,—নিরুপায়!—তমোরিপুর কিঞ্চিৎ লেশমাত্রও নাই। কেবল আত্মরক্ষা ও সতীত্ব রক্ষার পথই এক্ষণে আমার অবলম্বন মাত্র।—সেই চিন্তাই আমার অন্তরে অহরহ বিরাজমান। বিশেষ স্ত্রীলোক দুটীর পরস্পর যে প্রকার বাক্‌প্রবন্ধ আমার কর্ণকুহর ভেদ কোল্লে, সে সমস্তই যথার্থ!—কিন্তু এসব গুপ্ত কথা এরা জান্‌তে পাল্লে কেমন কোরে,—আর আমাকে প্রবঞ্চনা কোরে এখানে লয়ে আস্‌বার-ই বা কারণ কি?—এর কিছুই ভাবার্থ অবগত হোলেম না। পরন্তু এদের আচার ব্যবহার ভাব ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই দস্যুদল বোলে বোধ হচ্চে।—আর সেই হুস্ত দুস্ত পুরুষ,—যার নাম রাঘব,—সে বোধ হয়, এদের একজন বক্রাদার। নতুবা তার এত দাম্ভিকতা কেন?—এত আগ্রহ কেন?—আমার কুলকলঙ্কিনী ভগ্নী কমলার নাম, ধাম ও রূপের পরিচয় সঙ্কেতে সত্য কি মিথ্যা না বিচার কোরেই তারে আন্‌তে দৌড়ুলো, এরই-বা কারণ কি?—তারে কি সেই প্রবল প্রতাপ যমের হাত থেকে আর আন্‌তে পার্‌বে, কখনই নয়!—অবশেষ দেখ্‌ছি আশায়

নৈরাশ হয়ে ভুজনেই দারুণ রাগে ফিরে আস্‌বে,—হা অনাথবন্ধো ! তা হলেও সেই দুরাত্মাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন হবে।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমি একাকী প্রদীপ হস্তে বাড়ীর ভিতর থেকে বাহিরে বেরিয়ে এসেই চণ্ডীমণ্ডপের চালে একটা জ্বলন্ত শোল্‌তে ধরিয়ে দিলেম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরের চাল ধোরে উঠ্‌লো, চণ্ডীমণ্ডপের মট্‌কাও দাউ দাউ কোরে জ্বোল্‌তে লাগ্‌লো !—ধূমে ধুমাকার !—লঙ্কাকাণ্ড !—চট্‌-পটানি শব্দ !—তখন ও আমি দাঁড়িয়ে ! এমন সময় বোধ্‌ হলো, কে যেন সেই শিক্‌লি আঁটা ঘরের ভিতর থেকে হাঁউ মাউ কোরে কেঁদে উঠ্‌লো !—ছট্‌ফট্‌ কোরে দাপাতে লাগ্‌লো !—অবশেষে নিদারুণ যন্ত্রণাতে অধিকতর কাতর হয়ে অস্ফুটস্বরে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লো !

উঃ কি যন্ত্রণা !—প্রাণ যায় !—ওগো কে আছ গো ?—শীগ্‌গির কোরে এসো গো ?—ঘরে আগুন্‌ !—পুড়ে মলুম !—জ্বোলে গেলো !—সর্ব্ব শরীর জ্বোলে—রক্ষা কর !—রক্ষা কর !—ভগমান !—পরমেশ্বর !—আর যাতনা !—ব্রহ্ম শাঁপ—উঃ !—আমাকে বাঁচাও !—অ্যাঃ !—অ্যাঃ !—কি কষ্ট !—সহ্য !—অসহ্য—জ্বোলে—গেলো—জ্বোলে—গেলো—কে—ঞা—আ — আ,— গণা—কোথা !—জল—জল—জ—অ—ছা—তি—ই—গ্যা—অ্যা—” নিস্তব্ধ !

এই কটী শেষ কথা।—আওয়াজে বোধ হলো বৃদ্ধার স্বর।—আবার কাণ পেতে রৈলেম।—এমন সময় কে যেন একজন স্ত্রীলোক দৌড়ে সেই বাড়ীর ভিতর গেল !—দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একজন পুরুষ ! এই দেখে, আমিও সেই অবকাশে সেখান থেকে বেরিয়েই দৌড়,—তো দৌড় !—চোঁচা দৌড়—ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে এক তেবান্তর মাঠে এসে পোড়্‌লেম। তখন ও দৌড় !—পড়ি তো উঠিনে দৌড় !—ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় !!—ভোঁ দৌড় !!!

খানিকদুর দৌড়ে এসে অত্যন্ত হাঁপানি পেলে, তখন সেইখানে একটু থোম্‌কে দাঁড়িয়ে কাণ পেতে স্থির হোয়ে শুন্‌লেম, পিছনে কোনো শব্দ নাই, নিরাপদ হোয়েছি! ঈশ্বর—রক্ষা কোরেছেন! কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কোত্তে সাহস হলো না!—কি জানি,—যদি কেউ সন্ধান কোরে পিছনে পিছনে এসে থাকে, এই ভেবে আবার চোল্লেম।—ধীরে ধীরে,—পায়ে—পায়ে,—যেতে লাগ্‌লেম। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, ও পথের দুধারে কেবল ভয়ানক মাঠ আর জঙ্গল।

অনেকদুর গেলাম, কিন্তু কোন পথে গেলে যে লোকালয় পাওয়া যায়, তার কিছুই জানিনা।—রাত্রিকালে যাই কোথা!—যাচ্ছিই বা কোথা!—অচেনা পথ, চতুর্দ্দিকে বন, পথ ভুলে যদি আবার সেই কৃষ্ণগণেশ বামুনের হাতে পড়ি, কিম্বা তারা যদি আমার মন পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে,—আর যদি খোঁজ তল্লাস কোরে ধোত্তে পারে,—তা হোলেই তো গেলেম। এবার ধরা পোড়্‌লে নিশ্চয়ই মেরে ফেল্‌বে। অপঘাতে প্রাণ যাবে,—নিঃসন্দেহ!—নিরুপায়!

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে ধীরে ধীরে যাচ্ছি, এমন সময় মরুৎ কোণে বিদ্যুৎ চোম্‌কে উঠ্‌লো। পশ্চিম কোণে একখানা মেঘ দেখা দিলে, আকাশ ঘোর অন্ধকার হয়ে উঠ্‌লো! একে নিবিড় বন, তাতে গগণ মণ্ডল গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন! মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎলতা সখি কাদম্বিনীর সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে লাগ্‌লো।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাতাসের তেজও ক্রমে ক্রমে বাড়্‌লো,—জলদজাল্‌ ছিন্নভিন্ন। মাঝে মাঝে হড়্‌মড়্‌ গড়্‌গড়্‌ কোরে মেঘগর্জ্জনও হোচ্চে, বায়ু ক্রমেই সজোর,—চঞ্চল।

অষ্টম কাণ্ড।

দুর্য্যোগ রজনী।—বিষম বিভ্রাট্!!!

কৃষ্ণপক্ষ,—অমানিশি,—জলদজাল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন,—ঘোরতর অন্ধকার,—এমন কি অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি,—কোলের মানুষ দেখা ভার।—প্রকৃতি সতী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কোল্লেন। আকাশে অনবরত মেঘ চোল্‌তে লাগ্‌লো।—চতুর্দ্দিকে মেঘ,—ঘোর অন্ধকার!—আকাশ নিশব্দ!—জগৎ স্তম্ভিত!—দশদিক থম্‌থোমে!—চাতকেরা পালে পালে "ফটিক্ জল, ফটিক্ জল" বোলে উর্দ্ধমুখে আকাশ পানে তাকিয়ে কলরব কোচ্চে,—বিদ্যুৎ চক্ মক্ কোচ্চে,—মধ্যে মধ্যে আকাশের গড়্ মড়্ শব্দে মেদিনী কম্পবান ও জীব জন্তু সকলেই নিস্তব্ধ!—মাটী থেকে আগুণের ভাব্‌রা বেরুচ্চে,—এমন সময় এলো মেলো ঝঞ্ঝাবাতের ঝাপ্‌টা পূর্ব্বদিক থেকে আস্‌তে লাগ্‌লো, তার সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পোড়্‌লো,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রচণ্ড বাতাসের সঙ্গে ক্রমে বৃষ্টির ধারাও বাড়্‌তে লাগ্‌লো,—শিলা বৃষ্টিও হোতে লাগ্‌লো,—অবিশ্রান্ত ঝমাঝম্ বৃষ্টি।

এই গভীরা নিশিথে আমি জঙ্গল দিয়েই চোলেছি,—একাকীই চোলেছি।—অদূরে নালা দিয়ে ঝর্‌ণার জল শোঁ—শোঁ কোরে যাচ্চে,—স্থানে স্থানে কতকগুলি ভেক বিকৃত স্বরে চীৎকার কোরে ডাক্‌চে,—বোধ হয় তাহারা সেই বৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট হোয়ে "জলদেরে,—জলদেরে" বোলে দেবরাজ ইন্দ্রের মঙ্গলাচরণ প্রার্থনা কোচ্চে।—জলে জলে সমস্ত জলাময়,—সেই জন্য ঝিল্লিগণ ইতস্ততঃ লম্ফ প্রদান কোচ্চে,—এবং মণ্ডুকদের বারি যাচিঞাতেই যেন বিরক্ত হোয়ে প্রাণপণে চীৎকার কোরে নিষেধ কোচ্চে।—

অন্ধকারে দিকবিদিক্ কিছুই নির্ণয় হোচ্চে না।—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ নল্‌পাচ্চে,—তারই আলোতে এক একবার পথ দৃষ্টিগোচর হোচ্চে। সম্মুখে কেবল ভয়ানক বন,—ও মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ভয়ে আকাশ পাতাল ভাব্‌না হোচ্চে,—কি করি,—কোথায় যাই!—এমন সময় পুনরায় অন্ধকার দৌড়ে এলো,—আমার গতি রোধ কোল্লে,—আর এক পাও সম্মুখে এগুনো যায় না।—জলের তোড়ে আর বাতাসের জোরে একহাত অগ্রসর হোলে পাঁচ হাত পশ্চাতে ঠেলে ফেলে। একেবারে অচল,—যদি কোনো স্থানে গর্ত্ত বা ডোবা থাকে তা হোলেই সমূহ বিপদ!—এমন কি একবার পোড়্‌লে আর বাঁচবোনা। পাঠক! এমন ঘোর গভীরা দুর্য্যোগ নিশিথে একাকী প্রান্তর মধ্যে ভীত নয় কে?—সকলেই। সুরক্ষিত গৃহ মধ্যে পর্য্যঙ্কের উপর পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট দম্পতী ও ভীত!—মাতৃ ক্রোড়ে শিশু ও ভীত!—বন মধ্যে ভয়ানক হিংস্র পশুরাও ভীত!—জলে জলচরেরাও ভীত!—এই জনশুন্য স্থানে আমিও তদপেক্ষা অধিক ভীত!—নিদাঘ দ্বিপ্রহরের মার্ত্তণ্ড তেজ সম্ভূত মরুভূমির মধ্যে যুথভ্রষ্টা পিপাসার্ত্ত কুরঙ্গিনীর ন্যায় ভীত!

এই রকম সাত পাঁচ ভাব্‌চি বটে,—কিন্তু ভাব্‌লেই বা আর কি হবে, নিরুপায়!—শেষে আস্তে আস্তে সম্মুখে পাদবিক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেম। প্রায় ছয় ক্রোশ এসেছি, এমন সময় মুষল ধারে বৃষ্টি পোড়্‌তে আরম্ভ হলো। আমার প্রাণ ভয়ে একেবারে উড়ে গেলো,—আশ্রয় নাই,—নিরাশ্রয়!—বৃষ্টিতে, শীতেতে, ভয়েতে, ভাব্‌নাতে, কষ্টেতে হাত পা একেবারে অবসন্ন হোয়ে এলো, ভূমে বিচেতনপ্রায় মূর্চ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেম।

খানিক পরে আমার চেতন হলো,—তখন আর অপেক্ষা করা অনুচিত বিবেচনা কোরে, আস্তে আস্তে উঠে বোস্‌লেম। পরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দু এক পা কোরে এগুচ্ছি,—আবার থেকে থেকে পেছুচ্ছি, মনে মনে ভয় ও

হোচ্চে,—ভরসাও হোচ্চে,—কিন্তু কি করি! পেছুলেই বা কি হবে!—কি জানি, যদি আবার কেউ দেখ্‌তে পায়, এই ভেবে অগত্যা আস্তে আস্তে এগিয়ে চোল্লেম। এমন সময় চিকুর হেনে উঠ্‌লো, মাঠময় আলোতে কুর্‌কুট্টি হোয়ে গেলো, আমিও চোম্‌কে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দৃশ্য হোল্লো, প্রায় পঞ্চাশ হাত অন্তরে একটী ছোটো কুঁড়ে ঘর রয়েচে। দেখে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সাহস হলো, সাহসে ভর কোরে দ্রুতবেগে চোল্‌তে চোল্‌তে সেই ঘরের নিকটে পৌঁছিলেম। ঘরটী বনের লতা পাতায় প্রস্তুত।—সাম্‌নেই একটী চাতাল্‌। চাতালের মাঝ্‌খানে একটী তালচটার আগড় বন্দোবস্ত। তাও আবার মধ্যে মধ্যে তাপ্পি বসানো, এবং শতজীর্ণ। দেয়ালের কাঁথগুলিন এঁটেলমাটীর, ও ভিতরে ভিতরে কঞ্চির বেড়া দেওয়া। তাপ্পির ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো, ঘরের ভিতর একটী আলো মিট্‌মিট্‌ কোরে জ্বোল্‌চে, প্রায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হবার উপক্রম হোচ্চে। তখন ঘরের আগড়ের উপর দিয়ে উঁকিমেরে দেখি জন মনুষ্য কেহই নাই। ভোঁ—ভাঁ!—ঘরটী নিস্তব্ধ!—সুতরাং আর অপেক্ষা না কোরে ক্রমে এগিয়ে চোল্লেম। খানিকদূর এসেছি,—এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চোম্‌কে উঠ্‌লো, তাই দেখে আমারও বুক ভয়ে ধরাশ ধরাশ কোত্তে লাগ্‌লো,—পূর্ব্বের চেয়ে আরও বেশী ভয় হলো। বুক ভয়ে গুড়্‌ গুড়্‌ কোচ্চে, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ কোরে চারি দিকে চেয়ে দেখ্‌চি,—উচ্ছুগু পাঁঠার মত ঠক্‌ঠক্‌ কোরে কাঁপ্‌চি,—কিন্তু তথাচ সাম্‌নে এগিয়ে যাচ্চি। অনবরত চক্ষুর জলে বুক ভেসে যাচ্চে, উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে মুচ্ছি, ও মধ্যে মধ্যে ফোঁপাচ্ছি। এবং কখন কখন এমত প্রবলবেগে পোড়্‌চে, যে আমি আর এক পাও এগুতে পাচ্চি না।

নবম কাণ্ড।

আনন্দ সঞ্চার!!!—কার গৃহাবাস?

এখন আর এ রাত্রিকালে ভয়ানক বিজনে একাকী কাঁদলেই বা কি হবে,—কে দেখ্‌বে,—কে শুন্‌বে,—তখন সেই জনশূন্য অরণ্যে মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ কোল্লেম।—তিনিই এ বিপদ শঙ্কট হোতে উদ্ধার কর্ত্তা। আর আমি তো কাহারো দোষের দুষি নই, কাহারো কখন অগ্রে অনিষ্টতা সাধন করি নাই,—তবে আমাকে এত লোক প্রবঞ্চনা করে কেন!—হা পরমেশ্বর! হয় আমাকে এ বিপদ ঘোর হোতে উদ্ধার করুন—নতুবা আমার মস্তকে এই দণ্ডেই বজ্রপাৎ হউক!—আমার যে এত কষ্ট, তা কেহই জান্‌তে পাচ্চে না!—হা অনিলদেবতা! তুমি এই কষ্টাবহ দুঃসংবাদ আমার আত্মীয়দের ও আমার প্রাণের হিতকারী গুরুলোকের নিকট বহন কোরে লয়ে যাও!—বোলো,—যে তোমাদের প্রাণের বিমলা এ জন্মের শোধ বিদায় হোয়েচে!

এখন আর ভাব্‌লে চিন্তালে কি হবে,—ক্রমে অল্পে অল্পে এগুতে লাগ্‌লেম। কোথায় যে যাচ্ছি, তার কিছুমাত্র নির্ণয় কোত্তে পাচ্ছিনা। চারিদিকে কেবল বালুকাময় মাঠ ও ভয়ানক নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার উচ্চ বৃক্ষের অন্তরালস্থ ভীষণ জলস্রোতের গর্জ্জন মাত্র আমার চক্ষু ও কর্ণপথের পথিক হোচ্চে। রাত্রি অন্ধকার।—পথ দুর্গম!—নিকটে লোকালয় নাই।—অনবরত বৃষ্টিধারা পতিত হোচ্চে, বিপদের সীমা নাই! হাত পা অবসন্ন, একেবারে শীতে মেরে গেছে,—কোনো কোনো স্থানে হঠাৎ আজানু পর্য্যন্ত জল-মগ্ন হোচ্চে, কখন বা অল্প, কখন বা অধিক।—দারুণ শীত,—গায়ে একটীমাত্র বনাতের ফতুই আচ্ছাদন, সর্ব্বশরীর কম্পিত ও ক্রমে সঙ্কুচিত

হোয়ে অবশ হোয়ে আস্‌চে,—তথাচ গতির,—যদিও মৃদুগতি,—তথাচ গতির বিরাম নাই। বসিবার স্থান নাই,—দাঁড়াবারও স্থান নাই,—চক্ষেও কিছু দেখা যায় না,—ঘোর বিপদ! এ নিদারুণ কষ্টের চেয়ে—সেই কৃষ্ণগণেশের বাড়ীতে মরাও যে শ্রেয়কর ছিল! আর তারা কিছু আমার জীবনহন্তাও হয় নাই। তবে বিজাত,—অস্বাধিন,—দেহ কষ্ট,—এই মাত্র। তাও যে আমার পক্ষে ভাল ছিল। তাতে প্রাণ থাকে,—থাক্‌তো,—যায়,—যেতো, কিন্তু—তথাচ এ ভয়াবহ যন্ত্রণা আর সহ্য হোচ্চে না!—আর এ রাত্রিকালে যখন এতদূর কষ্টে পতিত হোয়েছি,—তখন অবিশ্রান্ত চলাই পরামর্শ। এই ভেবে সাহসে ভর কোরে দ্রুতপদসঞ্চারে চোল্‌তে লাগ্‌লেম।

পাঠক মহাশয়! তিমিরাবৃতা অমানিশিতে এমত দুর্য্যোগে ও ভয়ঙ্কর স্থানে কি কখন পতিত হোয়েছেন?—এমন বিপদ? এমন অসহায়?—সঙ্গে একটীও লোক নাই,—বিশ্রামের স্থান নাই,—এমন দুর্দ্দান্ত বিপদের সহিত কি কখন সাক্ষাৎলাভ কোরেছেন?—এমন ভয়ানক সিংহ শার্দ্দূল পরিবেষ্টিত নীহার বিজনে?—তাহে আবার অবলা কুলকামিনী?—সেই তিমিরময়ী অরণ্যে একাকী,—ভয়ে, ভাবনাতে, কষ্টেতে, নিদারুণ যন্ত্রণাতে, সর্ব্বশরীর আপাদমস্তক কাঁপ্‌চে,—কোথাও আজানু পর্য্যন্ত জলমগ্ন হোচ্চে, আবার উঠ্‌ছে, আবার ডুব্‌ছে,—হস্ত, পদ, বক্ষ, মস্তক ক্রমে সব শিথিল হোচ্ছে, বাক্যস্ফূর্ত্তি হোচ্চে না।—মনে করুন, সে সময় মনের ভাব কেমন হয়?—বলুন না?—আচ্ছা—আপনি যখন রাত্তিরে বাহিরে উঠেন, তখন একলা উঠেন,—কি স্ত্রীর আঁচল ধোরে,—কেমন!—আঁচল ধোরে,—না?—আচ্ছা,—মনে করুন, সে দিন যদি অমাবস্যার রাত্রি হয়,—আর কিছু দূরে যদি কারেও অন্ধকারে খই খেতে দেখেন,—তা হোলে আপনি কি মনে করেন?—"পেত্নী মনে করে আঁৎকে পড়েন তো?"

অনন্তর আমিও সেই ভয়াবহ অন্তঃকরণে তখন আরও অধিকতর ভয়-বিহ্বলা হয়ে পোড়লেম। শুন্‌লেম, কিয়ৎদূরে একটী অস্ফুট-বামা-কণ্ঠ-স্বর প্রতিধ্বনিত হচ্চে। প্রাণ চোম্‌কে উঠ্‌লো,—ভয়ের উপর ভয়! গভীরা নিশিথ সময়ে এ প্রকার ঝঞ্ঝাবাত ও উল্কাপাতের পর এ বিজন বনে রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদ কেন? এই আন্দোলন কোচ্চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সহসা সেই ভয়াবহ আর্ত্তস্বর আমার পশ্চাতে আবার স্পষ্টরূপে বায়ুদেব বহন কোরে এনে দিলেন। সেই ভয়ঙ্কর কথা!—বজ্রনিনাদীয় গর্জ্জনের ন্যায় আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কোল্লে! "ওরে আপনার মন্দ আগে আঁচলে বাঁধ্‌তে বলেছিনু, তবে পরের অনিষ্ট খুঁজ্‌তে যেও! সে কথা কাণে না যায়গা দিয়ে চলে গেলে, এখন তোমার মুক্তকেশীর দুর্দ্দশাটা দেখে যাও! পঞ্চানন্দ তার কি হাল কোচ্ছে, কি বে আবরু কোচ্ছে!—এদের নারীবধে কি ভয় নাই! শাশুরি ঠাকুরণ! এখন তুমি কোথায় রৈলে,—তোমার দুর্দ্দশা আমায় স্বচক্ষে দেখ্‌তে হয়েছে! উদ্ধার কর্ত্তে সক্ষম হলেম না, মনে বড় ক্ষোভ থাকলো! আর্য্যপুত্র! তুমি যে বিমলাকে প্রবঞ্চনা কোরে ধরে এনেছিলে, সে এক্ষণে সমুচিত দণ্ড দিয়ে পালিয়ে গেছে, এখন তোমার অবর্ত্তমানে 'মুক্ত' তোমার রাহু কেতুর গ্রাসে পোড়েছে, এ সময় একবার এসে রক্ষা কর!"

কথার মাত্রা শুনেই তো আত্মাপুরুষ চোম্‌কে গেল, তখন তদন্ত বজায় রেখে—আবার সেখান হতে দৌড়!—এক দৌড়ে প্রায় পোয়াটাক্ পথ ছাড়িয়ে এসে, দূরে একটী আলোক দর্শন হলো।—লোকালয় নয়,—কেবল একটী মাত্র উচ্চ গৃহ,—অন্ধকারে স্পষ্ট ঠাওর হলোনা।—বোধ হয় সেই গৃহের গবাক্ষ অনাবৃত ছিল। তাতেই আলোক কিছু উচ্চ স্থাপ্য বোধ হলো।—তখন সেই আলোক দৃশ্য হতে, আমার মনে অত্যন্ত আহ্লাদের সঞ্চার হলো, যেমন সতরঞ্চ খেলায় দাবা মাল্লে,—ও

আঁটকুড়োর ঘরে ছেলে হলেও তত আহ্লাদ হয় না।—তখন দ্রুতপদসঞ্চারে নীহার অরণ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হোয়ে সেই আলোক লক্ষ্য কোরে হন্ হন্ শব্দে চোল্‌তে লাগ্‌লেম!—পুনঃ পুনঃ মরীচিকাভ্রান্ত রবিতপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত পান্থ সহসা সম্মুখে জলাশয় দেখ্‌লে তার মনে যেমত আনন্দের সঞ্চার হয়,—আমিও তদ্রূপ আনন্দ সহকারে সেই গৃহাভিমুখে হন্ হন্ কোরে চোল্‌তে লাগ্‌লেম। তখন কিঞ্চিৎ ভরসা হলো,—এক প্রকার নিরাপদ! ভয়াকুল অন্তঃকরণে অনেক আশ্বস্ত!

পাঠক মহাশয়! এখন আসুন—যে গৃহে আলো জ্বোল্‌ছে, সেটী কার ঘর,—কি বৃত্তান্ত,—অগ্রে একবার তত্ত্ব নিয়ে আসি। আসুন?—এখন বৃষ্টিও থেমেছে,—প্রচণ্ড অনিলও মৃদু মৃদু সঞ্চালন হোচ্চে, নভোমণ্ডলে আর তদ্রূপ মেঘ নাই,—নির্ম্মল,—ও স্থানে স্থানে গ্রহমালাও দৃশ্য হোচ্ছে! চন্দ্রদেবও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী বোলে আপনার—নগর কীর্ত্তনের খুন্তির ন্যায় মুখের কলঙ্ক দেখ্‌বার জন্য, নালার জলকে মুকুর বানিয়ে বোসেছেন,—বোধ হোচ্ছে, যেন জল থেকেই চন্দ্রমার উদয় হোচ্ছে। মৃদু মৃদু বাতাসে নালার জল সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হোয়ে যাচ্ছে,—আবার পুনর্ব্বার একত্রে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোথাও একটী মুড়ো গাছের উপর হাজার হাজার জোনাকী পোকা জ্বলাতে, গাছটী যেন কদ্‌মা তুপ্রির মত পুড়্‌চে, ও কতক বা আশ্‌পাশ চতুর্দ্দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—বোধ হোচ্চে চন্দ্রের মলিন বেশ দেখে, ও তারাগণকে জ্যোতির্বিহীন দেখে এক হাত ঠাট্টা নিচ্ছে। প্রকৃতিসতী এতক্ষণ তিমির বসন পরিধান কোরে অবগুণ্ঠনবতী হয়েছিলেন,—এখন নিশানাথকে দেখ্‌তে পেয়ে, তিমির বসন ত্যাগ কোরে ধোপদস্ত শাড়ী পোরে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁস্‌চে। চকোর চকোরিণী, লম্পট নিশানাথকে কুমুদিনীর সঙ্গে বিহার কোত্তে দেখে, তারাও সুধাপান করবার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে ছুটোছুটী হুটোপাটী কোচ্ছে। কিন্তু কমলিনীর মুখ শুষ্ক, ও কেশপাশ আলুলায়িত। কমলিনীত প্রতিদিন রাত্রিতেই মলিনী হয়,—

কিন্তু আজ তার চেয়েও অধিক নলিনী। ধূর্ত্ত ও খলের আহ্লাদের সীমা নাই। সেই আহ্লাদ দেখবার জন্যে ধূর্ত্ত শিরোমণি শৃগাল আর খলস্বভাব সর্পেরা সহচর অন্ধকারের গলা ধোরে এদিক্ ওদিক্ কোরে আহারের অন্বেষণে বেরিয়েছে। দিবাকর আর আস্‌তে পার্‌বেনা—তবে কমলিনী আমাদেরই হলো, এই ভেবেই যেন ব্যাংঙেরা আহ্লাদে কড় কড় শব্দে ডাক্‌ছে,—ও লাফাচ্ছে। অন্ধকারের পদভরেই যেন জগতের উপর গম্ গম্ কোরে শব্দ হোচ্ছে। সিন্দেলারা সিঁদ্‌কাটী হাতে কোরে ভাঙ্গা ভিৎ আর মেটে ঘর খুঁজে খুঁজে মহোল্লাসে বেড়াচ্ছে। ঝিঁঝিঁ পোকারা লোক্‌কে সাবধান করবার জন্যে ডাক ছেড়ে চেঁচাচ্চে। এমন সময় যে আলোটীর উদ্দেশে ধাবমান হোয়েছিলেম, সেই আলো ক্রমে বিশহাত, দশহাত, পাঁচহাত, চারহাত কোরে সম্মুখে এগুতে লাগ্‌লো। যখন তার নিকটে গিয়ে পৌঁছিলাম ,—দেখি সেটী একটী প্রাচীন মন্দির।

দশম কাণ্ড।

নিভৃত মন্দিরাশ্রয়।—যোগমায়া প্রতিমূর্ত্তি।

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি,
যচ্চেতসা ন গণিতং তদহাভ্যুপৈতি।
"——সোহং ব্রজামি বিপিনে জটীল তপস্বী।"
ইতি রামায়ণম।

মন্দিরের চারিদিকে পরিবেষ্টিত নীচু নীচু ইটের প্রাচীর ঘেরা। চূড়াটী হটাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্যের আজ্ঞা প্রতিপালন

মানসে অধোমুণ্ড হয়ে আছে;—সেই জন্যেই যত গাছ, আগাছা, ঘাস, আর বনফুলের লতারা তার শিরদেশে অবলীলাক্রমে বিহার করাতে, মন্দিরটীর সর্ব্বাঙ্গ ঠাঁই ঠাঁই ক্ষতবিক্ষত ও কতক কতক বা ভেঙ্গেও পড়েছে।—এ সওয়ায়,—মন্দিরের চতুর্দ্দিগে নানাবিধ ফল ফুলের গাছ, ধুঁৎরো, আকন্দ, ও শিয়ালকাঁটার গাছে পরিবেষ্টিত জঙ্গল।—বিশেষ, অন্ধকার রজনী এক এক পক্ষীর পক্ষে আমোদিনী;—কারণ, ফলগাছ গুলি ফলভরে অবনতমুখী হওয়াতে, পেঁচা, চাম্‌চিকে, ও কলাবাদুড়েরা, ফড়্ ফড়্ শব্দে তমসাবৃত শাখা প্রশাখায় ঝটাপটী কোচ্চে, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তর নিশুতি!—ভয়ানক অভিভূত!—কেবল ঝিল্লীকুলের ঝিল্লীরব ব্যতীত অন্য চুঁ শব্দটী নাই।—তখন আন্তরিক নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে এদিক ওদিক কোরে বেড়াতে লাগ্‌লেম।

দেখ্‌লেম।—মন্দিরের সাম্‌নেই একটী হাড়কাঠ্ গজগিরি কোরে পোতা রয়েছে। তারির সাম্‌নে একটী লালরঙ্গের বাতা মারা দরজা।—দরজার সাম্‌নেই ধাপ। ধাপগুলি শাদা পাথরের, কিন্তু পুরাতন হওয়াতে নানাবিধ শৈবাল ও গাছপালায় পরিপূর্ণ জঙ্গল।—দরজাটী বন্ধ ছিল।—কিন্তু ঠেল্‌বা মাত্রেই উন্মোচন হোয়ে গেল, বোধ হয় ভেজানো ছিল।—তখন ভিতরে প্রবেশ কোরে দেখি,—একটী দুর্গ প্রদীপ মিটির্ মিটির্ কোরে জ্বোল্‌চে,—চতুর্দ্দিকে সাহসে ভর বুকে কাস্তে কোরে বেড়ালেম;—কিন্তু জন মানব ও দেখ্‌তে পেলেম না।—বিষম ভয়ের সঞ্চার হলো,—কিন্তু হোলেই বা যাই কোথা,—একে রাত্রিকাল, তাতে নিবিড় বন, ঐ যে কথায় বলে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়"—তা আমারও প্রায় সেই গোত্রহলো।—

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ মাত্রেই এক উলঙ্গিনী ভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হলো!—মূর্ত্তিখানি বিকটাকার!—হঠাৎ দূর হোতে দেখ্‌লে যোগমায়া নরপিশাচী বোলেই প্রত্যয় হয়!!!

যোগমায়ার আপাদমস্তক খাড়াইয়ে কিছু বেশকম ৬।৭ হাত পরিমিত লম্বা। মস্তকে পিঙ্গল বর্ণের এলোকেশ,—চক্ষু দুটী কোঠরে ঢুকোনো ও ঈষৎ নীলবর্ণ।

কপোলদেশ উচ্চ,—তাতে আবার ধেব্ড়া ধেব্ড়া সিঁদুর মাখানো,—দাঁতগুলি তাড়কা রাক্ষসীর ন্যায় ভীষণাকার !—কাণ দুটী অজাকর্ণের ন্যায় দীর্ঘাকার !—জিহ্বাটি শ্বানের ন্যায় লেলিহানা !—হস্তের সংখ্যা চারটি, বুকের বিষ্ণুপঞ্জরগুলি প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যমান, তায় আবার লম্বোদরী, তলপেট্‌টা আঁৎমারা ও শাদা ধপ্ ধপ্ কোচ্চে !—ঠ্যাঙ্গ দুটো ঝল্‌সানে গড়ানের মত, ও লম্বায় তিন চার হাতের কম নয়, অপরূপ ব্রহ্মদৈত্যের ন্যায় অবয়ব ! দক্ষিণ হস্তে নৃমুণ্ড ও বাম হস্তে একখানি সাবেকী ভোঁতা পড়া খাঁড়া !—কঙ্কালে সারি সারি মনুষ্যের ছিন্ন হস্ত পরিধান, বিকটমূর্ত্তি !—ভয়ানক বিকট মূর্ত্তি !—সাদৃশ্যে সাক্ষাৎ ভগবান মরিচীমালীর সহোদরী বা কালান্তক কৃতান্তের পিতৃস্বসা বোল্লেও বলা যায়।

একাদশ কাণ্ড।

জটাধারী !—সেই পর্ণ কুটীর।—একি ভণ্ড তপস্বী ?

আমি মন্দিরের ইতস্ততঃ চতুঃপার্শ্বে পরিভ্রমণ কোচ্চি, স্থানটী নির্জ্জন, অতি নির্জ্জন।—এমন সময় মন্দিরের বাহিরে যেন মানুষের পায়ের খট্‌খটানি শব্দ শ্রুতিগোচর হলো,—বোধ হলো—যেন একজন লোক মন্দিরের দিকেই আস্‌চে।—সন্দেহ হলো,—খাঁনিক থোম্‌কে দাঁড়ালেম। পিছন দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, জনমানবও দেখ্‌তে পেলেম না, আর কোন সাড়া শব্দও পেলেম না।—মনে কোল্লেম, তবে হয়তো কোনো নিশাচর জীবজন্তুর

অঙ্গ সঞ্চালন ধ্বনি, কিম্বা গাছ পালার শব্দ হবে!—নতুবা, এমন ভয়ানক গভীরা নিশিথে এই বিজন মন্দিরে আবার কে আস্‌বে?—তখন পূর্ব্বমত আবার বেড়াতে লাগ্‌লেম। এক মনেই বেড়াচ্ছি, খানিক পরে আবার সেই প্রকার শব্দ শোনা গেল।—সন্দেহ বাড়্‌লো, আবার দাঁড়ালেম, কাণ্ডখানা কি জান্‌বার জন্যে আবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেম। দেখি,—একব্যক্তি বিকটাকার মন্দিরের এই দিকেই আস্‌ছে,—কিন্তু স্পষ্ট ঠাওর হলোনা।—তখন সেই ভয়াকুল অন্তঃকরণে আবার ভয়ের সঞ্চার হলো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কতক সাহসও প্রকাশ পেলে। মনে মনে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কোর্ত্তে লাগ্‌লেম,—যে এমন ঘোর গভীর নিশিথে নিবিড়, নিস্বহায়, নীহার অরণ্যেও মনুষ্যের সহায়তা পেলেম। যা হোক, ভগবানের কি অপার লীলা!—এই সমস্ত চিন্তা কোচ্চি,—এমন সময় দেখ্‌তে দেখ্‌তে একজন বিকটাকার তেজস্পুঞ্জ তপস্বীর ন্যায় মহাপুরুষ ঝনাৎ করে মন্দিরের অপর দ্বার দিয়ে প্রবেশ কোল্লেন। দেখ্‌লেম তাঁর বামহস্তে একখানি নৈবিদ্য,—দক্ষিণহস্তে একটী প্রদীপ, ও স্কন্ধে একখানি খাঁড়া! খাঁড়াখানিতে টাট্‌কা রক্তমাখা ডগ্‌ ডগ্‌ কোচ্চে।

মহাপুরুষের কায় অতি দীর্ঘাকার!—বর্ণ মিস্‌ কালো, বেস্‌ নাদুষ নুদুষ মোটাসোটা।—মস্তকের জটাভার মস্তকেই বেষ্টন করা। নেয়াপাতী গোচের ভুঁড়ি, তার উপর চাঁপ চাঁপ কটা শশ্রু লম্বমান।—চক্ষু দুটী গোলাকার ও মিট্‌মিটে, এবং কিঞ্চিৎ ঘোলা ঘোলা হলুদে রং। নাক কিছু আগাতোলা, সর্ব্বাঙ্গে কটা কটা লোম, হাতে পায়ে ঋক্ষকররুহের ন্যায় লম্বা লম্বা নখ। পরিধান একখানি গেরুয়া বস্ত্র, ঠেঙ্গ-ঠেঙ্গে, আঁটুর উপর তোলা। গলদেশে একগাছি পাঁচনর রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো। দুইপায়ে একজোড়া মাচা গোদ, তাতে আবার বিঘত প্রমাণ উচু খড়ম ব্যবধান।

প্রদীপের আলোয় তাঁর শরীরের ছায়া পড়াতে সমস্ত অবয়ব স্পষ্ট ঠাওর হলোনা।—কিন্তু আমার মনে বনবাসী তপস্বী বোলেই বোধগম্য হলো।

প্রায় ৫।৬ মিনিট পর্য্যন্ত আমি এক দৃষ্টে তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, কি ভাবের লোক!—এমন ঘোর রাত্রে অস্ত্র ও নৈবিদ্য হস্তে কেনই বা পূজার আয়োজন!—কেনই বা লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ঙ্কর স্থানে একাকী এসেছে!—এই প্রকার আপনার মনে তোলাপাড়া কোচ্চি বটে, কিন্তু কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্ছিনা।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে জটাধারী খড়ম রেখে থপ্‌ থপ্‌ কোরে সেই ভয়ঙ্কর প্রতিমার সম্মুখে নৈবিদ্য ও প্রদীপটী রেখে ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম কোল্লেন্। প্রায় ৫।৬ মিনিট পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এদিক্ ওদিক্ চার্‌দিক্ তাকিয়ে কি খুঁজ্‌লেন,—শেষে আমার উপর নজর পোড়্‌লো, পোড়্‌তেই যেন আমাকে কিছু বল্‌বার উপক্রম কোচ্চেন,—এমন সময় আমি ভূমিষ্ঠ হোয়ে নতমস্তকে প্রণিপাৎ পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।

তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"কে উ গা তুমি?"—আমি উত্তর কোল্লেম, শ্রীমতি,—পথিক, অনাহার, নিরাশ্রয়!!!

এই কথা শুনে তিনি গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিড়্‌ বিড়্‌ কোরে কি বোল্লেন,—স্পষ্ট শুন্‌তে পেলেম না,—উরির মধ্যে দু একটা যা শুন্‌তে পেলেম, তা এই কথা।

"প—তি—ক!—ছী—মতি?—এত রাইৎকে পতিক!—হুঁ!—তবে কোথাথ্যে আইছ্যো, যাইছ্যো বা কথাকে?—আর এমতি দুর্য্যোগ রাইৎকে এ বন দিয়্যা?—কারণটা কি?—ব্যেশটাও তো দেখ্‌ছি ছদ্ম!—তা তুমি———"

এই কটী কথার পর তিনি ব্যস্ত সমস্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে, গম্ভীর স্বরে আমারে বোস্‌তে বোলেই তাঁরঘড়ার দিকে সট্ কোরে চোলে গেলেন।

এই সব দেখে আমার ভয় হলো,—ভারি ভয় হলো!—ভাব্‌লেম, ইনি আমাকে বোস্‌তে বোলে ক্ষিপ্তের ন্যায় চোঁ কোরে চোলে গেলেন কেন?—এরই বা কারণ কি?—তবে কি এ ক্ষিপ্ত?—উম্মাদ?—না ভণ্ড তপস্বী!—না এটা জঙ্গুলে পাহাড়ে ভূত!—ভূতই হবে!—নিশ্চয়ই ভূত! তা নৈলে এত রাত্রে এ ভয়ানক নিবিড়ারণ্যে আস্‌বে কেন।—বিচরণই বা কোর্‌বে কেন!—উঃ! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!—পিশাচ!—পিশাচসিদ্ধ!—নিশিভোর রাত্রে,—ঘোরবন, কালীতলা, হাতে নৈবিদ্য, কাঁধে খাঁড়া, পায়ে গোদ, বোধ হয় এই খানেই আমার জন্মের শোধ!!!

এই সমস্ত চিন্তা কোচ্চি,—এক বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আবার একি বিপদ!—ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হোলেম!—দাঁতে দাঁতে ঠেক্‌চে, হাত পা থর্ থর্ কোরে কাঁপ্‌চে,—ক্ষুধা তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—গলা শুষ্ক, কাঠ!—কি করি,—পালাবো নাকি?—এই সব চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় সেই জটাধারী একগাছি জবাফুলের মালিকা প্রায় পাঁচহাত লম্বা, সেই বিকটমূর্ত্তি শ্মশানবাসিনী যোগমায়ার গ্রীবাদেশে ঝুলিয়ে দিয়ে, নৈবিদ্য ও খাঁড়াখানি নিয়ে আমাকে বোল্লে,—"তবে আইস?"—তখন কি করি,—কাজেই সাহসে ভর বুকে কাস্তে কোরে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ্‌লেম।

পথে যাচ্ছি,—জ্যোৎস্না মিট্ মিট্ কোচ্চে, দুইজনে চোলেছি।—সেই ভয়ানক বন!—কিন্তু এখন আর ততোধিক ভয়ানক নয়,—নিঃশব্দে চোলেছি। এমন সময় জটাধারী বনবাসী আমারে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হেঁ্য বাপ্‌পা এত রাইত্রে কথাকে যাইছিল্যে,—আর কোথাথ্যে বা আইছ্যো?—আর

এমনি ঘোর গভীরা যামিনীতে এই সিংহ শার্দ্দুল পরিবৃতা ভয়ানক নীহার বিজনে একাকীই বা ক্যেনে হেঁ্য বাপ্‌পা ?"

আমি তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "গোঁসাই ?—আপনি জানেন, কৃষ্ণগণেশ জুয়াচোরের বাড়ী এখানথেকে কত দূর ?"

এই কথা শুনেই জটাধারী চোম্‌কে উঠে, আমার মুখপানে চেয়ে মৃত্যুস্বরে বোল্লে,—"কি বোল্ল্‌ ?—কিষ্ণগণ্যেশ ?—সেতো ডাকাইৎ !—দাগাবাজ্‌ !—তার ক্যানে ?—তোমার তাদের খপরে আবিশ্যক কি হো বাপ্‌পা !"

আমি বোল্লেম, "প্রয়োজন আছে,—বিশেষ প্রয়োজন আছে। পরশু সন্ধ্যার পর, সেই কৃষ্ণগণেশ ও আর একজন তার সঙ্গী—নাম (রাঘব) তারা দুজনে আমাকে দম্‌সম্‌ দিয়ে এক পাষণ্ডের ঘরথেকে ধোরে এনে ছিল,—আমি কোনো পাকে-চক্রে তাদের গ্রাসথেকে পালিয়ে এসেছি।—তার পর—"

জটাধারী আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লেন, "তবে তুমিতো রাইৎকে ভারি-ই কষ্টটা পাইছ্যো !—তা প্যাইছ্যো প্যাইছ্যো,—কিন্তু যে বুদ্ধি কইর্য্যে তাদের গ্রাস হোতে পাইল্যে আইছ্যো, এই সোইভাগ্য, পরম সোইভাগ্য!—তা তাদের আড্‌ডা এখান থেকে প্রায় ৮।৯ ক্রোশ দূরে।"—এই বোলে তিনি আমার মুখপানে ঈষৎ কটাক্ষ ও মুখ ভঙ্গিমা কোরে অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। তখন তার সেই কটাক্ষ দৃষ্টিতে যেন মূর্ত্তিমান চাতুরী খেল্‌তে লাগ্‌লো।

আমিও মৌখিক নম্রভাবে বোল্লেম,—"আপনার নিকট যে আশ্রয় পেলেম, এটীও আমার পরম সৌভাগ্য!"—কিন্তু মনে মনে তার উপর আমার সন্দেহ হলো !—সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয় ?—একটা কথা আপনকার নিকট জান্‌তে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে।"

জটাধারী গম্ভীরভাবে কট্‌মট্‌ চাউনিতে তীব্রদৃষ্টি কোরে বোল্লে, "আচ্ছা,—সে এখনকার কথা কি হ্যে বাপ্‌পা!—আগে চলো, বাসাকে চলো, —ক্লান্ত আছ একটুকু বিশ্রাম কইর‍্যো,—তার পর তোমার মনকে যা ইচ্ছা তাই জিজ্ঞাসা কোরো!"

ভণ্ড ছদ্মপাতনের এবম্প্রকার কপট স্নেহগর্ভ বাক্যে আমার ক্রমশঃ ভয়ের সঙ্গে ভাব্‌না বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো।—মনে কোল্লেম, লোকটা আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্ছে।—এই প্রকার নানা কারণে ক্রমে সন্দেহ বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো,—এবং চার পাঁচটী চিন্তা ও একত্রিভূত হোয়ে শারীরিক অতিশয় নিস্তেজ ও হতাশচিত্ত হোয়ে পোড়্‌লেম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বনবাসী জটাধারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ও ভাব্‌না চিন্তায় প্রায় আধক্রোশ পথ ছাড়িয়ে এলেম। আকাশে মেটেমেটে জ্যোৎস্না ছিল, তাহাতেই অনতিদূরে একখানি ভগ্ন কুটীর দৃষ্ট হলো।—জটাধারী দ্রুতপদসঞ্চারে সেই কুটীরের আগোড় বিমুক্ত কোরে প্রবেশ কোল্লেন, আমি সেই কুটীরের বর্হির্দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম। এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমি ইতিপূর্ব্বেই ঝড় বৃষ্টির সময় যে কুটীর খানির কথা উল্লেখ করেছিলাম, এ সেই কুটীর ! ! !

খানিক পরে আশ্রমবাসী কুটীর হোতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমাকে সঙ্গে কোরে ভিতরে লয়ে গেলেন, এবং একখানি কাষ্ঠাসন্দিতে আমার বিশ্রাম স্থান নির্দ্দিষ্ট কোরে বোল্লেন, "তুমি এই থান্‌কে বৈস, মুই অতি ত্বরায় আস্‌তেছি," বোলেই তিনি চোলে গেলেন।

এই অবকাশে আমি ঘরটীর শোভা দেখে নিলেম। ঘরটী অতি ক্ষুদ্র। সাম্‌নেই একটী প্রশস্ত চাতাল। চাতালের মাঝ্‌খানেই যাতায়াতের পথ। পথ টুকি আচ্ছাদনের জন্যে একখানি তাল্‌চটার আগোড় বন্দোবস্ত। ঘরখানি

দেখ্‌তেও দিব্বি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। একপার্শ্বে কতকগুলি ফলমূল ও একটী জলপূর্ণ ঘট। সেইখানে একটী বর্ত্ত্যাধার অনুজ্জলরূপে প্রজ্জলিত ছিল। পরে পিছন ফিরে নজর কোরে দেখি দুখানা বড় বড় খাঁড়া ঝুল্‌ছে। তার মধ্যে একখানিতে টাট্‌কা রক্ত মাখা, বাতাসে শুকিয়ে সব চাপ-বেঁধে গেছে,—এবং দু এক ফোঁটা ভূমিতেও পতিত হোয়েছে!—তাই দেখে আমার আরো দ্বিগুণ ভয় হলো,—মনে কোল্লেম, এ মানুষের রক্ত!—নৈলে এত চাপ কেন?—এত গাঢ় কেন?—এই সমস্ত দেখ্‌ছি ও আপনার মনে সাত পাঁচ তোলাপাড়া কোচ্চি,—এমন সময় সেই জটাধারী আপনার স্বাভাবিক গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে যেন কাকেও ডাক্‌লে, "সিদ্ধজটা?"—সেই স্বর শুনে একটী যুবাপুরুষ তাড়াতাড়ি সেই চাতালের পাশে এলো।—দুজনে চুপি চুপি কি বলাবলি কোল্লে,—শুন্‌তে পেলুম না।—ভাবলেম্ এরা যা বলাবলি কোচ্চে, তা হয়ত আমারই কথা,—নতুবা এত চুপি চুপি কাণে কাণেই বা বোল্‌বে কেন?—যাই হোক্ মনে বড় ভয় হলো!—বিশেষ তার বিকট চেহারা দেখ্‌লেই বাস্তবিক সকলের মনেই ভয় হয়!—যেন অপরূপ কালান্তক নরপিশাচ!!!

এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে স্থির কোল্লেম,—দূর হোগ্‌গে, কি হোতে কি হবে,—এখানে এসেও তো সুস্থির হোতে পাল্লেম না।—তবে এখান হোতে এই দণ্ডেই সোরে পড়াই উচিত।—এইটী ভাবচি,—এমন সময় একটী বাধা পোড়্‌লো,—যা ভাবছিলাম, তাই-ই ঘোট্‌লো!

দ্বাদশ কাণ্ড।

কুটচক্র প্রকাশ!—সাক্ষাৎ শত্রু!!—অন্ধকূপ!!!

জটাধারী বাহিরে চোলে গেলে পর, সেই যুবা পুরুষটী ঘরে এলো। এসে আমাকে কতকগুলি ফলমূল, মিষ্টান্ন খাদ্যসামগ্রী এনে দিলেন। তখন আমিও পরিতোষরূপে সেই গুলি প্রত্যবসান করত কিঞ্চিৎ সুস্থানুবোধ কোল্লেম, অবশেষে এক অলাবুপাত্র পরিমিত জলপান কোরে তৃপ্ত হোলেম। আহারান্তে তিনি আর আমি দুজনে সেই ঘরে বোসে অনেক রকম কথাবার্ত্তা হোতে লাগ্‌লো,—পরিচয়ে জান্‌লেম, তার নাম সিদ্ধজটা।—যে স্বরে সিদ্ধজটা আমার সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌লো,—তাতে বোধ হলো,—যেন মানুষটী চেনো চেনো;—বিশেষ স্বরেও হলো,—ও পূর্ব্বে কতক চেহারাতেও ঠাওর পেয়েছিলেম।—তাতেই আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম।

হঠাৎ সিদ্ধজটা আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "মহাশয়! আপনকার নাম কি?—আর আপনি এতরাত্রে একাকী এ ভয়ানক নিবিড় বনে কেন এসেছিলেন?—আপনি কি জটাধারীকে জ্ঞাত নন?—তা জটাধারীকে—"

আমি কি বোলবো,—অবশেষে ভেবে চিন্তে বল্লুম, "পথিক—নিরাশ্রয়!" এই বোলেই চুপ্ কোল্লেম। কিন্তু সিদ্ধজটা আমার ছদ্মবেশ ও মুখের গোপনভাব দেখে বুঝ্‌লে আমি কি ভাবের লোক!—ও কেন অন্যমনস্ক। তাই দেখে সিদ্ধজটা পুনর্ব্বার আমার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কি ভাব্‌ছো?"—আমি বোল্লেম, না!

"তবে আমার কথার উত্তর দিচ্ছনা কেন?"——

তখন আমি আর মনের ভাব গোপন রাখ্‌তে পাল্লেম না। বিষণ্ণ মনে

বোল্লেম, দেখ ?—"তোমাদের এখান থেকে রাঘব ও কৃষ্ণগণেশ জুয়াচোরের বাড়ী কত দূর ?"—

সিদ্ধজটা চুপি চুপি বোল্লে,—"কেন ?—কেন ?—হোয়েছে কি ?—কাণ্ডখানা কি ?"——

আমি বোল্লেম,—"হুঁ !—প্রয়োজন আছে,—বিশেষ প্রয়োজন আছে।—তারা আমাকে ছলনাক্রমে চোরের ধনে বাট্‌পাড়ী কোরে আমায় বাড়ীথেকে ভুলিয়ে এনেছিল। তার পর কোনো রকম পাক চক্রে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি।—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পথে বেরিয়ে ভয়ানক ঝঞ্ঝাবাত, মেঘগর্জ্জন, শিলাবৃষ্টি, ক্ষণপ্রভা হোতে লাগ্‌লো, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় অদূরে ঐ শ্মশানালয়বাসিনী ভৈরবী যোগমায়ার মন্দিরায় আশ্রয় পেয়েছিলেম। সেইখানে এই ছদ্মপাতন জটাধারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ!—তাতেই এর সঙ্গে সঙ্গে এলেম, কতক আশ্রয় পেলেম—কতক কৃতকার্য্য হোলেম!—কিন্তু এখন এই ভয় হোচ্চে,—যদি পাছে তারা কোনো মতে টের পায়,—তা হোলে এবার আর বাঁচ্‌বোনা,—নিশ্চয়ই মৃত্যু!—থেকে থেকে আমার কেবল সেই কথাটীই মনে পোড়্‌চে!—তাতেই বোধ হয় তুমি আমাকে অন্যমনস্ক দেখে থাক্‌বে।

এই কথা সবে মাত্র বোলেছি।—এমন সময় দেখি,—হুড়্‌মুড়্‌ ঝঁনাৎ কোরে আগড় নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক সেই জটাধারী পরুষস্বরে তর্জ্জন কোর্ত্তে কোর্ত্তে একখানা খাঁড়া হাতে রক্তাক্ত দেহে সম্মুখে উপস্থিত!—একেই তো তার চেহারা বিদ্‌কুটে ও ভয়ঙ্কর!—তাতে রেগে আরও অধিক বিকটাকার হোয়েছে!—দেখেই তো ভয়ে আম্‌রা দুজনেই চোম্‌কে উঠ্‌লেম!—সে এসেই সিদ্ধজটাকে ধোরে দুই চক্ষু পাকল রক্তবর্ণ কোরে, "পাজী!—দুষ্ট!—নচ্ছার!—কি বোল্‌ছিস্‌?"—এই কথা বোলে গালাগালি দিয়ে ঠাস্‌ কোরে এক চড় মাল্লে! শেষে আমার হাতদুটী জোর কোরে বেঁধে, বগল থেকে তলোয়ার

খানি কেড়ে নিয়ে,—মুখে একখান কাপড় জোড়িয়ে টেনে হিঁচ্ড়ে নিয়ে চোল্লো !—কোথায় যে নিয়ে চোল্লো, তার কিছুমাত্র নির্ণয় কোর্ত্তে পাচ্চিনা !—ভয়ে আড়ষ্ট হোয়ে নাচারে পোড়ে কাঁদ্দে কাঁদ্দে তার সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম ! পাপীষ্ঠ আরো বা কি করে,—সেই আশঙ্কাতেই প্রাণ উড়ে গেলো !—বোধ হয় আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের ঐ সব কথা শুনেছিল !

খানিকদূর গিয়ে জটাধারী ভণ্ডতপস্বী আমার হাত খুব শক্তকোরে ধোল্লে, তখন আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল !—মনে কোল্লেম,—এইবারে বুঝি ক টবে,—বিষম বিভ্রাট্ উপস্থিত !—কি করি !—কাটুলেও কাট্তে পারে,—রাখ্লে ও রাখ্তে পারে !—নিরুপায় !

ছদ্মতাপস আমার হাত ধোরে নিয়ে যেতে যেতে শাসিয়ে বোল্লে, "কেমন !—আমাদের ফাঁকী দাউ !—বড় মাম্দোগোলামের নাক কেটে পালিয়ে ছিল্যু, —না !—এবার যদি পালাতে পারুস্, তা হোলে তোরে সাবাসি আছে ! মেয়ে মানুষের এত বুদ্ধির দৌড় !—এত বুকের পাটা !—এবার যদি পালাতে পারুস্, তা হোলে জান্বো তুই খুব সুচতুর !"

তখন তার কথায় আমি আর কোনো উচ্চবাচ্য কোল্লেম না। নিস্তব্ধ হোয়ে থাক্লেম !—মানুষটা কে,—তাও উত্তমরূপ ঠাওর কোর্ত্তে পাল্লেম না !—আর এ ব্যক্তিই বা এ সব কথা জান্তে পাল্লে কেমন কোরে !—তবে বোধ হয়, এ ব্যক্তিও ঐ দলের একজন, গুপ্তবেশে এই খানেই বাস করে !—এই সব চিন্তা কোচ্চি, এমন সময় জটাধারী আমায় বোল্লে "ভাব্চুস্ কি ? তোর অদৃষ্টে যে কি আছে,—তা রাৎ পোয়ালে তখন টের পাবি !—তোদের দুজনার জন্যেই আমার এই কষ্টটা হইছ্যে !—এই গুপ্তবেশ !—সে বারে পাইল্যো—মনে করিস্ন্যে যে তুই বেঁচে গ্যেলু !—তুই যখন মোদেরকে খানেখারাব্ নাস্তানাবুদ্ কোরেছুস্,—তখন-ই জান্ছি,—যে এবার তুই ধরা

পোড়্‌লেই প্রাণ গ্যাছে!—তা আজ সে আশা সফল হইছ্যে!—যমের সঙ্গে চাতুরী!—শালী!—ছিনাইল্‌!—এখন তোর ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর?"

এইরূপ ভৎসনা কোত্তে কোত্তে ছন্দপাতন তাপসবেশধারী আমার হাত ধোরে নিয়ে যাচ্ছে,—এমন সময় পায়ের আট্‌কালে বোধ হলো,—যেন একটা পাথরের মেঝের সাঁন্‌। থেকে থেকে পৈটে।—বোধ হলো সেটা রোয়াক্‌!—এই আট্‌কাল কোচ্ছি,—এমন সময় হুড়্‌মুড়্‌ কোরে কিসের এক্‌টা শব্দ হলো!—বোধ হলো যেন কড়াৎ কোরে চাবী খুল্লে।—আমি কলুর বলদের মতন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় জটাধারী আমায় ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বোল্লে,—থাক! "এখন এই খানেই থাক!—পৃথিবীতে এমন কেহই নাই,—যে তোকে এখান থেকে উদ্ধার কোরে নিয়ে যায়!—এটী নিশ্চয় জান্‌্যস্‌!—এই কথা বোলে শিক্‌লি বন্ধ কোরে দরজায় চাবী দিয়ে চোলে গেলো। আমি জীবনে হতাশ হোয়ে একাকী সেই অন্ধকূপে থাক্‌লেম! কিন্তু মুখের কাপড় খুলে তখন হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি!

রাত্রি অন্ধকার,—ঘরটিও অত্যন্ত অন্ধকার!—অত্যন্ত দৃঢ়, ও তেমনি ছোট।—কোনো দিকে একটীও গবাক্ষ নাই। কেবল আলো আস্‌বার জন্যে ছাতের দুই এক জায়গায় ঝাজ্‌রির মতন ছোটো ছোটো ফোঁকর আছে। তখন সেই ফোঁকর দিয়ে চেয়ে দেখি,—আকাশ ঘোর অন্ধকার,—ভয়ানক অন্ধকার!—তারাগুলি অমাবস্যার উপবাস কোরে সমস্ত নিশিপালন কোরে ছিলেন, এখন দুটী একটী পারণ কর্‌বার মানসে খোসে খোসে পোড়্‌ছেন। প্রায় রাত্রি অবসান।—সুখ তারা দেখা দিচ্চে,—এদিকে দুঃখেরও অবসান!

সেই ভয়ঙ্কর গহ্বরে প্রায় আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হলো।—শয়ন কর্‌বার যো নাই, দেয়ালে পা ঠেকে,। সুতরাং একবার বোসে একবার দাঁড়িয়ে কত রকমই চিন্তা কোচ্চি, কি হোতে আবার একি হলো!—এক বিপদ হোতে মুক্ত

হোয়ে আবার একি বিপদ!—আমি হোলেম কুলকামিনী,—এ হলে বনবাসী তপস্বী,—এর সঙ্গে আমার কোনোকালেই আলাপ পরিচয় নাই,—তবে এ আমার শত্রুতা করে কেন?—এই ভাব্‌চি, ও এদিক্ ওদিক্ পায়েচারি কোচ্চি, দৈবাৎ আমার পায়ে একটা কাঠের মতন্ কি ঠেক্‌লো!—ভাব্‌লেম্, এ আবার কি?—কিছু সন্দেহ হলো!—অন্ধকারে মেঝেতে হাত বুলিয়ে দেখি, সেটী একটী ক্ষুদ্র কবটী!—ঘরের মেঝেয় কপাট কেন?—তবে অবশ্যই এর ভিতর কোনো কারণ আছে!—হয়ত সুড়ঙ্গ হবে!—ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তাই-ই হয়, তবে আমি এই পথ দিয়েই পালাতে পার্‌বো,—এই ভেবে হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে তার হুড়্‌কো খোলবার চেষ্টা কোল্লেম।—কিন্তু সহজে পাল্লেম না।—শেষে অনেক কষ্টে, অনেক নাড়্‌তে চাড়্‌তে কপাট্‌টা খুলে গেলো। ভিতরে পা দিয়ে দেখি যথার্থই সুড়ঙ্গ!—যা হোক, তবুও কিঞ্চিৎ আশ্বাস পেলেম। কিন্তু এ অন্ধকারে যাই কেমন কোরে,—এই ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত্রি প্রভাত হলো। ক্রমে ঘরের ভিতর অল্প অল্প কোরে আলোও আস্‌তে লাগ্‌লো।

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

গৃহগুহা ভেদ!!—ভয়ঙ্কর অট্টালিকা!!!

"অটলেন মহারণ্যে সুপন্থা যায়তেঃ শনৈঃ।
শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা, পর্ব্বত লঙ্ঘনং শনৈঃ॥"
ইতি কবিতারত্নাকর।

তখন আমি অল্পে অল্পে সেই গহ্বরে পা বাড়িয়ে দিলেম। হঠাৎ একটা পৈঠের মতন ঠেক্‌লো!—আস্তে আস্তে নাব্‌লেম।—কিন্তু এখনও অন্ধকার

যায় নাই।—হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে নাব্‌তে লাগ্‌লেম। সিঁড়ি গুলো ঘুরোনো সিঁড়ি। মাপে দুইজন মানুষ সহজে যাতায়াত কোত্তে পারে। দু ধারেই ঘুল্‌ঘুলি আছে। সেইখান দিয়ে অল্প অল্প আলো আসে। আশ্চর্য্য হোলেম! মাটীর গহ্বর!—তার ভিতর আলো কেন?—অধিক আশ্চর্য্য হোলেম!—তবে কি এটা মায়াবীগৃহ?—না! নাগবংশীয় পাতালপুরী!—না ডাকাতদের গুপ্ত বসবাসের আড্‌ডা!—যাই হোক্,—যখন নামা গেছে, তখন দেখাই যাক্,—আর যাবারও তো কোনো উপায় নাই!—তখন শনৈঃ শনৈঃ পাদসঞ্চারে ক্রমশঃ নাম্‌তে লাগ্‌লেম। খানিক্ পরে একটী দরজা দেখা গেলো। দরজাটী আন্দাজে বোধ হলো লৌহনির্ম্মিত ও অতি ক্ষুদ্র। আন্দাজ দীর্ঘ প্রস্থে তিন হাত। তখন অতি সাবধানে সেই দ্বার দিয়ে বহির্গত হোয়ে, অপূর্ব্ব এক অট্টালিকায় উপস্থিত হোলেম!

অট্টালিকার প্রথম শোভা,—ভোঁ—ভাঁ!—দ্বিতীয় শোভা,—যেন খাঁ—খাঁ কোচ্চে!—তৃতীয় শোভা,—চকবন্দী করা লোহার ঘর!—চতুর্থ শোভা,—প্রত্যেক দ্বারে শৃঙ্খলাবদ্ধ!—পঞ্চম শোভা,—বায়ুগতির সোঁ—সোঁ বোঁ—বোঁ শব্দ!—ষষ্ঠ শোভা,—মশানভূমির বিকট-পচা দুর্গন্ধ অনুভূত!—সপ্তম শোভা,—জনসঞ্চারশূন্য বৃহৎ অট্টালিকা যেন বাত্যাতরঙ্গ-তাড়িত আরোহীশূন্য তরণীর ন্যায় বিভীষণাকার!—অষ্টম শোভা,—রৌদ্রের লেশমাত্রও নাই!—বাড়ী যেন হাঁ—হাঁ কোরে গিল্‌তে আস্‌ছে!—তাতে আবার চতুর্দ্দিকে বায়ুর প্রতিঘাত ধ্বনি!—শব্দ বিনাও শব্দ আশঙ্কা!—আমার অষ্টাঙ্গ অবশ,—অবশাঙ্গ প্রতিক্ষণেই সকম্পিত,—হৃদয়ে চিন্তা তরঙ্গ দোদুল্যমানা!—নবম শোভা,—একটী অস্ফুট্ গোঁঙানি আর্ত্তনাদ!—দশম শোভা,—আমার থরহরি কম্প!!!

এখন আমি বন্দী!—বিনা দোষে বন্দী! তখন কোথা হোতে সেই

বিকট বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হোচ্চে,—জান্‌তে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মালো।—কিন্তু জানে কার সাধ্য!—ভয়ানক অট্টালিকা! যদিও ইন্দ্রভবন তথাচ সাক্ষাৎ যমালয়!—পিশাচালয়!—ঢোলে গেলে পর গম্‌ গম্‌ শব্দ হয়! ও একটী লোক বাঙ্‌নিষ্পত্তি কোল্লে,—কাঁসরের ন্যায় প্রতিঘাৎ হয়!

আমি একাকিনী বন্দীদশায় সেই ভীষণ জনশূন্য স্থানে দাঁড়িয়ে! কি কোচ্চি,—কি কোর্‌বো,—কিছুই নিরাকরণ নাই!—থ হোয়ে দাঁড়িয়েই আছি!—অপরূপ কাঠের পুঁতুল!—এমন সময় আবার সেই গোঁঙানি আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হলো!—আবার নিস্তব্ধ!—কোনো সাড়া শব্দ নাই!—গা কেঁপে উঠ্‌লো,—ভয়ের উপর ভয়! আবার গা কেঁপে উঠ্‌লো! ভাব্‌লেম, এই অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে কি কোনো রোগী আছে?—তারি-ই কি এই করুণ স্বর?—আবার ভাব্‌লেম, তাই-ই বা কেমন কোরে সম্ভব হয়! এতক্ষণ রইছি, কই তো কোনো রকম উচ্চবাচ্য পাচ্চি না,—রোগী হোলে বার বার চীৎকার কোর্ত্তো,—আর কণ্ঠস্বর ও কিঞ্চিৎ যাতনানুযায়িক বোধ হোতো!—না!—এ ভাল কথা নয়!—এ রোগী নয়!—এর ভিতর কিছু ভয়ানক কাণ্ড গুপ্ত আছেই আছে!—ভয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হলো!—কিন্তু সে ভয়ে সাহস নিস্তেজ প্রকাশ পেলে না,—বরং একটু সতেজ সাহসের লক্ষণ প্রতিভাত হলো!—শরীরে ঘর্ম্ম নাই,—চক্ষে অশ্রু নাই,—ক্ষণেক স্থির,—ক্ষণেক চঞ্চল,—ক্ষণেক বা উদাসীন ভাবে বিস্ফারিত!

তখন আর অপেক্ষা না করত সেই শব্দাভিমুখগামী হোলেম। বাড়ী খানি দোতলা। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরাও করা। এবং চারধারেই শ্রেণীবদ্ধ ঝাউগাছ। এদিকে লম্বা চওরায়ও খুব পরিসর!—পাঠক মহাশয়? যদি কখন কোনো জনসঞ্চারশূন্য-সমূলস্ত-নির্ব্বংশময় পুরী আপনকার

দৃষ্টিগোচর হোয়ে থাকে,—তবে এ অট্টালিকারও অবস্থা সেই প্রকার অদ্ভুত ! বাহুল্য বলা অনাবশ্যক।

চতুর্দ্দশ কাণ্ড।

আশ্চর্য্য হত্যা !—তুমি কেন এখানে ?—গুপ্ত পত্র।

ক্রমে সেই শব্দানুসংরণ পুরঃসর শৈবাল-পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর কারাবিজনের দ্বারে উপস্থিত হোলেম। একটী গবাক্ষ অনাবৃত ছিল। তখন সেই খান দিয়ে উঁকি মেরে দেখি,—দুটী মানব দেহ !—একটী বন্ধনদশা গ্রস্থ ! ও অপরটী রক্তমাখা,—চৈতন্যশূন্য,—স্পন্দহীন মানবদেহ !!!

পাঠক ! এই বিজন-কারানিবাসের অন্ধকূপে, এ দুটী কার দেহ ?—কে এনেছে ?—কেন এনেছে ?—খুন্ !—ক্রমে পরিজ্ঞাত হবেন।—একটী সংজ্ঞাহীন,—ও অপরটীর সর্ব্বশরীর বস্ত্রাবৃতা,—মস্তকে কলাখোঁপা বাঁধা চুল, কেবল মুখটী জাগ্ ছে,—কিন্তু ললাটোন্নতাক্ষ ধরণী পতিতা আছে !

যে কাণ্ড দেখলেম,—তা শুন্ লেই শরীরের রক্ত জল হয় !—গা শিউরে উঠে !—তখন ধীরে ধীরে সেই গৃহের দরজা ঠেলে দেখ্ লেম, দরজা বন্ধ,—ভিতর দিকে বন্ধ !—জানালা ঠেল্ লেম একটা বাজু খুলে গেলো। তখন অতি কষ্টশ্রেষ্ঠে তার ভিতরে গোলে গিয়ে, পাশ কাটিয়ে ঘরের একপাশে দাঁড়ালেম।

দেখলেম,—যে ব্যক্তি বন্ধনদশায় পতিত রয়েছে, সেটি পুরুষ !—অপর কেউ নয়,—সিদ্ধজটা ! আশ্চর্য্য হোলেম !—একি !—সিদ্ধজটা এখানে কেন ?—বন্ধন দশায় কেন ?—কে আন্ লে,—কে বাঁধ্ লে,—কেনই বা বাঁধ্ লে ?—কিছুই অনুভব কোর্ত্তে পাল্লেম না। বস্তুতঃ তখন আপনার

সেই ভয়ানক বিপদসঙ্কুল হোতে পরিত্রাণের চেষ্টা ঘুরে গেলো!—তাড়াতাড়ি তার বন্ধন মোচন কোল্লেম।—তার পর সেই রক্তাক্ত দেহের বস্ত্রাবরণ বিমুক্ত কোরে দেখি,—সে একটী স্ত্রীলোক!—অপর কেউ নয়!—পাঠক! অপর কেউ নয়!—এ সেই আপনকার পরিচিতা—(কৃষ্ণগণেশ) অথবা ছদ্ম-বেশধারী বিনোদের স্ত্রী।—নাম মুক্তকেশী!

তখন যেন আমাকে ভেবাচগা লেগে গেলো!—আশ্চর্য্য হোলেম! ভয়ের সঙ্গে ভয়ানক আশ্চর্য্য হোলেম!—থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়, সিদ্ধজটা পাশ্‌মোড়া দিয়ে "উঃ!—মা!—কি অপরাধ!—কি কষ্ট!—ভয়ানক যন্ত্রণা!—এই কয়েকটী অর্দ্ধোক্তির পরে আমার দিকে চেয়ে হাউ মাউ কোরে চেঁচিয়ে বোল্লে,—কে তুমি?—ওগো, এখানে কে তুমি?————"

আমি বোল্লেম, "ভয় নাই, ভয় নাই,—আমি। কাল রাত্রে যার সঙ্গে কথা কয়েছিলে, সেই আমি,—বেঁচে আছি, কোনো ভয় নাই। এই বোলে সিদ্ধজটার হাত ধোরে টেনে তুল্লেম্,—তখন উঠে বোস্‌লো।—জিজ্ঞাসা কোল্লেম, একি?—মুক্তকেশী খুন্ কেন?—কে খুন্ কোল্লে?—আর তুমিই বা এখানে বন্ধনদশায় এ অবস্থায় কেন?"—এত ভারি মজার কথা!!!

সিদ্ধজটা আমার সে কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে সচকিতে বোল্লে, "কই?—কোথা?—তখন কাপড় ঢাকা খুলে দেখিয়ে দিলেম, 'রক্তে ঢেউ খেল্‌ছে!'—দেখেই তো সিদ্ধজটা আঁৎকে মাঁৎকে দাড়িয়ে উঠ্‌লো! ভয়ে আমাকে জোড়িয়ে ধোল্লে! আমি বোল্লেম, ভয় নাই, ধৈর্য্য হও, ব্যস্ত হোয়োনা, আগে এখানে থেকে পালাই চলো, তার পর অদৃষ্টে যা হবার তাই হবে এখন।"

তখন আমার সেই সারনীতিগর্ভবাক্যে সিদ্ধজটার মুমূর্ষুদশা ত্যাগ হলো,—বোধ হয় তখন আমার কথায় কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ পেয়ে বোল্লে,

"তবে তাই চলো, আমি এখানকার সমস্ত পথ ঘাট চিনি। আর এখানে বিলম্ব করা বিধি নয়!" এই বোল্‌তে বোল্‌তে দুজনে সেই পূর্ব্বোক্ত বাতায়নদ্বারের ফাঁক দিয়ে গোলে বেরিয়ে, সেই ঝাউতলার উঠনে এসে পোড়্‌লেম। সিদ্ধজটা দ্রুতপদে আগে আগে চোল্লো, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেম।—কিন্তু কোন্‌দিক্ দিয়ে যে কোথায় নিয়ে চোল্লো, তার কিছুমাত্র নির্ণয় কোর্ত্তে পাল্লেম না। অবশেষ এক অন্ধকার সুঁড়ি জুলিপথে এসে পোড়্‌লেম। সেখানে ভয়ানক অন্ধকার,—কিছুই নজর হলো না।—যা কেবল হাঁৎড়ে হাঁৎড়ে আট্‌কালে পা টিপে টিপে যেতে লাগ্‌লেম।—এক খানা কাগজের মতন কি ঠেক্‌লো।—পায়ে কোরে তুলে নিলেম। দেখি,—যথার্থই কাগজ, একখান পত্র।—জোড়িয়ে মোড়ক্ কোরে জামার বগ্‌লিতে রাখ্‌লেম। এমন সময়, হঠাৎ মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডতেজসম্ভূত একটী আলোপথ দেখা দিলে। তাড়াতাড়ি দুজনে সেইখানে গিয়ে দেখি, সে একটা খিড়্‌কী পথ। দুজন মানুষ নির্ব্বিঘ্নে গতায়াত কোর্ত্তে পারে। তখন আমরা একে একে সেই পথ দিয়ে বহির্গত হোয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখ্‌লেম, কেহই নাই।—তখন এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম ও যমালয় হোতে নিষ্কৃতি লাভান্তর জীবনাশায় আশ্বস্ত হোয়ে, বরাবর সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে দুজনেই গঙ্গাতীরে উপনীত।

পঞ্চদশ কাণ্ড।

সেই ঘরের ঢেঁকী কুমীর!!—প্রবল চিন্তা!!!

"দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণং।
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকং॥"

ক্রমে আমরা দুজনে সেই তটিনীর তীরবর্ত্তী হোয়ে যেতে লাগ্‌লেম বটে,—কিন্তু যাই কোথা,—যাচ্চিই বা কোথা!—কার সঙ্গে?—একে?—"সিদ্ধজটা"—লোক্‌টা কে?—চিনেও চিনিনা।—কিন্তু রীতি চরিত্র ও সদ্ভাবে বোধ হোচ্চে লোক্‌টা অমায়িক, পরহিতৈষী।—তা পরিচয় কে জানে,—যার পরিচয় সেই জানে! কিন্তু একে দেখে পর্য্যন্ত চেনো চেনো বোধ হোচ্চে,—ও মন সদাই অপত্য-মায়াবশে লীন হোচ্চে। কিন্তু ভাল ঠাওর হোচ্চে না।—তা হোক্‌, একবার জিজ্ঞাসা করা যাগ্‌,—দেখি কি বলে,—"আচ্ছা সিদ্ধজটা?—তোমার কি যথার্থ নাম সিদ্ধজটা?"

সিদ্ধজটা বোল্লে, "না,—পূর্ব্বে আমার অন্য নাম ছিল বটে,—কিন্তু জটাধারী আমায় 'সিদ্ধজটা' বোলে আহ্বান কোর্ত্তো।"

"তা জটাধারীর সঙ্গে তোমার কি রকম সম্বন্ধ?"

"কিছুই না,—কি সম্বন্ধ তা আমি জানিনা,—আমি কে,—আমার কে, তাও চিনিনা।—তবে কিনা,———"

আমি সিদ্ধজটার কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম,—"হা দুরদৃষ্ট!—যদি সম্বন্ধ-ই নাই, তবে ওর কাছে তুমি কি নিমিত্ত ছিলে?"

"ছিলাম!—নরপিশাচদের কুচক্রে পোড়ে!—কি কোর্‌বো,—তবুও অনেক অভীষ্টসিদ্ধি!—আরও———"

"নরপিশাচ!—অভীষ্টসিদ্ধি!—কিসের অভীষ্ট?—বলোনা সিদ্ধজটা?—কিসের অভীষ্ট?—আরও—কি বলোনা সিদ্ধজটা?"

"সে দুঃখের কথা আর আপনার নিকট কি বোল্‌বো!—কিন্তু——"

"আচ্ছা তা না বলো নাই বোল্‌বে,—কিন্তু তোমার বাড়ী কোথায় বোল্‌তেই হবে, আর তোমার প্রকৃত নাম কি?—কেনই বা জটাধারী তোমায় রেখেছিল,—কেমন কোরেই বা তোমায় পেলে,—তার কাছে তুমি কেমন কোরে এলে,—আর এ সকল যোগাযোগ জোট্‌পাট্ কেমন কোরে হলো?—যদিও আমার এত বিপদ, তথাচ তোমার দুঃখের কথা শুন্‌তে আমার ভারি———"

সিদ্ধজটা আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লে,—"তা আপনাকে সে সব কথা আর কি বোল্‌বো,—আর আগাগোড়া না বোল্লেও তো সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।—তা আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তাই-ই ঘটেছে, অন্যের দোষ কি?—তা এখন আমি তোমাকে সে সব কথা বোল্‌তে পারবো না,—আর বোল্‌বোও না। এখন চল, কোথাও কারুর বাড়ী একটু বিশ্রাম করিগে, তার পর যা হয়, করা যাবে এখন।"

আমি বোল্লেম, "এ স্থানে তো কারুর বাড়ী ঘর নাই। তবে চলো, আমরা এখান থেকে একেবারে নবদ্বীপে যাই। কারণ, শত্রু পায় পায়! কখন কে জান্‌তে পেরে ধরে! হঠাৎ কি হোতে কি হবে!—কাজ কি,—চলো যাই, সেই খানেই যাই,—তবুও অনেক নিরাপদে থাক্‌তে পার্‌বো।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তায় কত মাঠ কত জঙ্গল উত্তীর্ণ হোয়ে যাচ্ছি, মার্ত্তণ্ডতেজে পৃথিবী উত্তাপিত। উভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই তটিনীর তট দিয়ে যেতে যেতে অদূরে একটা দেবালয় দর্শন হলো। পরে নিকটে যেয়ে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, সেটী কাঁড়াদাস বাবাজীর আড্ডা। দরজায় একজন

লোক বোসে ছিল,—তারে বোল্লেম, "আমরা বিদেশী পথিক।—অদ্য এই বাড়ীতে থাক্‌বার ইচ্ছা করি।" বোল্‌তেই সেই লোক্‌টী আমাদের দুজনকে সঙ্গে কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে প্রবেশ কোল্লে।—দেখি সেখানে একটী পরম বৈষ্ণব ভক্তের মতন বোসে গ্রন্থপাঠ কোচ্ছে।—কিন্তু লোক্‌টীকে হঠাৎ দেখেই যেন চেনা চেনা বোধ হলো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ লজ্জা ও চাতুরী আমাকে গুপ্তবেশে চিন্‌লে!

লোক্‌টী কিঞ্চিৎ ঢেঙ্গা। বয়স আন্দাজ ৫০।৬০ বৎসর। হাত পা গুলি রোগা রোগা, পা দুটী বেমাফিক্ লম্বা। মাথাটী নেড়া বটে, অথচ টাক্‌পড়া নেড়া, চৈতন্ আছে। সর্ব্বাঙ্গে ছুলি, গোঁপ্ নাই, ভুরু কামানো, এ ছাড়া বুকথেকে তলপেট পর্য্যন্ত কাঁচায় পাকায় চুলের বন। বর্ণ মিস্ কালো, চক্ষু দুটী হলুদে রং। এবং সমস্ত গায়ে গুলিখোরের মতন শির বার করা। গলায় পৈতে ও তিন নর তুলসীর মোটা মোটা মালা। নাক্‌টী কিছু আগাতোলা, তাতে আবার দীর্ঘাকার ডগিতোলা তিলক করা ও গায়ে একখানি পঞ্চতপা গিরগোবিন্দ। দৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান চাতুরী জাজ্জল্যমান। বাবাজী সেই খান্‌কার দাওয়ায় একখানি আসন পেতে বোসে সুর কোরে হস্তাক্ষরের পুঁথি পোড়্‌ছে। খানিকপরে বাবাজী আমাদের মুখপানে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে অনেকক্ষণ কি দেখ্‌লে, কি বুঝ্‌লে,কিছুই তার ঠাওর কোর্ত্তে পাল্লেম না।—আর তখন তত আবশ্যক ও হলোনা। পরে যে লোক্‌টী দরজায় বোসে ছিল, তাকেই আমাদের সঙ্গে কোরে ভিতর বাড়ীতে নিয়ে যেতে বোল্লে,—তখন আমরাও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলেম।

পাঠক! এ লোক্‌টীকেও যেনো কোথায় দেখে থাক্‌বো,—ভালো স্মরণ হোচ্চে না।—কে এ?—আর কেউ নয়! একজন উড়ে খান্‌সামা চাকর।—কোথায় দেখেছি ভালো ঠাওর হোচ্চে না!—বোধ হয় কলিকাতার সেই বাগান বাড়ীতে দেখে থাক্‌বো।

এখন বেলা প্রায় দুকুর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় দুই প্রহর দুটো হলো। এমন সময় হঠাৎ কাড়ানাগ্‌ড়ার আওয়াজের সঙ্গে ঘণ্টা, কাঁসর, ও ঘড়ির আওয়াজ্ শোনা গেলো।—জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, "মদন গোপালের ভোগরাগের বন্দোবস্ত।"

কিন্তু যতক্ষণ আহার না হলো, ততক্ষণ কারেও কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। এদিক্ ওদিক্ চারদিকে দ্বাদশমন্দিরের শোভা দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেম বটে,—কিন্তু আন্তরিক একটা বিষম খট্‌কা জন্মালো!—তার সঙ্গে অনেকগুলি দুশ্চিন্তাও একত্রীভূত হোয়ে মনকে সাতিশয় আন্দোলিত কোরে তুল্লে!

দ্বাদশ মন্দির গুলি ঠিক্ গঙ্গার ধারেই। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে ঘেরাও করা। মধ্যস্থলে নাট্‌মন্দির। নাট্‌মন্দিরের সাম্‌নেই পাকা সান্‌বাঁদানো ঘাট।—প্রত্যেক মন্দিরে এক একটী শিবলিঙ্গ। এবং নাট্‌মন্দিরে যুগলরূপ একটী পাথরের বিগ্রহ। পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে বিগ্রহটী মদনমোহন মূর্ত্তি!—সেই নাটমন্দিরে বিরাজমান।

আহারাদির পর বৈকালে সেই কাঁড়াদাস বাবাজী আমাদের একটী সুন্দর শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন, এবং আপনিও একটী পিত্তলের গুড়্‌গুড়িতে তামাক খেতে খেতে একখানি গ্রন্থ বগলে সেইখানে এসে বোস্‌লেন। বোসেই ঘাড় হেট্ কোরে আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "হেঁ্য—বাবাজী?—আপনারা এদিগে কোথায় গিয়েছিলেন?—আর ও বাবাজীর নিবাস?"—

এই সময় তার উপর আমার একটু সন্দেহ হলো!—তখন তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে, সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়! আপনি কতদিন এই স্থানে আছেন?"

এই কথা শুনেই বাবাজী চোম্‌কে উঠে আমার কাছে সোরে এসে

মৃদুস্বরে বোল্লে, "এজ্ঞে !—সে বাৎ মোকে কেন পুছ্—ইয়াদ্ !—এই প্রায় তা—বা—গা—তা—তা—প্রায় এই তা—বা—গা—তা—তা—আন্দাজ পাঁচ ছ মাস কম্‌বেশ !"

এই সব কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়ালেম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাব্‌লেম, লোক্‌টা আমার সঙ্গে ছলনা কোচ্চে! এইরূপ নানা কারণে ক্রমে ক্রমে সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো! এবং পর পর চার পাঁচটা চিন্তাও তার সঙ্গে একত্রে অনুভূত হোতে লাগ্‌লো।

প্রথম চিন্তা,—অধিকক্ষণ অস্থায়ী। [illegible]এ সেই ধূর্ত্ত ঠকচাচা! পাঠক! যার কলিকাতায় পঞ্চানন্দের হোটেলের নীচে মদের দোকান ছিল, সে এতবড় ধার্ম্মিক কেমন কোরে হলো!—যাকে আদালতের কুকুরশেয়ালটা পর্য্যন্ত চিন্‌তো,—সে আবার এখানে কেন?—এত অর্থ উপার্জ্জনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, এখানে দ্বাদশ মন্দির স্থাপন, নিরাশ্রয় পথিককে আশ্রয় দান, বেদ অধ্যয়ন, পরমেশ্বরের ভজনা, হঠাৎ এত স্বভাবের পরিবর্ত্তন কেন? আর যে ব্যক্তি জুয়াচুরি, প্রতারণা ভিন্ন কিছুই জানেনা, তার শরীরে এত ভক্তি, এত ধর্ম্মচর্চ্চা কিসেই বা হলো?—জান্‌লেম "অতি ভক্তি, চোরের লক্ষণ" স্পষ্ট প্রতিভাত হোচ্চে!——

দ্বিতীয় চিন্তা,—অল্পক্ষণ চিরস্থায়ি। এ ব্যক্তি সে সব কারবার পরিত্যাগ কোরে, এখানে এমন পরম বৈষ্ণবের বেশেই বা কেন?—বোধ হয় কারুর কিছু অপহরণ কোরে থাক্‌বে, সেই ভয়ে দেশত্যাগী হোয়েছে!— আর আমাকেতো স্পষ্টই চিন্‌তে পেরেচে! সেই জন্যেই এত সেবা শুশ্রূষা, এত ভক্তি, এতাধিক আড়ম্বর!—কিন্তু যেন চিনেও চেনেনা, মনের অগোচর পাপের প্রায়শ্চিত্ত! জেনেও জানে না!—কে তো—কে!

তৃতীয় চিন্তা,—কিঞ্চিৎ নিগূঢ়!—কত দিনের বসবাস জিজ্ঞাসা করাতে

শিউরে কেঁপে উঠ্‌লোই-বা কেন?—আরো যখন চোম্‌কে উঠ্‌লো, তখন গাম্ভীর্য্যের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হলো না, বরং অল্প ঘৃণার সঙ্গে বৈরাগীয় দ্বেষের সঞ্চার স্পষ্ট প্রতিভাত হলো! বোধ হয় কৃষ্ণগণেশের সঙ্গে এরও চেনা শুনো আছে।—চাই-কি যোগাযোগ্ থাকলেও থাকতে পারে।

চতুর্থ চিন্তা,—অত্যন্ত জটীল্!—এর্ দেখ্‌ছি পূর্ব্বাপর তীব্রদৃষ্টি ও কট্‌মট্ চাউনি! যত কথা কয়, সব ফাঁকা ফাঁকা, ঘাড় গর্দ্দান নাই, হেলা গোচা নাই, অপষ্ট, ভয়ের সঙ্গে বিলুপ্ত, থতমত গোছের ঘরাও কথা। সকল কথাতেই তীব্র-প্রখর দৃষ্টির যোগাযোগ্,—এরই বা কারণ কি?

পঞ্চম চিন্তা,—আমার চিরপ্রতারক পঞ্চানন্দের সাথি ঠক্‌চাচা সহর ছেড়ে এ বিজনে কেন?—আর আমি তো ওদের নিকট হোতে পালিয়ে এসেছি, তবে আমার প্রতি এত চাতুরী প্রকাশ কেন?—এত সদয় কেন?—বোধ হয় আরো কিছু যন্ত্রণা দেবার মানসে এস্থানে আশ্রয় নিয়েছে। না,—তাই বা কেমন কোরে সম্ভব হয়। আমার এখানে এত বিপদ কেমন কোরে জান্‌বে,—কে বোল্‌বে,—না--তা নয়!—তবে সত্য সত্যই যদি এর পাপ কর্ম্মে আর মতি না থাকে, সত্য সত্যই যদি চিরভুক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরে থাকে,—তবে এর কথাতে ও চাউনিতে এত চতুরতা কেন? আর যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়ে ধর্ম্মপথাবলম্বী! যার কোনো বিষয়ে লোলুপাশা নাই,—স্পৃহা নাই,—তার আবার কারে ভয়।—যাই হোক্, এক্ষণে এর মনোগত ভাব কি,—কিছুই তো বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—তবে এখান থেকে পালানই উচিত, গতিক বড় ভালো নয়!—যত ভাব্‌চি, যত চিন্তা কোচ্চি, ততই আমার ভগ্ন-বিশ্বাসরূপ-উদ্বন্ধন রজ্জু ক্রমে গলদেশ পর্য্যন্ত সংলগ্ন হবার উপক্রম হোচ্চে! এ ব্যক্তি পূর্ব্বে খানার-কূল কৃষ্ণনগরে যেরূপ ছিল, এখানেও দেখ্‌ছি তার চেয়ে কিছু বেশী বুজ্‌রুক!—বাগ্‌বাজারে যেরূপ ছিল,—

এখানেও দেখ্‌ছি আবার ততোধিক ভণ্ডতা!—যে ঠক্‌চাচা সেই ঠক্‌চাচাই আছে! বেশীর ভাগ গুপ্তবেশধারী বকঃ ধার্ম্মিক!—মণিময় ফণা-শোভিত কালসর্প!—যাই হোক্, এক্ষণে এখান হোতে প্রস্থান করাই সু-পরামর্শ! তখন এই স্থির কোরে বোল্লেম "মহাশয়? এক্ষণে আমরা চোল্লেম। অদ্য আমাদের এস্থানে থাকা হবে না, এই রাত্রেই নবদ্বীপ যেতে হবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কোন পথ দিয়ে গেলে নিরাপদে নগরে পৌঁছিতে পার্‌বো?" তিনি বোল্লেন, "সেকি?—রাত্রে যাবে কেন?—তা যেতে চাও যাও,—জুলুম্ কি! কিন্তু ফজির হোলে আমি তোমাদের খানিকদূর এগিয়ে রেখে আস্‌তেম্!—তা আচ্ছা,—যদি একান্তই যাবে, তবে কাপড় চোপড় নাও, কোথায় কি রেখেছ দেখে শুনে সব একসাৎ কর!—মুই অ্যাংনা———"

এবম্প্রকার ভণ্ড-পাঁতীনেড়ে বৈরাগীর বাক্যবিন্যাস শুনে ভাব্‌লেম, তবে এর মনে কোনো দূষ্যভাব নাই। যাই হোক্, যখন স্থির-প্রতিজ্ঞ হোয়েছি, তখন আর কোনো ক্রমেই থাকা হোতে পারে না। এই ভেবে অগত্যা ঘরের ভিতর গেলেম,—কিন্তু আমাদের কাপড় চোপড় গুছোনো আর কি!—কেবল সিদ্ধজটাকে ঈঙ্গিত, আর সোরে পড়া! দেখি যে সিদ্ধজটা নিদ্রিত। কষ্টে, বন্ধনে, ও পথশ্রমে ঘুমিয়ে পোড়েছে। তখন তাকে পিছন ফিরে ডাক্‌তে গেছি, এই অবসরে ঠক্‌চাচা হন্ হন্ কোরে বাইরে যেয়ে দরজা বন্ধ কোরে অবশেষ শিক্‌লি এঁটে দিয়ে শৃঙ্খল বন্ধ কোল্লে। আমি সিদ্ধজটাকে চিইয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে দেখি, দরজা বন্ধ। বাহিরের দিগে তালা লাগানো। তখন কি করি,—দরজা ধোরে দুজনে অনেক টানাটানি কোল্লেম, কোনোমতেই খুল্লোনা। পরে অনেক ভাঙ্‌বার চেষ্টাও দেখ্‌লেম, কিন্তু কিছুই হলোনা! অবশেষ অনেক ধস্তা-ধস্তিতে দুজনেই ক্লান্ত হোয়ে বোসে পোড়্‌লেম। সেই সময় বৈরাগীর পো

ভোঁ—ভোঁ কোরে দৌড়ে গেলো!—বোধ হলো যেন তার আর কোনো কুচক্রী সঙ্গীকে খবর দিতে গেলো।

ষষ্ঠদশ কাণ্ড।

বিপদোদ্ধার!—নাককাটা মাঝির পো!—গুপ্তশিরোনাম।

"দুর্জ্জনো নার্জ্জবং যাতি সেব্যমানোপি নিত্যশঃ।
স্বেদনাভ্যঞ্জনোপায়ৈঃ শ্বপুচ্ছমিব নামিতং॥"
ইতি হিতোপদেশ।

বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার অদৃষ্ট ভারি মন্দ! প্রাণপণ কোরে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে লাভের মধ্যে একটা ফাঁদ ছাড়িয়ে আর একটা ফাঁদে এসে জোড়িয়ে পোড়্‌লেম্। এখন বোধ হয়, ঠক্‌চাচা পঞ্চানন্দ বা জটাধারীর নিকট হয়ত খবর দিতে গেলো। তা আমি জটাধারীর নিকট হোতে পালিয়ে আসার কথা তো কিছু মাত্র প্রকাশ করি নাই,—তবে এ সকল বিপদের মূল-ই সেই প্রতারক, আমার চিরশত্রু দুষ্ট পঞ্চানন্দ। তাকে আমি বিশ্বাস কোরে ভাল কাজ করি নাই!—এখন আর কোনো উপায় নাই!—আর রক্ষা নাই!—মৃত্যু নিশ্চয়,—নিশ্চয়-ই প্রাণ যাবে, তথাচ একটু সাহস প্রকাশ কোল্লেম, অন্য মনে মরিয়া হোয়ে ঘরের চতুর্দ্দিগে বিচরণ কোর্ত্তে লাগ্‌লেম বটে,—কিন্তু সকল আশা প্রত্যাশাই বিফল হলো।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই নিবান্ধবা জন-সঞ্চার-শূন্য দেবালয় প্রকোষ্ঠে প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। রাত্রি প্রায় ৯।১০ দণ্ড অতীত হয়েছে। দেবালয় জ্যোৎস্নায় ফিন্‌ ফুট্‌ছে,—কিন্তু ঘরটী প্রগাঢ় অন্ধকার।—কেবল বায়ু সেবন জন্য একটী মাত্র গঙ্গামুখো জানালা আছে। সেইখান দিয়ে যা অল্প অল্প চন্দ্র-রশ্মি আস্‌তে লাগ্‌লো, তাতেই চতুর্দ্দিক অনুভূত কোর্ত্তে লাগ্‌লেম। এক্ষণে আমরা উভয়ে এই গৃহে বন্দী!—পালাবার পথ নাই, সুরাহা নাই!—ঘোর তিমিরময়ী দ্বাদশ মন্দিরস্থিত নিবান্ধবা দেবালয় যেন জনশূন্য সমূলস্ত-নির্ব্বংশময় পুরীর ন্যায় খাঁ—খাঁ কোচ্ছে!—ব্যক্তিমাত্রের বাক্য বা কণ্ঠশব্দ শ্রুতিগোচর নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে প্রবল অনিল সঞ্চালিত বৃক্ষাগ্রের সাঁ--সাঁ ঝাঁ—ঝাঁ শব্দ, ও ঠাকুর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বস্থিত স্রোতস্বতী ভাগীরথীর কল্লোল, এবং অন্যান্য দিগ্‌বিদিগস্থ জনপদশূন্য অরণ্যানীর ভয়ঙ্কর বালুকাময় প্রান্তরোথিত ঝিল্লিকুলের ঝিল্লীধ্বনি ও হিংস্র বন্যস্বভাব জন্তুদিগের ভীম-গর্জ্জিত নাদে পরিপূর্ণ! কিন্তু দেবালয়ের চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ও প্রাণী কোলাহল শূন্য!—অবিশ্রান্ত নিঝুম! আন্তরিক ভয়ানক অভিভূত! তখন সেই বন্ধনদশাগ্রস্ত বিপদ-সঙ্কুলিত অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বিষম ভয় ও দুর্ভাবনা অনুভূত হোতে লাগ্‌লো!—কি উপায়ে কি করি,—কি কোর্‌বো,—সেই চিন্তা স্রোতই প্রবলরূপে ফল্গুস্রোতস্বতীর ন্যায় অন্তঃশীলা-রূপে পরস্পর আন্তরিক প্রবাহিত হোতে লাগ্‌লো।

এইরূপ নানা কারণে সেই বন্দীদশাগ্রস্ত ভয়াকুল অন্তঃকরণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও শারীরিক হীনচেতনা হোয়ে বোসে পোড়্‌লেন! আবার হা হতাশে নিরুপায় ভেবে সিদ্ধজটাও ভেউ ভেউ কোরে কাঁদে লাগ্‌লো! আমিও নিতান্ত নিরুপায় এবং এই জীবনের অন্তিমদশা ভেবে অধৈর্য্য হোয়ে, মনে মনে সেই নাটমন্দির বিরাজিত ভববিপদ-কাণ্ডারী অনাথের নাথ-

করুণানিদান-পরন্তপ বিগ্রহমূর্ত্তি ভগবন্ 'মদন গোপালের' নাম স্মরণ কোর্ত্তে লাগ্‌লেম।

এমন সময় একটা শব্দ শোনা গেলো,—বোধ হলো কে যেন কড়াৎ কোরে শিকৃলি খুলে অল্পে অল্পে ঘরের ভিতর এলো!—পাঠক! একাকী বন্দীদশায় সেই জনশূন্য গৃহে তখন আমার যে প্রকার ভয় হলো, তা আপনাদের সকলের-ই অনুভূত হোচ্চে! তখন আমি সাহসে ভর কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কে ও?"—একটী কিষ্কিন্ধ্যাস্বরে উত্তর হলো,—"চুপ-দিঅ!—গোড়মাল করিব নেই! কাটিব পরা!—মরিতে হব! ইয়্যা ঘর দরজা খুড়ি দ্যেইচোঁ, ধীরে ধীরে গুটা গুটা চলি যা!—যাইকিড়ি ইয়্যা মন্দির পিছে গুটায় দেউল মিড়িব, তাকু পিছে করি গঙ্গাকিনার! সেইঠী থণ্ডে না বনা অছি পরা!—তাঙ্কর কণ্ডারীকু যিয়েঠী কহিবু সিয়েঠী নেই যিব!—যা চরিযা, আউ কিছি বিড়ম্ব করিব ন্যেই?—মু চালিঞ্চে! আর ইয়ে গুটা বারুদ সমেদ পিস্তড় দেইচোঁ, ইয়াকু রখ!" এই বোলে একটী দোনলির পিস্তল, বারুদ ও গুলি সমেদ আমার হাতে দিয়েই দ্রুত-গতিতে চোলে গেলো। তখন আমরাও দুজনে তার পিছনে পিছনে সেই ঘর হোতে নিষ্ক্রান্ত হোয়ে, নাট্‌মন্দিরের পিছনের সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ইতঃস্তত বিচরণ কোর্ত্তে কোর্ত্তে হঠাৎ একটী খোঁনা খোঁনা শব্দ গঙ্গাগর্ভ হোতে প্রতিঘাৎ হোতে লাগ্‌লো!—সে এই কয়েকটী কথা!

"ঙবোঁদ্বীঁপ্,—ঙবোঁদ্বীঁপ্,—কেঁ আঁচেঁ গোঁ ঙবোঁদ্বীঁপ্!—এঁইঁ সঁমে এঁছোঁ, জুঁয়াঁর উঁতুঁরেঁ যাঁয়,—শিঁগ্‌গিঁ এঁছোঁ, ঢোঁল্‌তিঁ পাঁওসিঁ!—ঙবোঁদ্বীঁপ্! ঙবোঁদ্বীঁপ্! ঙবোদ্বীঁপ্!"

তখন একস্প্রকার বিজাতীয় খোঁনা-রবাহূত কর্ণধার বাক্যবোধে সেই দ্বাদশমন্দিরের প্রাচীর সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে উভয়েই উপনীত

হোলেম। পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে দ্বাদশ মন্দিরের সাম্‌নেই একটী নাট্‌মন্দির। নাট্‌মন্দিরের সম্মুখেই ঘাট। দেখি সেই পাকা ঘাটে একখানি ডিঙ্গি বাঁধা। তাতে একজন লোক বোসে।—সম্মুখে একটা চুলো জ্বোল্‌চে, বোধ হলো পাকাদি কোচ্চে। আমরা উভয়ে সেইখানে উপস্থিত হবামাত্রেই সেই পান্‌সিস্থিত লোক্‌টী বোল্লে,—"এঁসেঁঙ্‌। বাঁবুঁ মঁশাঁই!—এঁইঁ পাঁঙ্‌সিঁ ঙবোঁদ্বীঁপ্‌ যাঁবেঁ! আঁপঁঙারাঁ কিঁ ঙবোঁদ্বীঁপঁ্ যাঁবেঁঙ্‌?—মুই ঙবোঁদ্বীপেঁর মাঁজ্‌জিঁ!—অঁামুঁই ঙবোঁদ্বীঁপেঁর———"

আমরা বোল্লেম "আমরা নবদ্বীপ যাবো, কিন্তু একটু শীগ্‌গির নিয়ে যেতে হবে।" মাঝির পো বোল্লে,—শীঁঙ্‌ঙিরঁ ঙয় তোঁ কিঁ দোঁরিঁ আঁছেঁ!—আঁরঁ দোঁরিঁ কিঁ জঁঙো! আঁসোঁঙ্‌ বঁসোঁঙ্‌।—আঁমুঁই এঁইঁ ঘঁড়ি লাঁ খুঁলেঁ দেঁবোঁ!—বাঁবুঁ আঁমুঁইঁ ———"

তখন আমরা উভয়ে সেই খোঁনার ডিঙ্গিতে চোড়ে বোস্‌লেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডিঙ্গিখানি মাঝ ডহরে গিয়ে পোড়্‌লো।—দেখি সে লোক্‌টী নৌকার মাঝি,—সে আমার কতক কতক চেনা!—আশ্চর্য্য হোলেম!—অন্তরে আবার কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হলো,—কে এ লোক!—কোথায় দেখেছি,—স্মরণ হোচ্চেনা!—কি কোর্‌বো, শত্রু পায় পায়! যেখানে যাই সেইখানেই শত্রু, সেইখানেই বিপদ! যাহোক,—এক্ষণে ভালয় ভালয় নিষ্কৃতি পেলে হয়! এই প্রকার নানারকম দুর্ভাবনা উপস্থিত! এমন সময় যে পত্রখানা অন্ধকূপের সুঁড়িপথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম, সেইখানি সেই চুলোর আলোতে পোড়্‌তে লাগ্‌লেম্‌। পোড়ে দেখি যে,—জটাধারী ও পঞ্চানন্দের নামে গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা ঘোষণা!—বাবৎ খুন ও দস্যুবৃত্তি! তাতে উভয়ের চেহারা বর্ণন আর ২০০০ দুই হাজার টাকা পুরস্কার লেখা আছে। আরো অনেক কথা লেখা ছিল,—কিন্তু তখন

আপনার বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল, সকলগুলি ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেম না। কিন্তু নীচে একটী মোহরাঙ্কিত আছে। তাতে লেখা আছে, শ্রীযুক্ত বাবু প,———”

যা হোক কতক বা বুঝ্‌লেম, আর কতক বুঝ্‌তে পাল্লেমও না। কাগজ খানা মোড়ক্ কোরে বগ্‌লিতে রেখে দিলেম, পরে যে আলোটী জ্বোল্‌ছিল, তাতেই সেই নাক্‌কাটার প্রতিমূর্ত্তিখানি স্পষ্ট প্রতীয়মান হোতে লাগ্‌লো! দেখেছিলেম যেমন,—আর এখনও দেখ্‌লেম তেম্‌নি, লাভের মধ্যে কেবল গুরুদণ্ড, নাক্‌টা কাটা!

চেহারাখানি যেন অপরূপ মাম্‌দোভূত! মস্তকটা নেড়া, ওল কামানো নেড়া,—কেবল গালপাটার তুধারে একটু একটু জুল্‌পি আছে। কাণ ছোটো, চোখ তুটী রক্তবর্ণ, মিট্‌মিটে ও খালা, নাক স্বর্পণখা!—পোঁচ্‌মেরে কাটা! কে কাট্‌লে, কেন কাট্‌লে, সিদ্ধজটা কেবল তাই ই ভাব্‌চে, আর তার আপাদ মস্তক চেহারা আগাগোড়া দেখ্‌ছে। পূর্ব্বে দাড়ী খুব লম্বা ছিল, এখন কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া দাড়ী, সর্ব্বাঙ্গ দাদে পরিপূর্ণ। ডান পাটা খুব সরু, আর বাঁটা কিঞ্চিৎ মোটা! গাছ থেকে পোড়ে অবধি ভেঙ্গে গেছে, আর আরাম হয় নাই, ফলে হাড় খোচে গেছে, পাটাও ন্যেংড়ার মতন হয়ে গেছে। পাঠক মহাশয়! পূর্ব্বাবধি আপনারা যে মাম্‌দোগোলামের নাম ও গুপ্তরহস্য শুনে আস্‌ছেন,—এখন সেই ভয়ানক পাপীনেড়ের চেহারা দেখে নিন্‌। ইনি পূর্ব্বে “রাঘব ও কৃষ্ণগণেশের দলে ছিল, এক্ষণে অকর্ম্মণ্য হওয়াতে সে স্থান বিবর্জ্জিত”—কিন্তু তথাচ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই! ইনিই সেই পাপীষ্ঠ মাম্‌দোগোলাম!—এখন নাক্‌কাটা মাঝির পো!

সপ্তদশ কাণ্ড।

সন্দেহ বৃদ্ধি।—উভয় শঙ্কট!!—হাজৎ আসামী

——————"রে পাষণ্ড নিষাদ!
এই কি রে রীতি তোর?—বিনে পরিচয়,
রে বিজাতি বর্ব্বর! ধুইব কৃপাণ অদ্য——"

কত প্রকারই আপনার মনে ভাব্‌চি, সিদ্ধজটা কে!—কিছুই তো তার পরিচয় পেলেম না। আর এরা সবাই এখানে কেন?—ঠক্‌চাচা বৈরাগ্য ধর্ম্মাবলম্বী!—আর সেই নাক্‌কাটা যাম্‌দোগোলামের এ ব্যবসায় কেন?—আর জটাধারী ভণ্ড-বেটাই বা কে?—এদের সকলেই একখুরে মাথা মুড়োনো, সকলের নামেই গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা ঘোষণা!—বাবৎ খুন্ দাবী!—স্ত্রীলোক, মুক্তকেশী! নরপিশাচদের কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র!—কি দুষ্টাভিসন্ধি!—কি কুচক্র!—কি স্মরণ শক্তি!—বেটার আজও সে কথা স্মরণ আছে!—তাতেই আমাকে চিন্‌তে পেরে, আটক্ কোল্লে!—কিন্তু সিদ্ধজটাকে বাঁধ্‌লে কেন, মাল্লেই বা কেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। মুক্তকেশী-ই বা খুন হলো ক্যামন কোরে!—সে যদি কৃষ্ণগণেশের স্ত্রী!—তবে সে এখানে ক্যান?—কে খুন কোল্লে!—সতীত্বে খুন,—কি কুলটা বৃত্তিতে খুন্! কিছু-ই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! উঃ!—তাই-ই বটে!—হোতেও পারে!—ঘরে আগুনের সময়!—চট্‌পটানির সময়,—সেই গোঙানি শব্দ!—একটী স্ত্রীলোক!—আর একটী পুরুষ!—দুজনে দৌড়দৌড়ি!—সেই দুরাত্মাই ঐ দুষ্ট নারীহন্তা!—নির্জ্জন গৃহে, মনের আক্রোশে, মনোরথ সিদ্ধি!—এখানে ছদ্মবেশধারী জটাবল্কল পরিচ্ছদে ভূষিত!—ভণ্ডতাপস,—ছদ্মপাতন জটাধারীরূপে পরিচিত!

অপর চিন্তা। এখানে কাড়াদাস, সেখানে ঠক্‌চাচা !—একবার চৈতন্‌, একবার টুপি !—কাশী যায়,কি মক্কা যায়,—সেই চিন্তাই প্রবল !—পরহিতৈষী বান্ধব! নাড়াবন পরিত্যাগ কোরে এখানে কীর্ত্তন কোচ্চে!—বুজ্‌রুকি দেখাচ্চে! দ্বাদশমন্দির স্থাপন !—ধর্ম্মনিষ্ঠা !—ঈশ্বরের উপাসনা !—অতিথি সৎকার ! গ্রন্থপাঠ !—যার পেটে ক অক্ষর গোমাংস !—মাংস বিক্রয় উপজীবিকা !—তার এত ধর্ম্মচর্চ্চা কেবল আমারই জন্য !—কতক প্রাণের ভয়ে, কতক স্বার্থ-সিদ্ধি !—কতক বন্ধুর সাহায্য মানসে কৃতসঙ্কল্প !—অর্ব্বাচীনের প্রাচীন অবস্থা, তথাপি কুচক্র ! প্রতারণা। আটক কোল্লে, দৌড়দৌড়ি কোল্লে, সিদ্ধি হলোনা !—কৃতকার্য্য হলোনা ! মনে অত্যন্ত ক্ষোভ রৈল !—সন্তাপীর সন্তাপ নয়নে আরও দিগুণতর নৈরাশ জন্মালো !—আশায় নৈরাশ হলো !—নিরুপায় ! অসারে জলসার !

এবম্প্রকার আত্মভয়াবহ অন্তঃকরণে চিন্তাতরঙ্গ দোদুল্যমান, কত কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে অন্য মনে বোসে আছি, ক্রমে কত দূর-ই যাচ্চি। হু—হু শব্দে ডিঙ্গিখানা স্রোত মুখে চোলেছে,—নিশাকর সিক্ত সুমন্দ দক্ষিণানিল ফুর্‌ ফুর্‌, ঝুর্‌ ঝুর্‌, শব্দে গাত্র স্পর্শ কোরে মনকে প্রফুল্লিত কোচ্চে। রজনী-কান্তের মনোহর রজতজ্যোতিতে রজনী শ্বেতাঙ্গিনী, শ্বেতবসনে শোভাময়ী! চতুর্দ্দিকে স্বভাবের শোভা দেখে নয়ন মন পুলকিত হোচ্চে, প্রকৃতি হাঁস্‌ছেন,—শোভাময়ী প্রকৃতি প্রফুল্ল ফুলশয্যায় শয়ন কোরে যেন প্রেমাবেশেই হাঁস্‌চেন। গঙ্গাজলের প্রতিবিম্ব রূপ সুনীল বিমলাম্বরে বসন্ত চন্দ্র হাঁস্‌চেন। পঞ্চমী তিথি, দশম কলা অপ্রকাশ। ঈষৎ বক্র রজতময় ওষ্ঠ বিকাশ কোরেই যেন বসন্ত চন্দ্র হাঁস্‌চেন।—নক্ষত্রমালা আমোদিনী !—তারাও প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লিত হোয়ে, এদিক্‌ ওদিক্‌ চারিদিক উঁকি মেরে দেখ্‌ছে। গঙ্গার স্বচ্ছ

সলিলে নির্ম্মল শশীকলার সুচারু ছবি প্রতিবিম্বিত হোচ্চে, স-নক্ষত্র, স-অম্বর, স্বচ্ছ-চন্দ্রের মনোহর ছবি প্রতিবিম্বিত হোচ্চে। চমৎকার দৃশ্য! গঙ্গাদেবী কাঁপ্‌চেন! কেন কাঁপ্‌চেন?—সুশীতল মলয়ানিল উন্নত বক্ষদেশ স্পর্শ কোচ্চে, তাতেই মলয়ানন্দে কাঁপ্‌চেন্! ভাগীরথীর জলে হিল্লোল হোচ্চে,তরঙ্গ নয়! মলয় স্পর্শে মৃদু হিল্লোল,—সেই হিল্লোলে বোধ হোচ্চে, তলতলে আকাশও যেন দুল্‌চে। একটী অখণ্ড চন্দ্র তরঙ্গিনীগর্ভে কত খণ্ডে খণ্ড খণ্ড দেখাচ্চে।—শত শত নক্ষত্রের ছায়াতে জাহ্নবীর সুনীল-সুচারু কণ্ঠ যেন মুক্তামালায় শোভা পাচ্চে।—শশধরের সুবিমল ছবি যেন তার-ই পদক হোয়ে ঝক্ মক্ কোরে জোল্‌চে। আকাশের ছায়ায় গঙ্গাগর্ভ নীলবর্ণ। তাতেই যেন গর্ব্বিতা হয়ে ভাগীরথী সতী সগর্ব্বে কুলে কুলে উঠ্‌চেন!

দূরে দূরে বৃক্ষশাখায় পুষ্পকুঞ্জে বসন্ত বিহঙ্গমেরা মনোহর স্বরে গান কোচ্চে। রাত্রি প্রায় ৯টা। গঙ্গার শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাচ্চি, উভয় উপকূল নিশ্বঃব্দ! কোলাহল-শূন্য,—নির্জ্জন। মানুষের কণ্ঠ-ধ্বনি প্রায় একটীও শোনা যাচ্চে না। থেকে থেকে কেবল শীতল বসন্ত বায়ু কর্ণ চুম্বন কোচ্চে।—পুষ্পের সুগন্ধ, পক্ষীগণের গান, অনিলের সঞ্চালন, আর দুই একটা অস্পষ্ট শব্দ ভিন্ন প্রকৃতি নিস্তব্ধ! কিছুই নিরাকরণ হোচ্চে না। উভয় তীরে কেবল নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে কেবল বহিত্র-তরঙ্গ-তাড়িত কল্লোল শব্দে স্রোতপ্রবাহিত, ও ডিঙ্গির সতেজ গমনের বোঁ—বোঁ কল্—কল্ শব্দ উত্থিত হোচ্চে। এমন সময় পশ্চাতে একটা অস্ফুট্ আর্ত্তনাদ শোনা গেলো!—কাণ পেতে রৈলেম!—শুন্‌লেম, যথার্থ আর্ত্তনাদ!—পুরুষের পরুষ কণ্ঠধ্বনি!—গঙ্গাগর্ভে কাঁদে কে,—কোথায়!—বড়ই আশ্চর্য্য হোলেম! এমন সময় সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ হাত অন্তরে একটী আলোক দর্শন হলো, বিশহাত, দশহাত, পাঁচহাত, চারহাত কোরে সেটী ক্রমাগত যতই

আমাদের নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লো, ততই সেই অস্ফুট্‌ আর্ত্তনাদ ক্রমশঃ স্পষ্ট হোয়ে কর্ণকুহর ভেদ কোর্ত্তে লাগ্‌লো। ক্রমে নিকটে পৌঁছিবামাত্র দেখ্‌লেম,—সেটী একটী ফৌজ্‌দারী আদালতের গ্রেফ্‌তারি শরকি পান্‌সি!

চক্ষুর নিমিষে শরকি পান্‌সিখানা আমাদের ডিঙ্গি অতিক্রম কোরে যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু সেই চীৎকার-সূচক আর্ত্তস্বর আমাদের অগ্রে অগ্রে প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌লো।

যে ব্যক্তি আর্ত্তস্বরে রোদন কোচ্চে,—তার সেই করুণা-শ্রুত কণ্ঠধ্বনি বিলুপ্ত হোয়ে, এক মেরুয়াবাদী স্বর চেঁচিয়ে বোল্লে,—"কি মিয়া ছুলিরাম! আবি তোহার সাথি ঠকচাচে কাঁহা?—শালে চোট্টা!—বুড্‌ঢা ভেইল্‌ তত্তি নিমক্‌হারামী!—হামাকে সব কই মালুম আসে,—শাল্লে ভোঁস্‌রি কা মামু! হামি তোহাদের ঘর্‌মে চাকর ছিলোয়া—না!—শালে বদ্‌মাস?—আচ্ছা চল্‌! আগারী গারেদ্‌মে চল্‌!—তব সব কই দোরস্‌ হোংগা!"

ছুলিরাম তখন সেই কাঁকুতি ও রোদনমিশ্রিত স্বরে গম্ভীর-ভাবে উত্তর কোল্লে, "লালাজী!—ক্যানে বাপ আমাগর এমুনি ফৈজদ্‌ কোরো!—মুই কেডাগোর চুরি ডাকাতি কোর্য়েছি!—তা———"

পাঠক মহাশয়! স্মরণ করুন!—যে লোক্‌টী মেরুয়াবাদী স্বরে তিরস্কার কোচ্চে, তার নাম লালাজী।

লালাজী আবার পূর্ব্বমত স্বরে রেগে বোল্লে, "তুম্‌হি কুছু জানেনা!—চোরি!—ডাকাইতি!—দাগাবাজ্‌ সে বুরা কাম!—বাহান্‌চোৎ! বুড্‌ঢা ঠগ্‌!—শালা খুখুণ্ডি!—আবি ভালা বাৎসে বোল্‌, বহু ঠাকুরাইণ কাঁহা?—নেহি তো পিছে তোহার বোড্‌ডো মুস্কিল হোবেক্‌!—শালে নিমক্‌হারাম!—ব্যেমান!"

দুলিরাম সচকিত ভাবে থতমত খেয়ে বোল্লে, "অ্যাঁ!—অ্যাঁ!—কি কও!—বহু ঠাকু—র—ণ, তা-তা—আমুই—মুই—কি—কি—জানি!—বাপ্ !—মুই—গ—গ—গরিব,—বা—বা—বামুন,—তা—তা—তুমি—কি—কও!—আমুই—কিছু—জানিন্যে!—দো—দোহাই—আরদালী বাপ্!"

আরদালী পূর্ব্বমত কর্কশ স্বরে বোল্লে, "ফ্যের জাঁহাবাজী!—ব্যেইমানী!—জুয়াচ্চোরি বাৎ! তোম্ কুছ্‌হু নেহি জানোহো?—ভালা,—জানো কি নেহি, পিছে মালুম দ্যেউঙ্গা!—আঙ্গলি সে ঘিউ কুর্ত্তা তুম্‌মে লাগানে কধ্যি সিধা হোতা নেই!—সোহি বিনা দোরস্‌মে কধি সিধা হোংগা নেহি!"—এই সব কথা হোচ্চে, আর পাড়ন কোচ্চে, তাড়না কোচ্চে,—কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ দুখানি ডিঙ্গি ও শরকি-পান্‌সি একসঙ্গে স্রোত মুখে চোলেছে।

অষ্টাদশ কাণ্ড।

গুপ্ত পরিচয়।—সন্দেহের ফল!—পরোয়ানা পত্র।

——"সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে,
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি!"

আমি নিস্তব্ধ!—বিস্ময়ে, আশ্চর্য্যে, কৌতূহলে, সন্দেহে ও ভয়ে আমি নিস্তব্ধ! সিদ্ধজটা নিদ্রাগত। বন্দীর অধোবদন,—এবং আরদালীর রোষ-কষায়িত-নয়ন যুক্ত কর্কশ বাক্য! এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড দেখেই তো

অবাক!—একি!—এরা কারা!—বন্দী কে?—কার কথা!—ঘরাও কথা!—ছুলিরাম নাম।—কে ছুলিরাম!—জানিনা!—সন্দেহ বৃদ্ধি!—সবে এই সমস্ত শুন্‌ছি, এমন সময় একটী কণ্ঠস্বর আমার বক্ষস্থলে অকস্মাৎ প্রতিধ্বনিত ও তাঁর প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে অধিবেশন হওয়াতে আন্তরিক অনেক সাহসের উদ্ভাব হলো!—কে এ লোক! চেনা,—অথচ বিশেষ পরিচিত লোক! পাঠক! অপর কেউ নয়!—যাঁর প্রণয়রূপ আশা-লতা পাশে চিরবদ্ধ এই হতভাগিনী কুরঙ্গিনী!—তিনিই ইনি!—তা উনি এখানে কেন?—কি জন্য এত কাণ্ড!—তা উনিই জানেন!—কিঞ্চিৎ পরে আপনারাও জান্‌বেন!

তখন সেই ভয়াকুল অন্তঃকরণের ভগ্নাশায় আশ্বস্ত হোয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মহাশয়? আপনকার এ কিসের গোঁলযোগ!—আর এ রাত্রেই বা কোথায় যাবেন? আর ও বন্দিটী কে?—কি কারণেই বা বন্দীদশাগ্রস্ত!—একে রাত্রিকাল! ভয়ানক অভিভূত! আর আপনাকে দেখে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, যে ভবাদৃশ ব্যক্তি একজন ভদ্রবংশজাত ও মহৎকুলোদ্ভব, এর আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনকার নাম——"

আমার কথার শেষ না হোতেই বাবুটী বোল্লেন, "আজ্ঞা হয়, আপনি আমার পান্‌সিতে এসে পদার্পণ কোল্লে, পরম বাধিত হই! কারণ এ সমস্ত গুপ্ত বিষয় সকলের সমক্ষে বলিবার নয়!"

বাবুর এবম্প্রকার গুপ্ত-রসাচ্ছাদিত কৌতুকবাক্য শ্রবণ কোরে, তখন আমার সেই বন্দীদশাগ্রস্ত লোক্‌টীকে দেখ্‌বার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মালো। তখন আমরা উভয়েই তার পান্‌সিতে আরোহণ কোল্লেম। কিন্তু সেই নাঁক্‌কাটা মাঝির পো-র খালি পান্‌সি খানি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌তে লাগ্‌লো।

নৌকায় উঠে মাত্রই একটী ভয়ানক মূর্ত্তি নজরে পোড়্লো! শরীর রোমাঞ্চ হলো,— হাত পা কেঁপে উঠ্লো,—অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্লো ;—গৃহদগ্ধ গাভী যেমন পিঙ্গলবর্ণ অংশুমালা পরিদৃষ্টে পূর্ব্ব গৃহদাহ বিপদসঙ্কুল স্মরণ পুরঃসর ব্যাকুলিতা হয়, তদ্রূপ আমিও তার সেই পূর্ব্বাপর আকার সাদৃশ্যে ও ভয়াবহ বিজাতীয় মূর্ত্তি দর্শনে মানসিক সাতিশয় ক্ষুব্ধ হোলেম! পাঠক! কে এ লোক্!—এ সেই আপনকার পূর্ব্বপরিচিত ছদ্মবেশী। যা হোতে আমি গৃহ সংসার সমস্ত পরিবর্জ্জিত হোয়ে, শ্মশানে মশানে পরিভ্রমণ কোরে বেড়াচ্ছি,—এ সেই লোক!—যার বাগ্‌বাজারে হোটেল ব্যবসায় উপজীবিকা ছিল, এ সেই লোক!—যে ব্যক্তি দ্বারায় আমি বাসর গৃহ হোতে অপহৃত হই, এ সেই লোক!—ইহারই নাম ডুলিরাম।—এক্ষণে বন্দীদশাগ্রস্ত! এ সেই দুষ্ট-প্রতারক,—পাষণ্ড,—দুশ্চরিত্র পঞ্চানন্দ। যার দরজায় ল্যেংগা তলবার পাহারা!—এক্ষণে সে বন্ধনদশাগ্রস্ত!—হাত পা শৃঙ্খলাবদ্ধ!—মৌনভাবে বোসে আছে,—চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে! অধর্ম্মিষ্ঠ পূর্ব্ব স্মৃতি-জনক দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কোচ্চে!—আর এক একবার আমার মুখপানে তাকাচ্চে,—বোধ হয় চিন্‌তে পেরেচে।—যার দ্বারে ল্যেংগা সেপাই পাহারা, সে আজ বন্দী!—তার অপমানের শেষ!!—তাই ঈশ্বর সেনের পো বোল্‌ছে, "বড় হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে কাঁকুড় খেয়েছিলে, এখন অপানোৎসর্গ্যে বিচি বেরুবে,—বাবা!"

এইরূপে নানাকারণে চিন্তা তরঙ্গ আমায় সন্দিগ্ধ মনকে সাতিশয় আন্দোলিত কোরে তুল্লে!—কত প্রকারই ভাব্‌চি,—এমন সময় সেই মেরুয়াবাদী পূর্ব্বমত গম্ভীর কর্ক্কশ স্বরে বোল্লে, "আবি তোম্ কাঁহা যানে মাংতা?" পঞ্চানন্দ বোল্লে, "বাবা! এখন তোমাগর হাতে পোড়্ছি, যেখান্‌কে আমাগর লয়ে যাবা, সেইহানেই যাওন্!"

বাবু বোল্লেন "যেখানে নিয়ে যাবে,—সেই খানেই যাবো! ক্যান? তুই কি জানিস্‌না, তোর সঙ্গীলোক কোথায় থাকে?—যে স্ত্রীলোক্‌টা বাসরঘর থেকে চুরি কোরে নিয়ে গেছিস্‌, তাকে কোথায় রেখেছিস্‌?—এখন ব্যাটা যেন কতই ভাল মানুষটী!—কিছুই জানেনা! ন্যাকা!—চোর! মাম্‌লাবাজ!—পাজী!—নচ্ছার!—চাঁড়াল মৌরীপোড়া!"

বাবু এবম্প্রকার রাগোৎফুল্ল-নেত্রে পঞ্চানন্দকে নানা প্রকার তিরস্কার ও ভৎ‍র্সনা পূর্ব্বক আমার দিকে দৃষ্টিপাৎ কোরে বোল্লেন, "মহাশয়? আপনারা কোথায় যাবেন?—আপনাদের নিবাস?"

"নিবাসের প্রস্তাব বা পরিচয় জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন না! নিবাস পান্থ-নিবাসে,—গমন নবদ্বীপ। তা বিশেষ আপনাকে আর সে পরিচয় কি বোল্‌বো, কিন্তু আপনকার কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হোলেম। এক্ষণে অনুমতি হয় তো বিদায় হই। আর আপনাকে এই পত্রখানি দিলেম, দেখুন দেখি! এতে কার শিরনামা লিপি আছে। ফলতঃ এখানি পরে খুলে দেখ্‌বেন, কতক উপকারও দর্শাতে পার্‌বে!—দেখ্‌বেন, অতি সাবধান! যেন পুনশ্চ এখানি আর খোয়া না যায়! এই বোলে সেই পত্র, যে খানি সুঁড়িপথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম, তাঁকে দিলেম! তিনিও যথেষ্ট সমাদর ও যত্নাগ্রহ সহকারে গ্রহণ কোল্লেন। অবশেষে পরোয়ানা পত্রখানি পাঠ কোরে বোল্লেন, "মহাশয়! যথেষ্ট উপকৃত ও চিরবাধিত হোলেম! এইখানি কোনো কর্ম্মবশতঃ খোয়া যাওয়াতে যে আমার কত হানি, আশয়ে নৈরাশ, চিরার্জ্জিত অমূল্য-সতী-সত্ত্ব-ন্যস্ত ধনে বঞ্চিত,—পাপাত্মা দস্যুদলের ও দুরাত্মা লম্পটদের উচিতমত প্রতিনির্যাতনে বৈমুখ পারতন্ত্রি হোতে হোয়েছে! কৃতিসাধ্যে জলাঞ্জলি দিতে হোয়েছে! তা আর আপনাকে অধিক কি জানাবো! এক্ষণে আপনকার অনুগ্রহে আজ সে আশা পুনঃ প্রবল হলো! আর শ্রীযুক্ত বাবু প,—

যে কে,—কার নাম,—তার কিছুমাত্র কৃত-নিশ্চয় হোতে পারি নাই।—কিন্তু আপনা হোতে আজ সে আশায় কতক সফল ও পরম সাহায্যকৃত হোলেম। এক্ষণে আপনকার নামটী আর ওখানি কোথায় পেলেন, জান্‌তে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে! কৃপাগুণে অনুকম্পা পুরঃসর পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আমার সন্দেহ তিমির দূর করুন।

আমি কি বোল্‌বো,—কোনো উপায় না পেয়ে নিরুত্তর গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম।—জিজ্ঞাস্য 'নাম কি?' কি বোল্‌বো?—অপর পরোয়ানা পত্র কোথায় পেলেম!—তাই-বা কি রূপে পরিচয় দিই!—মিথ্যা বা চাতুরী কোরে বোল্লে, তাতেই বা লাভ কি?—এই প্রকার কত রকম ভাব্‌চি,—এমন সময় মাঝিরা "এই নবদ্বীপের ঘাট! নবদ্বীপের ঘাট! বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। তখন চেয়ে দেখি যথার্থই সেই নবদ্বীপের পাকা সাঁন বাঁদানো ঘাট। ঘাটে উঠেই দেখি যে, আমার সেই বৃদ্ধা দাসী আদুরী সম্মুখে! কিন্তু কোথায় বা সে পান্‌সি—আর কোথায় বা সে নাক্‌কাটা মাঝির পো!

উনবিংশতি কাণ্ড।

নবদ্বীপ।—আশ্চর্য্য ব্যাপার!—নানা কথা।

আদুরী কাঁদ্‌চে,—মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদ্‌চে,—আশ্চর্য্য হোলেম! কেন কাঁদ্‌চে,—বুঝ্‌তে না পেরে ত্রস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেও আদর! তা তুমি এখানে ———"

আদুরী আমায় চিন্তে পেরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে, কেও?—বৌমা! বৌমা! আমার আর কেউ নেই বৌমা! তোমারি ই জন্যে আমার এই

হাল্!—পঞ্চানন্দ আমার এই দুর্দ্দশা কোরেছে!—আমি কোথা যাবো!—বিদেশে কে আমাকে আশ্রয় দেবে! আমি কার কাছে দাঁড়াবো!" এই সব কথা বোলে, আহুরী ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো!

কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না।—ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কেন?—তুমি অমন্ কোচ্চো কেন?—পঞ্চানন্দ গেলো কোথায়? সে কি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েচে?"

আহুরী সেই স্বরে বোল্লে, "আর পঞ্চানন্দ!—বেটা পাষণ্ড! সেই তোমারও যে আসা,—আর আমারও এই নাজেহাল পেষ্‌মান! দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নেই!—এই খানে ফেলে রেখে চোলে গেছে!"

আমার সন্দেহ হলো!—জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "তা এখানে তুমি আছ কোথা?" "তা আমি জানিনা,—এখানে কারেও চিনিনা,—আহুরী বোল্লে, সে একটী বাবু। এইখানে বাড়ী ভাড়া কোরে আছে,—নাম ইন্দিরাম ঠাকুর। সেইখানে আমি আছি,—চলো, সেইখানেই চলো, অনেক কথা আছে,—এখানে বোল্‌তে পারবোনা।—আমার গা কাঁপ্‌চে!

তখন আহুরী আমাদের দুজনকে সঙ্গে কোরে একটা বাড়ীতে ঢুক্‌লো। একটী নির্জ্জন ঘরে তারে ডেকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ব্যাপার কি বলো দেখি? পঞ্চানন্দ কি জন্য পলাতক হোয়েছে?—"

আহুরী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বোল্লে, "ওয়ারিণের ভয়ে পালিয়েছে!" আমার শরীর রোমাঞ্চ হলো!—"অ্যাঁ—অ্যাঁ—কবে?—কবে?—কদ্দিন পালিয়েছে?—কিসের ওয়ারিণ?"

"পালিয়েছে!—ওয়ারিণ!—বাসর ঘরে মেয়ে চুরির ওয়ারিণ! তুমিও সেই তোমার ভায়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলে,—তারির খানিকপরে পঞ্চানন্দ হাঁপাতে হাঁপাতে এলো, সঙ্গে সেই মোছল্‌মান ঠক্‌চাচা! তাড়াতাড়ি

এসেই আমাকে বোল্লে, 'আহুরি ! তোর বৌমা কোথায় ?'—আমি বোল্লেম, "তিনি বাপের বাড়ী গেছেন, তাঁর মায়ের বড় ব্যিরামো, তাই দেখা কোত্তে তাঁর ভায়ের সঙ্গে গেছেন।—এই মাত্র তাঁর ভাই এসেছিল নিতে, বোল্লে, 'মার বড় ব্যিরামো ! বাঁচে কি না।' তাতেই তিনি তোমায় না বোলে কোয়ে গেছে।" আমার কথায় পঞ্চানন্দ চোম্‌কে উঠেই বোল্লে, 'অ্যাঁ !—অ্যাঁ !—ভাই এয়েছিল ?—ভাই এয়েছিল ?—তা—তা—জান্‌তে, জান্‌তে পাল্লে—' বোলেই তাড়াতাড়ি ঠক্‌চাচার সঙ্গে বিড়্ বিড়্ কোরে কি বলাবলি কোরে বোল্লে,—"ঠক্‌চাচা ?—চলো আমরাও তবে যাই !—এই বোলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে একখানা নৌকো ভাড়া কোরে এইখানে আমাকে ফেলে রেখে তারা দুজনেই পালিয়েছে !—তা আমি আজ দিন ৪।৫ হলো এইখানেই আছি, কে কোথায় গেলো,—যাই কোথা ! ভেবে চিন্তে কিছুই কুলকিনারা না পেয়ে এইখানেই আছি। ইন্দিরাম ঠাকুর বড্ডো ভদ্দর নোক। আমি বুড়ো মানুষ ! আমাকে——" এই সব কথা বোলে আহুরী আবার ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো !

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বোল্লেম, "চিন্তা কি ! আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তাই-ই ঘটেছে ! কারুর দোষ নয়,—আহুরি ! কারুর দোষ নয় ! আমার কপালের দোষ ! তার আর ভাবনা কি ? কাঁদ কেন ! যা হবার তাই হোয়েছে, চুপ্ কর !"

দাসী আমার সান্ত্বনাবাক্যে চক্ষের জল মুছে স্থির হোয়ে বোল্‌লো। পরে সেই রকমে নির্জ্জনে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ভাল, তার পর তুমি এখানে এলে কেমন কোরে,—কার সঙ্গে ?"

"একজন আরদালীর মতন,—প্রথম তারে দেখে চিন্তে পারি নাই। তার পর, কথা বাত্রায় জান্‌লেম্, সে আমাদের সেই মেরয়াবাদী চাকর,

লালাজী! পঞ্চানন্দ যে ময়রার দোকানে আমাকে বসালে,—দেখ্‌লেম, তারা কাণে কাণে চুপি চুপি তিন জনে কি বলাবলি কোল্লে,—কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না! অবশেষ যাবার সময় সেই ময়রাকে বোল্লে, "রাঘব জী? দেখো যেন ভুলে থেকো না! এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো! কখন হাত ছাড়া কোরো না! আমরা অতি শীঘ্রই ফির্‌বো! এই বোলেই আমাকে বোল্লে, "আহুরি! তুই এইখানে বোস্! আমরা আস্‌চি!—তা সেই যে যাওয়া, একেবারেই যাওয়া;—এখনও আস্‌চে,—তখনও আস্‌চে! তার পর অনেক বিলম্ব হোতে লাগ্‌লো,—ক্রমে রাত্তির হ্‌লো,—কি করি!—বুড়ো মানুষ, রাত্রে এ বিদেশ বিভূঁয়ে কোথায় যাবো!—এই সব ভাব্‌চি, এমন সময় দুইজন লোক সেই দোকানে দৌড়ে এসেই বোল্লে, "এখানে রঘু-ময়রা কার নাম?" ময়রা বোল্লে, 'ক্যানে,—তারে কি দর্‌কার!' একজন আরদালীর মতন বোল্লে "দরকার্ আসে? কেঁও তোমার নাম রাঘব?" বোলেই তার হাত ধোল্লে, ধোর্ত্তেই ময়রা হাত ছাড়াবার জন্যে অনেক ধস্তাধস্তি কোল্লে, কিন্তু কোনো মতেই ছাড়াতে পাল্লে না। অবশেষ আর দু তিনজন তাদের নৌকো থেকে দৌড়ে এসে ময়রাকে হাতে পায়ে পীচ্‌মোড়া কোরে বেঁধে ফেলে পাত্তালীকোলা কোরে তাদের নৌকোয় নিয়ে গেলো। আমি এই কাণ্ড দেখেই তো অবাক্! এ কি, কে এরা!—কেন ধোল্লে!—ময়রার কি দোষ!—বাঁধ্‌লেই বা কেন!—কিছুই বুঝ্‌তে পান্নু না। কিন্তু সেই আরদালীকে দেখে চিন্তে পান্নু, সে আমাদের সেই মেরুয়াবাদী চাকর,— লালাজী!—পাঠক স্মরণ করুণ! পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে, যে মেরুয়াবাদী চাকর পঞ্চানন্দের ঘরে চাকরী কোর্ত্তো এ সেই চাকর, নাম লালাজী। যা হোক্, এক্ষণে নামের পরিচয় পেলেন, কেবল ধামের পরিচয় শুনতে বাকী রৈল!

লালাজী হঠাৎ আমাকে চিন্তে পেরে, জিজ্ঞেস কোল্লে, "কৌন্, আহুরি ? আরে ! তু হিঁয়া কাহে ?"—আমি বোল্নু, 'কে গা—লালাজী ? আর বাবা ! পঞ্চানন্দ আমার এই দুর্গতি কোরে গেছে ! বোলে আগাগোড়া আমার বেবাক্ তাকে ভেঙ্গে চুরে এক একটা কোরে বোল্নু, সে আমার দুঃখের কথা শুনে আমায় সঙ্গে কোরে এই বাড়ীতে গিন্নীমার কাছে বোলে কোয়ে রেখে গেছে। গিন্নী ঠাকুরুণও আমায় যথেষ্ট স্নেহ যত্ন করেন ! শুন্লেম, ইন্দিরাম ঠাকুর এই বাড়ীর কর্ত্তা। পূর্ব্বে খানাকুল কেষ্ণনগরে ছিলেন, ডাকাতের দৌরাত্ম্যিতে সেখান থেকে এখানে পালিয়ে এসেছেন। পরিবারের মধ্যে কেবল সঙ্গে একটী ছেলে। কপাল গুণে বৌটী নাই !—শুনুনু নাকি বো রাত্রে বাসর ঘর থেকে কে চুরি কোরে নিয়ে গেছে ! তাইতে কর্ত্তাবাবু তাদের নামে গ্রেফ্তারি পরোয়ানা বার কোরে ধোর্ত্তে গেছেন। ছেলে বাবুকে দেখি নাই, জানি না !—কিন্তু যে দুজন সেই ময়রাকে হঠাৎ এসেই বাঁধ্লে, তার মধ্যে একটী বাবু———"বোলেই আহুরীর চোখ আবার ছল্ ছলিয়ে এলো !

"কি ? - কি ?—তার মধ্যে একটী বাবু কি ?—বলনা, তার আর কান্না কেন ?"

আহুরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বোল্লে, "না !—এমন কিছু নয় !—বলি কি বলি—সেই বাবুটী যেন ঠিক্ কোন্‌কেন্তার প্রাণধন বাবুর মতন গড়ন, কোনো তফাৎ নেই !—অপরূপ সেই চেহারা, সেই নাক, সেই চোখ, সেই শরীর, সেই সাষ্টাঙ্গ ! তা—সে সব দুঃখের কথায় আর কাজ নেই, যা হবার তাই হয়েছে ! এখন কাপড় চোপড় ছাড়ো, জল টল খাও, তোমার এ বেশ কেন ?—এটী কে ?"

"আমার এ বেশ,—আহুরী আমার এ বেশ ! কেবল দুষ্ট লোকের কুচক্রে আবৃত ! ভয় ও অন্তঃকরণের ভগ্নবিশ্বাস রূপ উদ্বন্ধন-ছিন্নরজ্জু সংগোপন

মানসে! সতীত্ব রত্ন পাপীষ্ঠদিগের অপহরণ আশঙ্কা হোতে নিষ্কৃতি অভিপ্রায়ে কৃতসংকল্প রূপ বীরপুরুষ বেশে আচ্ছাদিত! আহ্লুরী, সে অনেক কথা!—অনেক কুচক্র!—দুষ্ট নরহন্তাদের ষড়চক্রে আমার এ বেশ!—এই বেশে দুরাত্মা কৃষ্ণগণেশের ঘরে আগুন"——

আহ্লুরী ত্রস্তভাবে আমার কথায় বাধা দিয়ে বোল্লে, অ্যাঁ!—অ্যাঁ! নরহন্তা!—কৃষ্ণগণেশ!—ঘরে আগুন!—সেকি বৌমা, কৃষ্ণগণেশ কে? নরহন্তা!———"

"চুপ কর—চুপ কর! চেঁচিওনা! গোল কোরোনা! সে অনেক কথা! কেউ জানেনা, কেবল আমি জানি!—সেই পাষণ্ডেরা, সেই কুচক্রী নরহন্তা নরাধমেরা জানে! সে এখনকার কথা নয়, কে শুনবে,—কে জানবে! কুচক্রীদের কুচক্র!—বোল্‌বো, এখন না!—সময় আছে,—শুনতে পাবে! আগাগোড়া বোল্‌বো, সময় আছে।"

আহ্লুরী চুপ কোরে রৈল, তখন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম না। আহারাদির পর শয্যা প্রস্তুত হলো, (শীতকাল) তিনজনেই কাঁথামুড়ি দিয়ে শয়ন কোল্লেম, কিন্তু নানা রকম কথা বার্ত্তায় সে রাত্রি আর নিদ্রা হলোনা। কেবল পূর্ব্ব কাহিনী, পূর্ব্ব সূত্র, ছলনা, অত্যাচার, নিগুড় কৌশল, পরিত্রাণ! মহাশঙ্কট! দুর্য্যোগ! (বিনোদ)—কৃষ্ণগণেশ! রাঘব! জটাধারী! সিদ্ধজটা! কাঁড়াদাস! নাককাটা সেকের পো! বিড়ম্বনা! খুন! গুপ্ত রহস্য! কিম্ভূত ময়রা! হাজৎ আসামী! গুপ্তপত্র! দুলিরাম! এই সমস্ত পূর্ব্বাপর কথা বার্ত্তায় সে রাত্রি অতিবাহিত হলো।

পরদিন প্রাতেঃ আমরা উভয়ে সেই বাড়ীর গিন্নী ঠাক্‌রুণের নিকট বিদায় যাচিঞা করাতে তিনি যথাসাধ্য স্নেহ ও যত্ন সহকারে বোল্লেন, "যাবে কেন, এই খানেই থাকো! তুমি আমার পেটের ছেলের মতন, এই

খানেই থাকো। বাবা! আমি হতভাগিনী!—আমার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ! তা নৈলে, তোমার মতন এক উপযুক্ত ছেলে”——বোল্‌তে বোল্‌তে গিন্নীর চোখ্ ছলছলিয়ে এলো! পরে তাঁর বারম্বার অনুরোধে আমার নিতান্ত অস্বীকার পাওয়াতে তিনি আর অধিক আগ্রহ বা আপত্তি কোল্লেন না, কেবল বোল্লেন, “বাবা! এক্ষণে আমার অসময়, বিপদ! –কি কোর্‌বো, আমার কেউ নেই!—নাচার!—তা থাক্‌লে ভালো হতো!” এই বোলেই তিনি নীরব হোলেন। তখন আহুরী আমাদের নিতান্ত যাওয়া দেখে ভেউ ভেউ কোরে হাপুশ নয়নে কাঁদ্দে লাগ্‌লো! পরে অনেক সান্ত্বনা বাক্যে দাসীকে বুঝিয়ে সেখান থেকে সেই দিনেই প্রস্থান কোল্লেম।

বিংশতি কাণ্ড।

কাল্‌না। এখানে কেন নবীন তপস্বিনী!

——————“কে বসিয়ে ঐ
বকুল-বিটপী মূলে, তেজপুঞ্জ জটাধারী—
বিভূতি ভূষিত! তাপস বদনে কেন,
মালিন্য এমতি?”

মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। চোল্‌তে চোল্‌তে প্রায় দিবা দুই প্রহর অতীত। ধরণী তপন তাপে পরিতপ্ত। দিবাকর মধ্যব্যোম পরিত্যাগ কোরে ঈষৎ পশ্চিমে বক্রগামী। (শীতকাল।) তথাপি রবি-কিরণ নির্জীব হোয়েও যেন সজীবের মত, মৃত পতিপুত্রশোকা নারীর ন্যায় অস্ফুট রব কোচ্চে! সেই রব স্পষ্ট শুনা যায় না। গভীর নিশীথে ঝিঁঝিঁ পোকার স্বর যেমন

অস্পষ্ট,—কেবল অস্ফুট্ গুঞ্জন মাত্র। নিদাঘ মধ্যাহ্ন-দিবাকর সেই প্রকার ঝিল্লীস্বরের ন্যায় প্রতিধ্বনি কোচ্চেন। গগনবিহারী বিহঙ্গমেরা নিস্তব্ধ! কেবল চাতকেরা ঊর্দ্ধ-মুখে বারি প্রার্থনা কোচ্চে, কিন্তু কে দেবে? আকাশে মেঘ নাই। বোধ হয় যেন শচীপতি দেবরাজ সহস্র-লোচন নিদারুণ নিদাঘ-ভয়ে জলদ-মালা সহচর কোরে সুর-প্রমোদ পারিজাতীয় নন্দন-উদ্যানে পুলোমা-নন্দিনীর সঙ্গে গুপ্ত বাস আশ্রয় কোরেচেন। সেই লজ্জায় বায়ুদেবও নিস্তব্ধ ও উত্তাপিত।

এই সময় আমরা এক বৃহৎ অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উভয়েই উপস্থিত। সেখানে দুজন লোক মৌনভাবে বোসে, কে তারা?--কেন সেখানে! কে জানে!—কিন্তু তাদের উভয়েই বিষণ্ণ বদন! আমাদের উত্তর দেয় এমন একটীও লোক নাই।

যে দুজন লোক মৌনভাবে বিষণ্ণ বদনে বোসে আছে, আন্দাজে বোধ হলো, তারা উভয়েই বিদেশী।—আকার প্রকারে উভয়কে অক্লেশেই চেনা যায়, কি ভাবের লোক। কিন্তু পাঠক মহাশয়কে তাদের পরিচয় এখন বোল্‌ছিনা। কে তারা,—এখন জান্‌বারও কোন আবশ্যক নাই।

ক্রমে বেলা অবসান। অরুণদেব প্রায় অস্তাচলগামী। রৌদ্র ঝিক্ মিক্ কোচ্চে, কেবল বড় বড় গাছের মাথায় অল্প অল্প স্বর্ণ বর্ণ কিরণ আছে। তখনও আমরা উভয়ে সেই প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগস্থ একটী পুষ্করিণী সমীপে (অশ্বত্থ ও পাকুড় উভয় বৃক্ষ যমজ) তাহারই মূলে উপবিষ্টাপরস্পর নানা চিন্তা ও কথোপকথনে বোসে আছি, বদন বিষণ্ণ, রৌদ্রের উত্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, নিরাশ্রয়, যাই কোথায়!—এই রূপ চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন! এমন সময় সম্মুখে একটী রমণী নিকটস্থ সরোবরে বৈকালিক জল নিতে আস্‌ছে। বামকক্ষে কুম্ভ, থেকে থেকে দক্ষিণ হস্ত অনবরত দুল্‌চে, নারী-স্বভাব

সুলভ নারী-অঙ্গ থেকে থেকে অল্প অল্প হেল্‌ছে, মস্তক অনাবৃত, অর্দ্ধাবৃত বক্ষ, ঈষৎ চঞ্চল দৃষ্টি, চঞ্চল অথচ যেন একটু স্থির! অধরে সুমধুর মৃদু হাস্য, রমণী অধরে মৃদু অথচ সুমধুব হাস্য! অপূর্ব্ব মাধুরী! নিবিড় অন্ধকার নিশীথ সময়ে ঘনগর্জ্জনের মধ্যে ক্ষণপ্রভার প্রভা দর্শন কোল্লে পথভ্রান্ত পথিকের মন যেমন কতক আশ্বস্ত হয়, সেই লাবণ্যবতী কামিনীকে দেখে আমাদেরও উভয় অন্তঃকরণে অনেক আশ্বাস জন্মালো, কিঞ্চিৎ আনন্দও হলো! আনন্দ হলো বটে,—কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না!—নীরব, নিস্পন্দ, চক্ষু দুটী অচঞ্চল, স্বভাব দর্শনে অচঞ্চল, কেন অচঞ্চল?—চক্ষু জানে, মন জানে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কামিনিটী নিকটে এলো, বয়সের স্ব-ধর্ম্ম নয়নের ভাবে প্রকাশ পায়, নয়নের চঞ্চলতা নিদ্রিত স্বভাবকে উত্থিত করে, বৃক্ষমূলে এই তিন ভাব একত্র।

পাঠক! যে কামিনীটী জলকুম্ভ কক্ষে আমাদের জন্য অপেক্ষা কোচ্চে, সেটী কে?—আপনাদের সে পরিচয়েও এখন আবশ্যক নাই। ক্রমেই প্রকাশ পাবে।

কামিনীটী কিঞ্চিৎ মধুর-ভাষিণী! প্রথম আমাদের দিকে লক্ষ্য কোরে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমরা কে?" এক মাত্র প্রশ্ন।—নিরুত্তর! পুনর্ব্বার সেই স্বরে প্রশ্ন হলো, "তোমরা কে?" উত্তর নাই। তৃতীয় প্রশ্ন, "তোমরা কে, বাসা কোথায়? ভাবে বোধ হোচ্চে বিদেশী, তা এখানে কি অভিপ্রায়ে"———

"বিদেশী, বাসা নাই।"

কামিনীর মুখ একবার বিষণ্ণ, একবার প্রফুল্ল হলো! মুহূর্ত্ত নীরব,—প্রশ্ন নাই—উত্তর নাই,—মুহূর্ত্ত নীরব! "পরম সৌভাগ্য! আমি সধবা। আমার পিতা বনবাসী,—স্বামী সঙ্গেও নাই!—আমি একা! ঐ আমার বাড়ী।

ঐ বাড়ীতে আমি থাকি, এক্ষণে আপনাদের যদি অন্য কোনো বাধা না থাকে, তবে ঐ আশ্রমে গেলে অধিনী চির-চরিতার্থ হয় !”

তখন তার বাক্যে আমার সম্মতি হলো। সানন্দে সম্মত ! বৎস-হারা সুরভী যেমন বৎসের উদ্দেশে বা হাম্বারবে যে প্রকার আহ্লাদিত হয়, রবিতপ্ত প্রান্তর-বাহী পান্থ বটবৃক্ষমূলে সহসা আশ্রয় পেলে যেমন পরিতৃপ্ত হয়, আমরাও ততোধিক সেই অ-পরিচিতা কামিনীর স্নেহগর্ভ আতিথ্য বাক্যে পরিতৃপ্ত হোয়ে, সহর্ষে সম্মত হোলেম !

পূর্ণ জলকুম্ভ কক্ষে কামিনী অগ্রবর্ত্তিনী হোতে লাগ্‌লো। আমরা তার পশ্চাৎগামী হোলেম। কামিনী সেই বহির্দ্বারবাসী (যে দুজন মৌনভাবে বোসে আছে) তাদের নয়ন ভঙ্গিতে কি যেন ঈঙ্গিত কোরে,—সেই অট্টালিকার এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কোল্লে ! আমরাও উভয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ কোল্লেম। পাঠক মহাশয় ! এক্ষণে নির্জ্জনে এসেছি,—এখানে আপনি উক্ত কামিনীর অবয়বের আভাষ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হোতে পারেন।

কামিনীটি নবীনা। গড়ন বড় বেঁটে নয়, স্বাভাবিক উজ্জ্বল গৌড়বর্ণ। চিকুর কলাপে পৃষ্ঠদেশ আবরণ কোরে কটী পর্য্যন্ত ঝুলেচে। চক্ষু দুটী হরিণাক্ষী ও সতেজ,—সদাই চঞ্চল ! নাসিকা ধারালো, মুখখানি ঢল ঢল কোচ্চে, সেই মুখে ঈষৎ ঈষৎ হাঁসি আছে,—প্রকৃতি চঞ্চল ! বয়সের স্বধর্ম্মে হলেও হতে পারে। বয়ঃক্রম ষোড়শের সীমা উল্লঙ্ঘন কোরেছে, কি করে, স্বভাবতই কিঞ্চিৎ ব্যাপিকা !—কথা গুলি অত্যন্ত মিষ্টি !—গর্ব্বের লক্ষণ স্পষ্ট অনুভূত ! অঙ্গে অলঙ্কার নাই —কেবল মস্তকে সিন্দূর বিন্দু মাত্র অনুভব ! পূর্ব্বে আপনিই বোলেছে সধবা।

সূর্য্য অস্ত।—ঠিক গোধূলি সময় আমরা সেই প্রাঙ্গণস্থ বাটীর এক দরজার সাম্‌নে গিয়ে তিনজনে থাম্‌লেম। দরজায় চাবি বন্ধ ছিল। কামিনী তাড়াতাড়ি

এসেই খুলে ফেল্লে। দেখ্‌লেম, ঘরটী অতি রমণীয়, তারির সম্মুখে উদ্যান। চারিদিকে পুষ্পবন, মাঝে মাঝে এক একটী প্রাচীন বৃক্ষ, সন্ধ্যা-সমীরণে সেই সকল বৃক্ষের অগ্রভাগ কম্পিত হোয়ে প্রকৃতিকে বীজন কোচ্চে। শাখায় শাখায় বিহঙ্গমেরা কলরব কোচ্চে। বেষ্টিত কুসুম-কাননের প্রস্ফুটিত পুষ্প-পরিমল চতুর্দ্দিক আমোদিত কোচ্চে। তারির মধ্যে একতলা বাড়ী। প্রাঙ্গণের চারি কোনে চারিটী নারিকেল বৃক্ষ। সেই সকল বৃক্ষে, মধ্যে মধ্যে বড় আড়ার নিশাচর পাখীদের দেখা যাচ্চেনা,—কেবল পালকের হুস্ হুস্ শব্দ শোনা যাচ্চে। কালো ছুঁচো, ইঁদুর, আর আরসুল্লারা যেখানে সেখানে নৈ-নৃত্য করে বেড়াচ্চে! কোথাও বা চুণ্‌কাম, কোথাও বা একচাপ বালী খসে পড়াতে, স্থানে স্থানে চটাই ও গুয়ে শালিকের বাসা। চাতালের সাম্‌নেই পাশা পাশি তিনখানি কুঠুরি। দু খানি শারি শারি দক্ষিণদ্বারী, ও একখানি বামভাগে ট্যার্চ্চা পূর্ব্বমুখো দরজা। তার আর একটী দরজা ঘরের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের পথ। বহুদিন বে-মেরামতে তিনটীই জীর্ণ। খাটালে খাটালে, বরগার বরগায়, কার্ণিসের কোণে কোণে ধূষর বর্ণ ঝুল, স্থানে স্থানে চিড়, নিস্ত্রাণ, মলিন, অপরিচ্ছন্ন, কপাট জানালার কতক কতক ফাটা ও কীটজীর্ণ! সেইখান দিয়ে ফোচ্‌কে নেংটী ইঁদুরগুলো এ দিক ও দিক ছুটোছুটী হুটোপাটী কোরে বেড়াচ্চে, তাতে কোরে অন্ধকারের কালমূর্ত্তি এঁদের পুরোবর্ত্তী হোয়ে বাড়ী খানিকে যেন ভয় দেখাতে আস্‌চে! পাঠক! সে ধরণের বাড়ী প্রায় আর কোথাও নাই! কেবল সেই জটাধারীর অন্ধকূপ ব্যতীত! সেখানে মনে অনেক ভয়ের উদ্রেক জন্মে, এখানে আর তা নয়!—নয়নের প্রীতি জন্মে!

গতিকে বোধ হলো, বাড়ীতে দাস দাসী নাই। ঐ স্ত্রীলোকটী স্বহস্তেই সমস্ত গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। তিনি অতি যত্ন ও ভক্তি-পরিচর্য্যা সহকারে

আমাদের সেবা শুশ্রূষা কোল্লেন। কথাবার্ত্তায় জান্‌লেম, যারা দুজন মৌনভাবে বহির্দ্বারে বোসে ছিল, তারা উভয়েই মহাজন। বাড়ী থানাকুল-কৃষ্ণনগর।—রোকরের মহাজন।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত। মহাজনের ঘরের পার্শ্বের ঘরে বিশ্রামশয্যা প্রস্তুত হলো। অপর পার্শ্বের সেই ট্যার্চ্চা এক কক্ষে গৃহাঙ্গণা নবীনা শয়ন কোল্লে।

একবিংশতি কাণ্ড।

লোক দুটী কে?—অপূর্ব্ব গুপ্ত বচসা!!!

সে যে হবেনা,—মনে ভেবোনা,
যাদু! এ অধর্ম্ম—ধর্ম্ম কভু সবেনা!!

আজ আমার কোনোমতেই নিদ্রা হোচ্চেনা, কেবল শুয়ে শুয়ে অনিদ্রায় নানাপ্রকার দুর্ভাবনার উল্লেখ হচ্চে! পথশ্রমে স্বভাবতঃ শয়ন মাত্রেই নিদ্রাকর্ষণ হয়, কিন্তু আমার মনের ভাব বিপরীত! নিদ্রা আস্‌ছেনা,—কেন আস্‌ছেনা!—কে তার প্রতিবন্ধক? মানসিক চিন্তা!—যার অন্তরে নিগূঢ় চিন্তা জাগ্‌ছে, সে সারা রাত্র জাগে,—তার নিদ্রা নাই! আর কে জাগে? রোগী! দারুণ ব্যাধি যন্ত্রণায় শয্যাতলে ছট্ ফট্ করে;—নিদ্রা নাই!—আর কে?—কৃপণ ধনী!—পাছে তস্করেরা তার আত্মা-বঞ্চিত সঞ্চিত ধন অপহরণ করে, এই আশঙ্কায় অর্দ্ধনিশায় সভয়ে জাগ্রত,—নিদ্রা নাই!

—আর কে জাগে! বিরহিণী! মানময়ী-বিরহিণী! দাবানলে যেমন বন দগ্ধ হয়, বাড়বানলে যেমন পয়োধি সংক্ষোভিত হয়, মনানলে তেমনি বিরহিণীর অন্তর ও হৃদয় অহরহ দগ্ধ হোচ্চে! সে ছাড়া আর কেউ সে দাহ অনুভব কোচ্চে না! অলক্ষিতে অভাগিনী একাকিনী জাগ্‌ছে, নিদ্রা নাই!—আর কে জাগ্‌ছে? স্বৈরিণী জাগ্‌ছে!—সে কেন? পাঠক! বুঝ্‌তেই পারেন!—এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নরহন্তা!—পরস্বহারক!—দস্যু! লম্পট!—গুলিখোর! তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বার্থ-সিদ্ধি মানসে জাগ্‌ছে!

পার্শ্বের ঘরে মহাজন জাগ্‌ছে।—সন্তাপির সন্তাপ-নয়নে নিদ্রা আস্‌ছে না!—কত প্রকার চিন্তা যে তার মন মধ্যে উদয় হচ্চে,—লীন হচ্চে, আবার উদয় হচ্চে,—আবার লীন হচ্চে,—তা কে গণনা কোর্ত্তে পারে? গৃহাঙ্গণা নবীনা কামিনীও জাগ্‌ছে, তারও নিদ্রা হোচ্চে না,—কেন হোচ্চে না,—সেই জানে!

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত। অল্প অল্প মেটে মেটে জ্যোৎস্না জানালার ফাঁক দিয়ে আস্‌ছে, (শীতকাল) জন মানবের বাক্য শ্রুতিগোচর হোচ্চেনা, থেকে থেকে পেচকের কর্কশ রব, চমকিত নিদ্রিত বিহঙ্গের পক্ষ-পুটের ঝটাপট্ শব্দ,—ঝিঁঝিস্বরে ঝিল্লী-ধ্বনি,—বৃক্ষাগ্রে মৃদু অনিলের মন-মুগ্ধকর সঞ্চালন শব্দ, প্রকৃতির সজাগতা জ্ঞাপন কোচ্চে! এ ছাড়া সকলেই নিস্তব্ধ! নীরব।—জগৎ মৌন!—আমিও সজাগ্রত।

এই গভীরা যামিনীতে আমার পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে যে স্থানে মহাজন শয়ন কোরে আছে, সেই ঘরের মধ্যে অস্ফুট্ গুঞ্জরবে একটা ফুস্‌ফুসুনি গুজ্-গুজুনি শব্দ উত্থিত হলো। কতক স্পষ্ট, কতক অস্পষ্ট! মনে সন্দেহ হলো, কে কথা কয়,—কার কথা!—লেপমুড়ি খুলে, কাণ পেতে রৈলেম! শুন্‌লেম, যে প্রকার তারা বচসা কোচ্চে, সে সব কথা অত্যন্ত নিগুড়! অত্যন্ত বিরল!

এবং মহোপকারী!—কিন্তু কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, সমস্ত জানা সুকঠিন! এই ভেবে পুনরায় স্থির ভাবে কাণ পেতে রৈলেম।

খানিকপরে একজন রেগে বোল্লে "কোর্‌বো আর কি!—যা মনে কোরেছি তাই-ই কোর্‌বো!—এবারকার এ পঞ্চাশলাক টাকা নগদ্ দেনা পাওনা! এটা আমার বুদ্ধির কৌশল!—বাহুবল নয়, যে তুমি ভয় কোর্‌ছো! অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমে, কোদাল পেড়ে, তবে এ ধন লাভ কোরেছি! এখন কি-না আমাকেই নৈরাশ কোর্ত্তে চাও? এই কি ধর্ম্ম?—ধর্ম্মের উচিত কর্ম্ম?—বিশ্বঘাতকী?—হারামী? পূর্ব্বে কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে, কত কৌশলে,কপাল গুণে অদৃষ্টের ভোগ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি!—আমার পর হস্তগত ধন, গচ্ছিত ধন, যক্ষের ধন, তাতেও বিশ্বঘাতকী!—প্রবঞ্চনা!—অপহরণ মানস!—বাট্‌পাড়ী!—এক তো অমূল্য-রত্ন মেয়ে মানুষ্‌টা হস্তগত কোল্লে, তাতে এক কথাও উচ্চ বাচ্য কোল্লেম্ না, এখন কি-না আমারই সর্ব্বনাশ! বাবু আমি গরিব!—ধনে প্রাণে গেছি!—তোর জন্যেই ধনে প্রাণে গেছি,এখন বলে 'তোর পরামর্শেই তো আমার এই সর্ব্বনাশটা হলো!' নির্ব্বোধ বুঝ্‌লেনা যে, তোর জন্যে না কোরেছি কি!—'যার জন্যে কোল্লেম চুরি, সেই বোল্লে চোরা হরি!' প্রাণপণ পর্য্যন্ত কোরেছি, তা সে এখন তোর কপাল! 'কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরুলেই পাজী!' তা আচ্ছা,—ধর্ম্ম তিনিই চার যুগের সাক্ষী! বুড় মা মাগী পুড়ে মলো, শত্রু হস্তে বিবাহিত স্ত্রী-রত্ন ন্যস্ত কোল্লেম! সে সব যত কিছু তোরই আগ্রহে, তোরই পরামর্শে!—একেবারে পাষণ্ড বোল্লে কি-না, এ পুরাতন গুলো আমার! এ কলসী আমার! আর নূতন মোহরের আধ বক্রা আমার! এই কি বিচার, ধর্ম্ম!—ধর্ম্মের উচিত কর্ম্ম.—হিসাবের ধনে, চোরের ধনে, না—না! গচ্ছিত অংশে বাট্‌পাড়ী! বাবু? তুমি তো সব জানো, তোমার অজানিত কিছুই-তো নাই!—তা আচ্ছা

আমি যদি যথার্থ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ কোরে যজ্ঞসূত্র ধারণ কোরে থাকি, তা হোলে এর সমুচিত ফলাফল সেই ত্রিদেবেশ্বর-লোকনাথ-শূলপাণী দেবেন-ই দেবেন, এ কখনো তার ধর্ম্মে সবেনা! আর আমিও সাধ্যমতে এর প্রতিফল দিতে কখনই নিরস্ত হবোনা,—কখন ক্ষান্ত হবোনা! হবোনা! হবোনা!! দেখি কেমন কোরে নিষ্কৃতি পায় !!!

আর এক স্বর তার কথায় বাধা দিয়ে রেগে প্রত্যুত্তর কোল্লে, "পির্‌তিফল! নিষ্কৃতি!—কিস্যের নিষ্কৃতি? কিস্যের পির্‌তিফল? তুই আগে নিজের চরকায় তেল দ্যা! পরে পরের পির্‌তিফল, নিষ্কৃতি, শাপান্ত করিস্? তোকে না চ্যেনে কে?—না জানে কে?—তোকে মনে কোল্লে, কে পির্‌তিফল দেয় তার খবর রাখ্যাস্।—মনের অগোচর পাপের স্মরণ কর? প্রায়শ্চিত্ত কর?—তবে পরের সঙ্গে শত্রুতা কর্‌স্? মনে জানিস্‌নে যে কি কোর্য়েছিস্! "চালুনি বলে সুঁচ তোর নীচে ক্যানে ছিদ্!" আবার পির্‌তিফল! বেইমান্! বিশ্বাস ঘাতক! সে সময় মুই থাকৃলে দ্যেখ্‌তে পেত্যাস্ আমার কত হ্যেক্‌মুত! কত ইন্দ্রজাল্যি! কত ক্ষমতা! সেই দণ্ডে তোর রক্ত দর্শন কোর্যে তবে আর অন্য কথা! নৈলে এতদূর আস্পর্দ্ধা তোর? বন্ধু হোয়ে তারির সঞ্চিত অন্নে ছাই! এ হোতে আর জঘন্য কর্ম্ম পির্‌থিবীতে কি আছ্যে? তা সে সব কি সে ভুলে গ্যেছে। তার কি মনে নাই? না, আমারই অজানিত? হাঁরে নরাধম? অকৃতজ্ঞ পামর,—বল না? যত বলি দূর্ হোগ্‌গ্যে, বামুনের ছেলে,—গরিব, আহা! যাগ্ মরুগ্‌গ্যে, একটা কাজ অজানিত পয়সার লোভে কোর্য়েছে, চারা নেই! অমন পেটের জ্বালায় কি-না হয়! ততই দেখি যে ধিঙ্গিপদ! চুপ্ কোরে ছিলেম বোলে তাই, নচেৎ তখ্যনি যদি তোরে খুনি আসামী বোলে রাজ দরবারে ধরিয়ে দিতেম, তা হোলে কি হতো? এত সাহস তোর! বাপ্প্যরে!—চুরি আবার মাস্ম্যয জাল্! এখন যদি আপনার মঙ্গল চাস্, তবে

ও মোহরের কথা আর মুখেও অানি্যস্‌নে! পাপাত্মা! চোর! বজ্জাৎ! নেমক্‌হারাম্‌! ভণ্ড-তপস্বী-চণ্ডাল!

প্রথম কর্কশ স্বর রেগে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় হুহুঙ্কারে বোল্লে, “কি! আমু মোহর পাবনা, আবার গালাগালি?—আমি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক!—তাইতে তুই এখানে এসে মহাজন! পরের ধনে পোদ্দার! ধোপার নাট্‌! তুই কি-না আবার আমারে শাসাস্‌! মনের অগোচর পাপ! নিজহস্ত-রোপিত বীজের ফল ভক্ষণ!—এর চাইতে আবার জঘন্য দেখাস্‌? আচ্ছা,—দ্যাখ্‌ তোর কি পেষ্‌মান করি! সবুর কর্‌, টের পাওয়াচ্চি!—এখন আপনি সাবধান হ! আমি না জানি কি?—আমার কাছে তোমার লাফালাফি হুকুম হুকুম খাট্‌বে না!—আমি সব জানি, তোর মাগ ঘটক পাঠালে! তুই বাসর ঘরে বাসর শয্যা থেকে কি-না একটা অবলাকে চুরি কোরে নিয়ে এলি!—এই কি তোর ধর্ম্ম?--আমি নিশ্চয় জানি, সে তোদের ই তিন জনের পরামর্শে! আর ঐ চণ্ডালিনী বেটীই যত কুমৎলবের জড়!—যে যার ভাল চেষ্টা করে, তারি ই সঙ্গে জাঁহাবাজী! তারির স্ত্রীকে চুরি! মোহর চুরি! ঘরে আগুন!—এ যত কিছু তোর, আর সেই ভণ্ড চাঁড়াল বেটার পরামর্শে! আবার আমি একটা লোক্‌কে একটা বিয়য়ের জন্যে কত দম্‌সম্‌ দিয়ে, না—না! বুঝিয়ে পড়িয়ে ধোরে এনেছিলেম, তুই গিয়ে কি-না তারে ছাড়িয়ে দিয়ে সরফরাজি কোল্লি! কেন র‍্যা বেইমান? খুনি!—তোর এত মাথা ব্যথা পোড়েছিল কেন?—দরকার?—ভাল, চুলোয় যাক্‌! এখন কি-না মোহর গুলো চাইচি, তা—সে আমারি ধন আমায় দিবি! কেন বল্‌ দেখি তুই তাতে প্রতিবন্ধক হোস্‌? তা এখন যদি তোকে খুনি আসামী, আর তোর সঙ্গী সেই জালিয়াৎ বেটাদের চোর বোলে কোতোয়ালিতে ধোরিয়ে দিই, তা হোলে এখন তোর কোন্‌ বাবায় রক্ষে করে? মনে জানিস্‌নে যে কি কাণ্ড কারখানা কোরেছিস্‌!

তা তুই যদি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কোরিস্, তা হোলে সে সব আর অপ্রকাশ থাক্‌বে না !—তবে জান্‌বি আমার নাম——"

ক্রমে ক্রমে তাদের সমস্ত অন্তরের কথা আর এই সব শক্ত কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন একটু নরম হোয়ে এলো ! ধীরে ধীরে মিষ্টি কোরে বোল্লে, "দ্যাখো কৃষ্ণগণ্যেশ !—দূর হোক্, ও সব কথা যেতে দ্যেও, বাজে কথা ছেড়ে দ্যেও, সে সব আমি তো আর কোরিনি,—যে আমার ভয় হবে, কিন্তু যদি-ই তাই হয়, তাতে আমার কি ? তা তুমি কাল কিম্বা পরশু একবার এসে তোমার পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে ন্যে যেও।" পাঠক ! এতক্ষণে একটী লোকের নাম পেলেন, স্মরণ করুণ ? এ সেই ছদ্মবেশী—(বিনোদ) কৃষ্ণগণেশ।

কৃষ্ণগণেশ আবার সেই স্বরে বোল্লে, "এখন পথে এসো, সোজা কথা কও, কেবল আমারে ক্যানো, কারুরে ফাঁকী দেবার চেষ্টা কোরোনা ! জলন্ত আগুনে অম্‌নি পতঙ্গের মতন, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে মারা যাবে !

এই প্রকার নানা রকম কথা বার্ত্তা শেষ হতে না হতেই কাগকোকিল ডেকে উঠ্‌লো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে রাত্রিও প্রভাত হলো। মহাজন, ও আসামী যে কারা, তা চর্ম্মচক্ষে একবার ও দেখ্‌তে পেলেম না।—কারণ, তারা রাৎ পোয়াতেই যে যার অন্তর্ধ্যান হয়েছে।

দ্বাবিংশতি কাণ্ড।

এর এই দশা!!—গুপ্ত ভাব ব্যক্ত।

————————“যাহারে হারায়ে
ভাবিয়ে ভাবিয়ে, উদাসীন বেশে
ভ্রমিছ এবে, হায়! সে সুন্দরী, তব
প্রণয়-পীযূষ স্মরিয়ে, ফুকারিতে নারি,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, কাটাইছে———
তার সাধের যৌবন! পামর পরায়েছে তারে,
বৈধব্য বসন। যাহ, যাহ, যদি থাকে
সাধ দেখিবারে সতী, তব জীবন ধন!”

দারুণ শীত। প্রভাত প্রাক্‌কাল। এই সময় আমি শয্যার উপর লেপমুড়ি দিয়ে বোসে, আন্তরিক নূতন ভাব, নূতন চর্চ্চার আন্দোলন! একজনের নাম কৃষ্ণগণেশ, আর একজন মহাজন। কিসের মহাজন,—এখানে কেন,—বিবাদ কেন? মোহর কিসের?—সেই চিন্তায় ব্যাকুল!—বিশেষ কৃষ্ণগণেশের বাড়ীতে পুকুর ধারে কুপো সমেদ যে মোহর পুঁতি, সে মোহর তো নয়!—তা হোলে কেনই-বা এতাধিক দম্ভ কোরে চাইলে! মীমাংসার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃদুভাবে দিতে সম্মত হলো!—তবে হয়তো মহাজনের কোনো দুরভিসন্ধি এ ব্যক্তি হোতে কৃতকার্য্য হোয়ে থাক্‌বে!—নতুবা এত চড়া চড়া আন্তরিক নিগূঢ় কথায় মহাজন নম্রই বা হলো কেন?—আবার বোল্লে চণ্ডালিনী।—কে চণ্ডালিনী,—কখন দেখি নাই!—পূর্ব্বে নাম শোনা আছে মাত্র।—চণ্ডালিনী। আমার জন্ম-বিদ্বেষিনী ভগ্নী, কমলা-চণ্ডালিনী। সে তো নয়? হতেও পারে,—আটক কি! কুহকিনীর কুহক জাল!—নৈলে এত যত্ন কেন, মিষ্টালাপ কেন? আর একাকীই বা এখানে কেন? এই সমস্ত গত

রজনীর ঘটনা আদ্যোপান্ত কত রকমই ভাব্‌চি, সিদ্ধজটা নিদ্রাগত। আমারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়াতে চক্ষু অবসন্নপ্রায় হোয়ে আস্‌চে, তখন পূর্ব্বমত আবার লেপ্‌মুড়ি দিলেম। এমন সময় হঠাৎ সেই গৃহাঙ্গণা নবীনা কামিনী উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতর দৌড়ে এসেই ত্রস্তভাবে ঝঁনাৎ কোরে পাশের ঘরের কপাট বন্ধ কোল্লে! তারির এক মিনিট্ পরে দুজন পুরুষ হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে আমার সম্মুখে এলো! একজন বোল্লে "ছুঁড়িটে কৈ?" আর একজন এসেই চারিদিকে একবার তাকিয়ে, অবশেষ আমার প্রতি একাগ্র-চিত্তে কটাক্ষদৃষ্টি কোরে অবাক্ হোয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রৈলো! অপর ব্যক্তি ঢুকেই "এ ঘর নয়! এ ঘর নয়!" বোলেই সট্ কোরে অন্য দিকে চোলে গেলো।

আমার সম্মুখের লোক্‌টা কাঁপ্‌চে,—থরহরি কাঁপ্‌চে! রাগে দাঁত কিড়্‌মিড়্ কোচ্চে, আর এক একবার চতুর্দ্দিকে তাকাচ্চে, আপনার হাত আপনি কাম্‌ড়াচ্চে, মুখে রা নাই! আন্দাজ ৫।৬ হাত পরিমিত লম্বা, পিত্তলের চুম্‌কি ও স্থানে স্থানে লোহার সাঁপী লাগানো কোঁৎকা ঠেসান দিয়ে এক গোঁ হয়ে চোহারের মত কট্‌মটিয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো! একেতো রেগে বিদ্‌কুটে চেহারা হোয়েচে, তাতে আবার ভয়ানক ঢেঙ্গা। এমন কি, বয়স আন্দাজ হলোনা। হাত পা গুলি বেমাফিক্ লম্বা। বর্ণ শ্যাম, মোচড় দেওয়া গোঁফ্, মস্তক থেকে কাণ পর্য্যন্ত চাম্‌ড়ার বর্ম্ম চিবুকের সঙ্গে বাঁধা। চক্ষু পাকল রক্তবর্ণ! মাল্‌কোঁচা মেরে বীর ধরণ পড়নে কাপড় পরা। বস্ত্রের স্থানে স্থানে রক্তের ছিটে,—দুহাতে লোহার বালা। পা থর থর কোরে কাঁপ্‌চে,—নয়নদ্বয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দেদীপ্যমান ও চঞ্চল বিঘূর্ণিত ভাবে বিস্ফারিত! ওষ্ঠদ্বয় সঘনে কাঁপ্‌চে, মুহুর্মুহুঃ কাম্‌ড়াচ্চে, মুখ থেকে অনবরত রক্ত ফেনা চুয়াল বেয়ে পোড়্‌চে!—অপরূপ উগ্রচণ্ডা কপালিনীর সহচর!

খানিকপরে অপর বাহিরের লোক্‌টী চেঁচিয়ে বোল্লে, "বীরবাস? বীরবাস? খুব হুসিয়ার! গন্তানি এহি কাম্‌রেমে ঘুস্ গেই!—তোম্ যাও গাড়ীকা খবরদারী লেও!" বোল্‌তেই সেই লোক্‌টী চোঁ কোরে চোলে গেলো। ভাবে বোধ হলো, এই ব্যক্তির-ই নাম বীরবাস।

এই সময় ধাঁ—ধাঁ কোরে পার্শ্বের ঘরের দরজায় পদাঘাৎ হোতে লাগ্‌লো! একে তো কপাট্‌টী কীট-জীর্ণ। এমন কি দু চার ঘা সজোরে মার্ত্তেই হুড়্‌মুড়্ শব্দে ভেঙ্গে পোড়্‌লো। পোড়্‌তেই গৃহাঙ্গণা হাঁউমাঁউ কোরে আর্ত্তস্বরে চেঁচিয়ে বোল্লে, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমায় মেরোনা!—আমার কোনো দোষ নেই!—আমি আপনি এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই! আমাকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে ভুজং দেখিয়ে——"

"ভুজং দেখিয়ে?—তুই কি কচি খুকী? তুলোয় কোরে দুদ্ খাস্! কিছু জানিস্‌নে?—হারাম্‌জাদী! ছিনালের এক দশাই জুদো!—অ্যাঁ? আমি মরি তোমার জন্যে,আর তুমি আমায় ফাঁকি দাও?—মা মরে ঝি!—ঝি! আর ঝি মরে খোঁড়া"——বোল্‌তে বোল্‌তে চুলের মুড়ী ধোরে পটাপট্ শব্দে চর্ম্ম পাদুকা প্রহার কোর্ত্তে লাগ্‌লো! আমি তখন তাড়াতাড়ি বাহিরে যেয়ে দেখি, মার তো মার, গন্ধর্ব্ব ছুটে পালায়! অবশেষ নির্দ্দয় মারের চোটে চক্ষুদ্বয় ললাটোন্নত হয়ে একেবারে নির্জীব দশা! ভূমে অচেতন! স্পন্দন রহিত! সংজ্ঞা রোধ! মুখে আর বাক্য নাই.—মূর্চ্ছা!!

যে ব্যক্তি প্রহার কোল্লে, তার বয়স আন্দাজ ২৩।২৪ বৎসর। গড়ন দোহারা, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, গলায় পৈতে, চোখ দুটী কটা কটা, তাতে অল্প অল্প সুরমা লাগানো। মাথায় বাব্‌রিকাটা কেয়ারি করা চুল। কপালে উল্‌কি! গোফ সুগঠন, দাড়ী কামানো, দাঁতে মিশি, দুই কাণে বীরবৌলী, মস্তকে উষ্ণীষ, ওষ্ঠ পুরু ও তাম্বুল রাগে ভূষিত! বাম কক্ষে স কোষ অসি.

দক্ষিণ হস্তে সুবর্ণ কবচ। নাভী সুগভীর, বীর ধরা পড়নে দুই ইঞ্চি চেটালো কালা পেড়ে কাপড় পরা। পাছায় সোণার চন্দ্রহার, পায়ে মৌরভঞ্জী নাগোরা পাদুকা। বোধ হয় পাদুকা জোড়াটী গৃহঙ্গণা নবীনা কামিনীর জন্যেই মৌরভঞ্জে প্রস্তুত হয়েছিল !

এই সব দেখ্‌চি, এমন সময় বীরবাস আবার দৌড়ে এলো !—সঙ্গে সেই ছদ্মবেশী ভণ্ডতাপস জটাধারী ! তার হাতে পায়ে চোর বেড়ী পরানো, তার সঙ্গে ডুড়ুম ঠোকা ! একে শ্লীপদী, তাতে ডুড়ুম! জটা গুলো আলুলায়িত, চক্ষু দুটী আরক্ত জবা ও চঞ্চল বিঘূর্ণিত ! সাষ্টাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ফেটে ফেটে ঝুজিয়ে পোড়্‌ছে ! বীরবাস ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে এসে বোল্লে, "রে হারামজাদ্ অজয় পাল ? দ্যেখ্‌ল্যে বুড়বক্ ! তোহার লেড়্‌কীকো জনমসে দেখ্‌ল্যে ? ঝুট্‌মুট্ রোগেসে কুচ্ ফ্যেইদা হোংগা নেহি। রূপেয়া, ওপেয়া, সোনার যো কুছ্‌ছু লিও, বাওয়া ! সব কোঁ ধর দেনা চাহিয়ে ! পিছে ছোড়্‌নেকো বাৎ মেহেরবাণী !" পাঠক ! ছদ্মবেশী ভণ্ডতাপস-বেশধারী জটাধারীর নাম, অজয়পাল।

অজয়পাল, পাকের এবম্প্রকার রোষ-পরবশ বাক্যে,—আর্ত্তস্বরে বোল্লে, "হেই বাহাদুর বাপ্‌পা ! মোর কিছ্যু দোষ ন্যেই ! দোহাই বাপ্‌পা ! শুধ্যু যা টাকা গুলি রাখ্‌ছ্যি ! মোকে ক্যানে মিছা মিছি কোষ্টো দিছ্যা ! মুই ঝক্‌মারী কোর্যেছি ! খবর দ্যেইনি ! দোহাই বাহাদুর বাপ্‌পা ! আপনি আমীর। মুই বড় মান্যুষ, সিদ্ধযোগী !—মুই কিছ্যুই জানিন্যে !—টাকাই বা আমার কি দরকার ? বোধ করি ঐ ডলিরাম বেটাই—" পাঠক ! মৌরভঞ্জী জুত পায়ে বাবুটীর নাম, রায় বাহাদুর।

রায় বাহাদুর, জটাধারী অজয়পালের এবম্বিধ কারুণ্যযুক্ত বাক্ চতুরতায়, দ্বিগুণতর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত রোষ-কষায়িত নয়নে বোল্লে, "বাপ্ তোর

বোধ করি ! রাখ্ তোর বুড়ো মানুষ ! সিদ্ধযোগী ! প্রাচীন অবস্থা ! বেটা যাদুকর ! হারামজাদ্ ! অসিদ্ধ-চণ্ডাল !—দ্যাখ্ তোর কি দশা করি ! কি হাল, কি পেষ্‌মান করি !—আমি কিছু জানিনে ! কষ্ট দিছ্য !—ঝক্‌মারী কোরেছি ! খবর দেইনি ! ওটাই যেন ঝক্‌মারী! আর যে স্ত্রীলোক্‌টাকে তোর পাতালপুরে খুন কোরেছিস্, তার দায়ী কে হবে ? আবার ধোর্তে গেলেম তো চার পাঁচ জনে মিলে লাঠিয়ালী !—তলোয়ার চালানো !—এখন কোথায় রৈলো তোর সে সঙ্গী, আর লাঠি তলোয়ার ? কই তোরে ছিনিয়ে নিতে পাল্লেনা ? ব্যেমান !—তুই যার জন্যে তোর মেয়েকে চুরি বা চুপি চুপি আমার অমতে এনেছিস্, তাও আমি জানি !—সে পাপাত্মাও তোদের দলের মধ্যে একজন ! এক্ষণে সে কাল্‌নার গারদে চোরদায়ে কারাবন্দী! হাঁরে নরাধম ? বড় যে দর্প কোরে সদম্ভে বোলেছিলি, দেখ্‌বো ক্যামন কোরে নিয়ে যায় !—হ্যাঁনো,—ত্যানো,—বার,—সতেরো ! তা সে বাহুবল এখন তোর রৈলো কোথায় ?—কি বোল্‌বো, তুই ওর জন্মদাতা বাপ ! নৈলে এইদণ্ডেই তোর গর্দ্দান থেকে শির জুদা কোরে ফেল্‌তেম !” এই বোল্‌তে বোল্‌তে রায় বাহাদুর বাবু প্রজ্বলিত কোপে সক্রোধে গর্জ্জন কোরে বোল্লেন, “বীরবাস ? লেয়্ যাও, দুষ্‌মনকো হামারা সাহাম্‌নেসে তফাৎ করো! আর ইয়ে চণ্ডালিনীকো সাথ কর্‌কে লেয়্ও ! আউর উন্‌কা ডেরেপর যেত্তা চিজ্ উজ্ হেই, সব কো হামারা ঘরমে ভেজ দেনা ! খুব হুঁসিয়ার ! যোষে ইস্‌কা কুচ্ তফাৎ নেহি হোয় !”

অজয়পাল নীরব ! বীরবাস পূর্ব্বমত ধাক্কা দিতে দিতে দুজনকেই নিয়ে চোল্লো ! এবং তার পিছনে পিছনে রায় বাহাদুরও চোলে গেলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমিও কতকটা গেলেম।

ত্রয়োবিংশতি কাণ্ড।

অকস্মাৎ নূতন বিপদ !! অপরাধী নির্ণয়

———— ————"গরজি সঘনে,
নিষ্কোষিলা ঘূর্ণিত নয়নে, অসি
প্রভাময় ! হেন কালে দুই যক্ষ, ভয়ঙ্কর
রূপ, আসি রোধিলা বিজয়ে, শস্ত্রপাণি।"

ক্রমে সদর দরজায় এসে উপস্থিত। কাণ্ডখানা কি জান্‌বার জন্যে আমিও তাদের পশ্চাৎগামী। অভিপ্রায়, লোক্‌টা কে ?—জানবো ! মাথায় বাব্‌রি, পাগ্‌ড়ী বাঁধা, পায়ে মোরভঞ্জের লাগোরা জুতো, কাণে বীরবৌলী, নাম রায় বাহাদুর ! লোক্‌টা কে ?—নিরন্তর-ই ভাব্‌না হোচ্চে, লোক্‌টা কে ?—যে ধূর্ত্ত আমাকে দফা দফা ফাঁকী দিয়েছে, বার বার কষ্ট দিয়েছে, একি সেই হবে ?—সন্দেহ বাড়্‌তে লাগ্‌লো !—এমন সময় দুইজন তেজঃপুঞ্জ অতিথির ন্যায় প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড তেজাক্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে "মালীক্ সীতারাম !—ঝট্ পট্ দেল্লা দো রাম !! দুষ্‌মন সাহাম্‌নে ধর্ দো রাম !!!" বোলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে রায় বাহাদুরের গাড়ীর কাছে হঠাৎ এসেই, তাদের মধ্যে একজন ক্যাঁক্ কোরে চণ্ডালিনীর হাত ধোল্লে ! ধোর্ত্তেই,—"বীরবাস ? বীরবাস ? মক্ষি গিরা !"—বোলে রায় বাহাদুর উচ্চৈস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, উঠ্‌তেই বীরবাস অজয়পালকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি অসি চালাতে আরম্ভ কোল্লে, তখন অপর একজন অতিথি সেও তাদের কাটিয়ে দুজনের উপর লাঠি চালাতে লাগ্‌লো। অপর ব্যক্তি চণ্ডালিনীকে ছেড়েই তার হস্তস্থিত নিষ্কোষ অসি মধ্যস্থলে চালাতে আরম্ভ কোল্লে ! চক্ষুদ্বয় সকলেরি

আরক্তিম! সকলেরি অধরোষ্ঠ সঘনে কাঁপ্ছে! অতিথি-দ্বয়ের ললাটে রক্ত চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ভালিকা, তাতে অল্প অল্প ঘাম পোড়্ছে! মুখে অন্য রা নাই, কেবল "মালীক সীতারাম! ঝট্পট্ মিল গেঁই হয়ো হয়ো রাম!! দুষ্মন সাহাম্নে ধর দেও রাম!!!" এই প্রকার অনবরত তাদের প্রমুখাৎ কল্পিত ভজন, নিস্কোষ পরশু, অসি বিঘূর্ণমান! অতিথিদ্বয়ের মূর্ত্তি! বীরবাসের বিক্রম! রায় বাহাদুরের দর্প, পরশু ধারীদের হুহুঙ্কার, বজ্র-নিনাদীয় গর্জ্জন, রোষ, উচ্চ, গম্ভীর, জড়িত অস্পষ্ট স্বর! এই সমস্ত দেখেই তো আমার রক্ত জল, হস্ত পদ শিথিল, অচঞ্চল! নিমেষশূন্য! অচল ভাবে দাঁড়িয়ে! মহা বিপদ উপস্থিত! হুলুস্থুল ব্যাপার! রৈ-রৈ কাণ্ড! লাঠি তলোয়ারের ঝন্ ঝন্ শব্দ, পাওতাড়ার হুম্ হুম্ গুম্ গুম্ শব্দ, কি করি, কি কোর্বো,—এমন সময় সেই চেঁচামেচির ভিতর থেকে, একজন বোল্লে,—"কালকের সে ছোঁড়া দুটো কৈ" আর এক জন বোল্লে "ছোঁড়া দুটো আবার কোথা!—একটা ছোঁড়া,—আর একটা ছুঁড়ি!" ঐ কথা শুনে আমি বুঝ্তে পাল্লেম, যে এরা আমাদের দুজনকেই খোঁজে!—গা কেঁপে উঠ্লো! প্রাণের সমূহ বিপদ! যে দু একটা কথা শুন্লেম, তাতে স্পষ্ট জানা যাচ্চে, এখানে আমাদের প্রাণের সমূহ বিপদ! যাই কোথা,—করি কি! ভাব্চি,—হঠাৎ জটাধারী অজয়পাল সেই সদর দরজার কাছে এসে চীৎকার কোরে উঠ্লো!—এখন আর সময় নেই, পাশ কাটিয়ে দৌড়!—দৌড়—দৌড়, তো সটান্ দৌড়! একেবারে আমাদের ঘরের ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ কোরে হাঁফ্ ছাড়্লেম!—দেখি পাশের ঘরের দিকে জটাধারী ছুটে গেলো! সঙ্গে আরও দুজন লোক! তাড়াতাড়ি এসেই বোল্লে, "কই? কই?—তারা দুটো কোথা?" আর এক স্বর বোল্লে, "সেই ছুঁড়ি বেটীকে (না!—না!—সেই ছোঁড়াকে) আমার মুখের গ্রাস চুরি কোরে এনেছে! আজ মূলকুচিয়ে কোর্বো, তবে ছাড়্বো!" এমন সময় আর এক

কর্ক্শস্বর অকস্মাৎ দৌড়ে এসেই বোল্লে, "কোথায় গেলো ? কোথায় লুকুলো ?—কোথায় পালালো ?"—আর একজন বোল্লে, "সাহান্ ? তুই ওদিকে খোঁজ, আমি এদিগ্ আগ্লে দাঁড়িয়েছি !—সত্যিই তো, তারা গেলো কোথায় ?" তৃতীয় আর এক স্বরে উত্তর কোল্লে, "বোধ করি আমাদের সাড়া পেয়ে পালিয়েছে !" পাঠক ? অতিথিদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম সাহান্।

আট ঘাট বন্ধ, কোনো দিকেই পালাবার পথ নাই ! মহা বিভ্রাট্ উপস্থিত ! কি করি, কোথা দিয়ে পালাই !—আর উপায় নাই, এখনি এই ঘরে আস্বে ! ভাব্চি, হঠাৎ একস্বর বোল্লে, "আ—হা—হা—হা ! বড্ডো পালিয়েচে ! নৈলে আজ গোড়কুচ্যি কোত্তেম ! কি বোল্বো——" আওয়াজে বোধ হলো, সে স্বর অপরিচিত নয়, কিন্তু ঠিক আঁচা গেল না। বিশেষ দূর হোতে অতিথিদ্বয়কে স্পষ্ট চিন্তে পারিনি ! সাহান্ নামটী অ-পরিচিত ! সন্দেহ হলো ! সেই চির-ঘৃণিত কর্ক্শ স্বর কার ?—কে সে ব্যক্তি ? পাপিষ্ঠ বিজাত পাষণ্ড নরাধম বৈষ্ণব বেশধারী চট্শাঁই কাঁড়াদাস ! পঞ্চানন্দের ধর্ম্মানুরোধে জটাধারীকে উদ্ধার ও কমলা-রূপ-রত্ন লভ্য মানস সিদ্ধি অভিপ্রায়ে কৃত-সংকল্প ! ভণ্ডতাপস, ছদ্মপাতন অজয়পাল বোধ হয় কাল্কের সেই মহাজন দ্বয়ের মধ্যে একজন। তাতেই আমাদের প্রত্যক্ষ দেখে চিন্তে পেরে থাক্বে ! প্রাণ রক্ষার এবার আর কোনো উপায় নাই ! তখন আপনাদের উভয়ের কল্যাণ-কামনায় মনে মনে সেই বিপদ-কাণ্ডারী জগৎপিতার ধ্যান কোত্তে লাগ্লেম। এসময় তিনি ভিন্ন নিস্তারকর্ত্তা আর কেউই নাই !

আমি ভেবা গঙ্গারাম ! কাণ্ডখানা কি জান্বার জন্যে পূর্ব্বোক্ত ঘুল্ঘুলির কাছে দাঁড়ালেম, এই অবসরে কতক হর্ষ ও বিষাদ আমার চিন্তিত চিত্তকে সাতিশয় আকুলিত কোরে তুল্লে ! হর্ষের কারণ, রৈ—রৈ শব্দ,—বীরবাস ও রায় বাহাদুরের লম্ফঝম্ফ, বিক্রম। বিষাদের মধ্যে গৃহাঙ্গণার মুখ হোতে অনবরত

ভলকে ভলকে রক্ত ফেনা নির্গত হোয়ে পরিধেয় বস্ত্র ভেসে যাচ্চে ! বীরবাস মৃতপ্রায় অবস্থায় সেই কামিনীকে প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে বগলদাপা কোরে এনে ফেল্লে ! চক্ষু ললাটোন্নত ! ঘন ঘন নিশ্বাস বেরুচ্চে ! শুধু নিশ্বাস নয়, উর্দ্ধশ্বাস ! বাক্‌রহিত ! বোধ হয়, কোনো গুরুতর আঘাতে অভাগিনীর গর্ভস্রাব হয়েছে !

তখন সেই হর্ষবিষাদ-পরিপ্লব অন্তরে আমার কিঞ্চিৎ সাহস প্রতিভাত হলো।—ধাঁ কোরে সেই দ্বাদশমন্দিরস্থ বিপদোদ্ধারকর্ত্তা-প্রদত্ত পিস্তলের কথা স্মরণ হলো। কাল বিলম্ব না কোরে পিস্তলটা বার কোরে বারুদ্ গুলি পূর্ণ কোল্লেম। এক্ষণে বিপদের ইহা-ই একমাত্র স্বহায় ! এই ভেবে আবার পূর্ব্বমত সেই খানে দাঁড়ালেম। হঠাৎ বীরবাস রক্তাক্ত দেহে বিঘূর্ণমান অসি হস্তে নৃত্য কোর্ত্তে কোর্ত্তে এসেই সাহানের মাথায় খুব সজোরে এক আঘাৎ কোল্লে ! আচম্‌কা চোট খেয়ে সাহান্ রক্ত বমন কোর্ত্তে কোর্ত্তে বাতাহত-কদলীর ন্যায় ধড়াশ্ কোরে ঘুরে পোড়্‌লো। রায় বাহাদুর বাবুও সেই সময় বেগে এসেই সাহানের মস্তকে আর এক কোপ্ ! উপর্য্যোপরি কোপে কোপে খোড়্‌ক্যুচি ! ওদিকে গর্ভস্রাব,—রক্তের নদী, ঢেউ খেল্‌ছে !—নৈ-নৃত্য কাণ্ড !—চট্টশাঁইয়ের পো অবাক্ ! অজয়পাল নিস্তব্ধ !—আমিও সভয়ে ঘরের ভিতর জড়সড় !

একটু পরেই বীরবাস পূর্ব্বমত নাচ্‌তে নাচ্‌তে যেয়ে অজয়পালের জটার মুড়ি খোল্লে। খোর্ত্তেই জটাধারী পরিত্রাহী চিৎকারপূর্ব্বক বার বার কাকুক্তি মিনতি কোরে বোল্লে, "আম্যি—আম্যি—দোহাই—পাক্—বীর—আম্যি নই ! আম্যি তোমাদেরি—মন্দ চেষ্টা কোরিনি,—আমায় মেরোনা ! বাহাদুরের দোহাই !—আমায় মেরো—আম্যি—একটা ছোঁড়া—আর একটা ছুঁড়ী, দাগাবাজ্ !—সেই জন্যে,—আমি তোমাদেরি,—আর মন্দ কোর্‌বো না—আমায় ছেড়ে দ্যাও,—দোহাই পাকবীর !—দোহাই বাহাদুর ! আম্যি—আম্যি—আশায়

সফল—শিব শিব—কালী কালী—তাই বাঁধন খুলে দিলে—চট্‌শাঁই !—না—না কাঁড়াদাসকে জিজ্ঞেস্ করো,—আমি—আমি—তাই দেখাতে——”

“কাঁড়াদাস” নাম শুনেই তো ছদ্মবেশ-ধারী চট্‌শাঁই ধূর্ত্ত ঠক্‌চাচা মহাপ্রভু ওঠে তো পড়ে না, দে দৌড় !—দৌড়—দৌড়—ঊর্দ্ধশ্বাসে সটান্ দৌড় !—পাঠক !—এ ছদ্মবেশধারী বৃদ্ধ অতিথি,—সেই কাঁড়াদাস বাবাজী !

রায় বাহাদুর বাবু খিঁচিয়ে উঠে বোল্লে “রাখ্ তোর জিজ্ঞেস্ করা !—আমি—আমি—তাই দেখাতে—” ‘বীরবাস ! মারো শালেকো, আবি তাক্কৎ ঝুট্ বাৎ !—একদম জনম্‌সে মাড্‌ডালো হারাম্‌জাদ্‌কো !—ব্যেমানকো জিউহা উখাড় ফেঁকো ! দোনো আঁখ্‌মে পিন্ ঠোকো ! চার হাত পাঁও আচ্ছি তর্‌সে রস্যিমে বান্‌কে ঐহি গাছপর ল্যট্‌কানা ! যোবে মৎ গিরে ! বুড্‌বক্‌কা য্যাষা কাম, য্যাষা কার্দ্দানি,—ত্যেইষা হামেহাল !—ত্যেইষা পেষ্‌মানবি করণা চাহিয়ে ! নেহি তো কভ্‌ভি ঠিট্ বনেগা নেহি ! ঐহি বদ্‌মাস য্যাৎনা ল্যটখট্টী হর্য্যংকা গোয়েন্দা ! বেটা অর্থলোভী অসিদ্ধ-নরপিশাচ !—ওরে ব্যেমান ! তুই মনে করিস্‌নে যে আবার এখান থেকে আজ ফিরে যাবি। বীরবাস ! মারো লাথ্ শালেকো মুমে,—ছোড়ো মৎ, ছোড়্‌নেসেই শালে গোয়েন্দা হোকে, আবি কোতোয়ালীমে খবর দেউঙ্গা। খুন্ কিয়া আপ্‌সে লেকিন্ পিছে ঝুট্‌মুট্ বদ্‌মাস কুচ্ না কুচ্ দাবী করেগা-ই করেগা !—সোহি বিনা দোরস্‌মে খুখুঁশিকো মৎ ছোড়্‌না !’

একে চায়, আরে পায়,—চিঁড়ে কুটে খায় ! সবে মাত্র রায় বাহাদুরের মুখ-নিঃসৃত এই কয়েকটী সক্রোধ পরুষ বাক্যে, বীরবাস তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভণ্ড-জটীলের জটার মুড়ো খুব সজোরে হ্যাঁচ্‌কা মেরে আরক্ত নয়নে বোল্লে, “উঁঃ !—কি বোল্‌বো,—তুই নিজের অদৃষ্ট,—তাতেই এ যাত্রা পরিত্রাণ পেলি ! নৈলে অপর কেউ হলে এতক্ষণ——”

বোল্‌তে বোল্‌তে ছন্নপাতন ভণ্ড-তপস্বীর সেই লম্বমান কল্পিতজট হ্যাঁচ্‌কার চোটে সমূলস্ত বীরবাসের হস্তে উন্মোচন হয়ে এলো !

কৃত্রিম জটা !—চণ্ডাল-তপস্বীর ছদ্মবেশ !—কুহক-মায়া !—অরণ্যবাসী,—শ্মশান-প্রতিমা অধিষ্ঠাতার বিকট বিজাতীয় মূর্ত্তি প্রকাশ হোয়ে পোড়্‌লো !—নীরব,—নয়নদ্বয় উদাসীন ভাবে বিস্ফারিত !

"একি ?—একি ?—তুই না তাপস্‌ ?—তোর নাম না জটাধারী ?—অ্যাঁ ?—পামর ! এখন দেখ্‌চি তোর সব-ই চাতুরী !—তোর যত কিছু সবই প্রবঞ্চনা !—মস্করাম !—অ্যাঁ ?—নরাধম ! একবার ভেবেও দেখিস্‌নে,—যে তোর জন্যে কতটা কাণ্ড কোরেছি,—কত উপকার কোরেছি ?—তা তুই বেটা এমনি পাজী,—তার কিছুই নিমক্‌ রাখ্‌লিনি !—কিছুই মান্‌লিনি !—তা তোকে আর এক্ষণে কি হাল কোর্‌বো,—মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, আকাশে এখনও চন্দ্র সূর্য্য আছেন, এর উচিত প্রতিফল তাঁরাই দিলেন,—এখন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাবি !—ত্রিশূন্যে শকুনি গৃধিনী তোর ঐ লোলমাংস ভক্ষণ কোর্‌বে, তথাপি তোর এ পাপ-দেহভার পৃথিবী কখনই সহ্য কোর্‌বেন না !—হুঁ !—মনে ভেবে দ্যাখ্‌ দেখি,—তুই আমার প্রাণে কেমন দাগাটা দিয়েছিস্‌!—কি সর্ব্বনাশটাই কোরেছিস্‌!—কি-না একটা সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক্‌কে বিনি দোষে তোর পাতালপুরে হত্যা কোরেছিস্‌ ! সে পাপ তোরে ভুগ্‌তে হবে না !—বেশ হোয়েছে, এই জন্মের পাপ (তোর যোগমায়া সিদ্ধেশ্বরী) তিনিই সদ্য সদ্য হাতে হাতে ফলিয়েছেন ! আরও ফোল্‌বে, আমাকে যেমন বঞ্চনা কোরেছিস্‌, তোকেও তেম্‌নি পাপের ফলাফল ভোগ কোত্তে হবেই হবে !"

ন্যায্য হোক্‌ আর অন্যায্যই হোক, ভৎর্সনা খেয়ে ভণ্ড-জটীল একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোল্লে, "বাহাদুর বাবু ! এই কি তোমার ধর্ম্ম,—বাপুরে ! এই

কি তোমার ধর্ম্ম ?—আমি তোমার এতটা উপগার কোরেছিলেম, শেষকালে তুমি তার কি, এই শোদ্-বোধ কোল্লে ?—তোমার মনে কি এতই ছিল ?—না হয় আমি তোমার একটা দোষে দোষী হোয়েছি, তার কি আর মার্জ্জনা নেই ?—অবশেষ আমার এই হামেহাল্, এই দুর্দ্দশাটা কোল্লে ? হায় ! হায় ! তেঁতুলে বাগ্‌দী বীরবাসের হাতে ব্রাহ্মণের প্রাণ্‌টা বিসর্জ্জন হলো ?"

বীরবাস ঐ কথায় অত্যন্ত রেগে ধোম্‌কে উঠ্‌লো ! "বেটা বড় সোর সাড়াবং আরম্ভ কোল্লে, বাঁধ্ শালার মুখ, ছুছুরা !—বড় মোকে ফাঁকি দিয়েছ, তার ফল এই হাতে হাতে এখন ভোগ কর !" বোলেই পূর্ব্বমত বাঁধ্‌তে আরম্ভ কোল্লে,—তখন ভণ্ডজটীল জটা-ধারী অজয়পাল ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাকুতিস্বরে বোল্লে, "বাবা—পাক্—বীর !—মোকে—ক্যানে বান্‌ছো !—মুই,—কিষ্ণ—গণ্যেশ !—আজ—আর দাগা !—যাই !—দম—ফে—টে !—ছাতি—ই—ই—ফাটে !—মা !—আর পাপ—বুক জ্বলে—বাবা—সিদ্ধিজটা—দয়া—দয়া—আর—কষ্ট—মা !—পিশাচ—শিব—শিব—কালী—কালী—এই দশা !—বেঁধো না !—বেঁধো—অ্যাঃ !—অ্যাঃ !—রক্ষা—রক্ষা—পঞ্চানন্দো—ও—ও—বাবা—যাই যে !—এ সময়—দেযথ্‌লে—অ্যাঁঃ !—অ্যাঃ !—পিপাসা—তোমাদের—মনে—হায় !—হায় !—কেউ নেই !—আম্মি—তা—তা—মরি—যম যাতনা !—আঃ !—জল—জ—অ—অ" এই কয়েকটী কথা বোলেই আবার মৌন হলো।

চতুর্ব্বিংশতি কাণ্ড।

অপূর্ব্ব ভৈরবী চক্রভেদ!!!—লোমহর্ষণ প্রস্থান।

"খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তিং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ॥"

দুঃখের কপালে কখনই সুখ নাই!—এত কষ্ট, এত পরিশ্রম,—নানা বিপদ ও ক্রমিক অত্যাচার হতে উত্তীর্ণ হয়ে, যদিবা একজনের স্নেহ ও যত্নে পাত্রী হলেম,—তা দুরদৃষ্ট ক্রমে তার পরিচয় চুলায় যাক্,—বিপদের মূলীভূত কারণটা পর্য্যন্তও অবগত হোলেম না। হা বিধেঃ! আমার অদৃষ্টে আরও কতদিন যে, এ দুর্ব্বহ কষ্ট সহ্য কোত্তে হবে, তার কিছুই কৃতনিশ্চয় নাই! হা বিপত্তারী! আর এ কষ্টবহ দেহভার বহনে আমি অক্ষম! প্রভো!—আমি কারুর অপকারী নই! কিন্তু আমার অনেকেই বিপক্ষ,—এবং জীবন-হন্তা!—দয়াময়! বরঞ্চ এদের নিকট অব্যাহতি আছে,—কিন্তু নাথ! যেন লম্পটহস্তে সতীর সতীত্ব নষ্ট না হয়,—এই প্রার্থনা! তা হোলে আপনার অনাথবন্ধু নাম চির-কলঙ্কিত থাক্‌বে।

"কে বিশ্বাসে তোর বাক্যে অয়ি মায়াবিনী?
দিয়াছি যতেক রত্ন অমূল্য ভূষণ, তোরে—
ওরে কলঙ্কিনী! আন্‌রে সম্মুখে?—নচেৎ
কলুষিব অস্ত্র, তোর ঐ হৃদিরক্ত স্রোতে!"

ঘরটা যেন খানিকক্ষণ—প্রায় এক দণ্ড স্তম্ভিত ভাবে নীরব হোয়ে রৈলো। বাক্যালাপ রহিত, কিন্তু জনসঞ্চার আছে। আবার খানিকপরে হুটোপাটী

শব্দ শুন্‌তে পেলেম। মাঝে মাঝে এক একবার গোঁ গোঁয়ানি শব্দও হোতে লাগ্‌লো।—আবার পাঁচ মিনিট প্রায় কোনো সাড়া শব্দ পেলেম না, কাণ পেতে আছি,—একবার হঠাৎ যেন কোঁৎ কোরে একটা কর্কশ কোঁতানি-স্বর শ্রুতিগোচর হলো। আর হি-হি রবে হাস্‌তে হাস্‌তে তারা দুজন সেই প্রাঙ্গণ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। বেলা আন্দাজ, অবসানপ্রায় হয়ে এসেছে।

তখন আরো এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ! আস্তে আস্তে দরজার একপার্শ্ব খুলে দেখ্‌লেম, বাড়ীর মধ্যে কেউ নেই।—কেবল রক্তারক্তি, কামিনীর মুখ বিনির্গত রক্তে প্রাঙ্গণ ভূমি মশানভূমির ন্যায় বিকটাকার! কামিনী মৃতপ্রায়, —শুয়ে আছে! পাকেরা আবার ফিরে আসে, এই সন্দেহে তখনো আমি সাহস কোরে ঘর থেকে বেরুতে পাল্লেম না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর এক মুহূর্ত্ত অতীত হলো।

আর বেলা নাই,—ক্রমে সন্ধ্যাদেবী অগ্র-গামী। তখন আমরা নিশ্চয় নিরাপদ ভেবে, অগত্যা দুজনে সেই কামরা থেকে বেরুলেম।—হঠাৎ দেখি, জটাধারী সেই পূর্ব্বোক্ত (অশ্বথ ও পাকুড়) উভয় যমজ বৃক্ষে ঝুল্‌ছে।—হাত পা বাঁধা, মুখে কাপড় জড়ানো!—হাজার দুষ্ট লোক-ই হোক্, আর যা-ই হোক্, তখন অজয়পালের সে অবস্থা দেখে আমার ভারি দয়া হলো! কিন্তু তাই-ই বা কি করা যায়,—গাছে উঠা এসেনা, কাজেই সে বিষয়ে নিরস্ত হয়ে, সদর দরজা বন্ধ কোরে দৌড়ে আবার বাড়ীর ভিতর এলেম।

দেখ্‌লেম, গৃহাঙ্গণা মাটীতে পোড়ে ছট্‌ফট্ কোচ্চে। তাড়াতাড়ি এসেই একটু জল দিলেম, ডেকে ডেকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম বটে, কিন্তু উত্তর কোত্তে পাল্লে না। লক্ষণে বোধ হলো, প্রাণ বহির্গত প্রায়, আর বিলম্ব নাই। জীবনের লক্ষণ কেবল নিশ্বাসেই সাক্ষ্য দিচ্চে, নচেৎ ইন্দ্রিয়ের গতাগতি শূন্য,—নিস্পন্দ ও শিথিল ভাব! তখন আবার একটু জল খেতে

দিলেম।—খেলে।—বোধ হলো একটু চেতনা হয়েছে। পূর্ব্বমত সিদ্ধজটা তারে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "তোমার এ অবস্থা কে কোল্লে?—গর্ভস্রাব কেন হলো?—হঠাৎ এ সব কি কাণ্ড?"—

দুই তিনবার এই রকম জিজ্ঞাসার পর, গৃহঙ্গণা হাঁফাতে হাঁফাতে গোঁঙিয়ে গোঁঙিয়ে উত্তর কোল্লে, "বাহাদুর—বাহাদুর—পাক—বীরবাস,—আমি—তা—জল—" এই কটী ছড়ি ভঙ্গ কথা বোলেই কামিনীর জীব এড়িয়ে ক্রমে অবশ হয়ে এলো।—আরো কিছু বোল্‌তে ইচ্ছা ছিল—বোধ হয়, কিন্তু ফুটে বোল্‌তে পাল্লেনা। পূর্ব্বমত আবার খানিকটে জল দিলেম।—খেলে।—প্রায় পাঁচ মিনিটের পর, পাশ ফিরে শুয়ে,—আর্ত্তস্বরে চীৎকার কোরে বোল্লে, "আঃ! বড় যাতনা!—এমন যাতনা কখনো"———

নিরুত্তর—এক মুহূর্ত্ত নিরুত্তর!—সম্বিৎ পেয়ে ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে, "কে তুমি?—দেখ্‌তে পাচ্চিনা,—মাজা!—ট্যাংরা!—আমার চক্ষু—শলা বিন্‌ছে!—অন্ধ হয়ে গেছে!—তুমি কি প্রিয় পঞ্চানন্দো?" —কামিনী কাতর স্বরে এই প্রশ্নটী কোল্লে।

"আমি—পঞ্চানন্দ নই।—কেন, তুমি কি আমায় চিন্‌তে পাচ্চনা?—স্বর শুনেও কি বুঝ্‌তে পাচ্চোনা?" সংক্ষেপে আমি কটী কথা বোল্লেম।

"আঁ্যা!—স্বরশুনে—কেও—রাঘব?—না—আমার বাবা?—বাবা!—যাই যে!—আঃ!—বাঁচাও!—চিকিৎসা!—মা!—মাকে দেখ্‌তে—জ্বোলে গেল—কি যাতনা—অনেক পাপ—ব্রহ্মরন্ধ্র—ফেটে—এ—এ—কোল্‌জে—এ—এ—এ—" এই পর্য্যন্ত বোলে কামিনী আবার নীরব হলো।

আমি বোল্লেম, "দিদি!—বেশ্ কোরে ভেবে দ্যাখো,—আমি তোমার সেই কনিষ্ঠা ভগ্নী বিমলা। আর এই পার্শ্বে তোমার কনিষ্ঠ ভাই (বিনোদ) যার নাম ভাঁড়িয়ে সিদ্ধজটা বোলে তোমার উপপিতার নিকট লুকিয়ে রেখে-

ছিলে, সেও তোমার সাম্‌নে। আমি রাঘবও নই।—পঞ্চানন্দও নই। তোমার বাবা ঐ গাছে ঝুল্‌চে!”

“দেখ্‌তে পাচ্চিনা,—চিন্‌তে পাচ্চিনা;—লাথীর চোট—নাড়ী টেনে ধোচ্চে,—চক্ষের যুৎ নেই।—তা—তা—তোমাকে হেলা কোরে—আমার এই দুর্দ্দশা!—বিধাতা আমায় সকল সুখে বঞ্চিত কোরেছেন!—এখন আমি পথের কাঙ্গালিনী!—আয় ভাই—এ সময় আমায় রক্ষা কর!—আমি মহাপাপী!—তোদের দুজনকে অনেক কষ্ট—আঃ!—যাই যে ভাই!—সিদ্ধি—মা!—মা!—তল্‌পেট—বুক্ যায়!—বুক্!—মাজা!—ট্যাং—জল!—ফেলে যেওনা!—এ যাত্রা—রক্ষা—রক্তের—একরক্তে বংশ—আমার কেউ—তবু ভাল—দেখা হলো—মরণ—যম যাতনা!—বেঁধোনা!—বেঁধোনা!—আমি—আমি—আপনি যাচ্যি।—অনেক—পাপ—অনুতাপ—করি; কেটে—স্বর্গ—নরক—পুষ্পরথ!—ঐ যায়!—ঐ যায়—গেলো—গেলো!—বত্রিশ বাঁধন—ছেড়ে যায়—মা!—দাসী তোমার!—জন্মের মত—বিদায় নিচ্চে!—আঃ!——” এই প্রকার সকরুণ বিলাপ উচ্চারণ কোত্তে কোত্তে ক্রমে গৃহাঙ্গণার আর বাক্য স্ফূরণ হলোনা, নেত্রে অনর্গল অশ্রুধারা বিগলিত ধারে প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো।

এইরূপ কাতরোক্তি শুনে, গম্ভীরভাবে, আমি সম্বোধন কোরে বোল্লেম, “বিধাতার দোষ দাও কেন? বিধাতাকে নিন্দা কোরোনা। তোমরা নিজেই পাপী,—নিজেই অপরাধী!—সেই পাপের,—সেই অপরাধের এই ফল ভোগ হচ্চে!—তোমাকে তিরস্কার কর্‌বার জন্যে যে এসব কথা আমি বোল্‌চি, তা নয়!—ধর্ম্মের আদর ও অনাদর কোল্লে যে কি দুর্দ্দশা, সেইটী জানিয়ে দিবার জন্যেই আমি এই হীনচেতনাবস্থায় এ কথাগুলি বোল্‌ছি, ভৎর্সনা নয়! তোমরা ধর্ম্মকে অবহেলা কোরেছিলে,—ধর্ম্ম পথে থাক্‌তে পারোনি,

অধর্ম্মের সেবা কোরেছিলে, সেই জন্যেই উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহাবংশ থেকে এতদূর জঘন্য ও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছ!—আর সেই জন্যেই তোমাদের এই দুর্দ্দশা!—অবশ্য সম্ভাব্য দুরবস্থা! আমি তোমাদের চিনি,—বিশেষরূপে উভয়কেই চিনি; আর তোমরাও আমাকে চেনো—আমি তোমার বিমাতা-গর্ভজাত কন্যা,—যাকে বিবাহ রাত্রে বাসর শয্যা থেকে ষড়চক্রে চুরি কোরে এনেছিলে, সেই আমি! কেমন,—এখন আমায় চিন্‌তে পাচ্চো?"

গৃহাঙ্গণা, কমলা স্তম্ভিত! কথা শুনে, অনুতাপিনীর বাক্ রোধ হলো। আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলো, দ্বিরুক্তি কোত্তে পাল্লেনা। বরং নিদারুণ যন্ত্রণায় থেকে থেকে কাতর হোচ্ছিল, এই সময় আরো দ্বিগুণতর কাতর হয়ে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লো!

যাই-হোক্, আর এ বাড়ীতে থাকা হবে না।—গতিক বড় ভাল নয়!—যুক্তিসিদ্ধ নয়! কপালের লিখন, অদৃষ্টের ফের, যেখানে যাবো, সেই খানেই কুচক্রীদের কুচক্র! তখন একাদি মনে প্রগাঢ় আগ্রহে আমার জন্মবিদ্বেষিণী ভগ্নী কমলা—বা গৃহাঙ্গণার দুরবস্থা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অতীত ঘটনা স্মরণ হলো,—বিস্ময়ে, উৎসাহে আমার হৃদয় কেঁপে উঠ্‌লো!—সাষ্টাঙ্গ শিউরে উঠ্‌লো!—কেন কেঁপে শিউরে উঠ্‌লো,—সে কথা এখন আমি পাঠক মহাশয়কে জানাতে ইচ্ছা কোচ্চি না;—ভবিষ্যৎ অবসরের প্রকোষ্ঠে সে সব এখন নিদ্রিত থাক্‌লো।—যখন সুপ্তোত্থিতের অবসর উপস্থিত হবে,—তখন আপনার মুখে আপনারাই শুনে চমৎকৃত হবেন! এক চক্ষে কাঁদ্‌বেন,—অপর চক্ষে হাঁস্‌বেন!—ভারি মজা!!—আশ্চর্য্য কাণ্ড!!!

পথে বেরিয়ে যাবো, পরম হর্ষের আশায় মহাবিপদ!—বিপুল লোভে দারুণ নৈরাশ! আমার ছদ্মবেশ রাত্রের আশায় স্থির বিশ্বাস, নিষ্কণ্টক বিশ্বাস! এতদিনে সেই আশা—পাপ দুরাশা একেবারে গভীর জলশায়িনী!—নৈরাশ

তরঙ্গিত অন্তঃকরণে ভীষণ দুরাশা ক্রীড়া কোচ্চে! পাপাচার—পাপ স্পৃহার নিবৃত্তি নাই,—অহরহ পাপের ফলভোগ কোল্লেও প্রকৃতি পরিত্যাগ করে না, বরং একটা বিষয়ে হতাশ হবার পর, তার মনে কুটীলতা, খলতা, নৃশংসতা আরও অধিক বৃদ্ধি হয়,—সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে!—পাঠক? এখানেও প্রায় আমার ভাগ্যে সেই প্রকার অনুভূত!

বাড়ীর ভিতর মহলে দরজা বন্ধ,—ঘরের গবাক্ষ দ্বার বন্ধ।—হঠাৎ ব্যাঘ্র-তাড়িত স্থরভীর মত দুজন লোক ছুটে এসেই দুম্ দুম্ শব্দে দরজায় ঘা মাত্তে লাগ্‌লো, ওজন থামেনা,—উপর্য্যুপরি ক্রমশই সজোরে আঘাত! ভিতর দিক থেকে কপাট খুলে সম্মুখে দুজন অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত নূতন রমণীয় মূর্ত্তি উপস্থিত!—নারী মূর্ত্তি!—দীর্ঘাকার, শীর্ণ, বর্ণ ফ্যাঁসাটে গৌর। আদ্‌ময়লা গেরুয়া রঙ্গের ঘাঘ্‌রা পরা, গায়ে বেণিয়ানের আস্তিন আঁটা, ঐ রঙ্গের কাঁচুলী, ঠাই ঠাঁই ছেঁড়া, নাভি পর্য্যন্ত পেট খোলা। দু-হাতে রুদ্রাক্ষের মালা আভরণ ও বাম কক্ষে ত্রিশূল! পায়ে কিঙ্কিণীর ন্যায় এক রকম নূপুর। দশাঙ্গুলে দশটা চরণ চুটকি। দুই কাণে দুখানা বড় বড় পাশা,-নাকে নাকচুড়ি দেওয়া সুদৃশ্য বেসর। মস্তকে আলুলায়িত জটা, গড়ন দিব্বি সুন্দর ও সুগঠন বটে। বয়স আন্দাজ—২০।২২ বৎসর। সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তি,—তেজস্বিনী অথচ পাংশু আচ্ছাদিত ঘোর ঘন-ঘটা বিলুপ্ত বিদ্যুৎলতার ন্যায় শোভা পাচ্চে! সঙ্গে অপরাপর আরও ১০।১২ জন সঙ্গিনী।—উঁরির মধ্যে একজন বৃদ্ধা,—আকার প্রকারে অক্লেশেই চেনা যায়, অপরূপ কাঁড়াদাস বাবাজী নকল!—ত্রিশূল-ধারিণী অনুভাবে ঋষি-কন্যা বা পিশাচিনী সম্ভবে, কিন্তু সেই সঙ্গিনী মাগীরা সবাই যেন হাঘরের মত!

পিশাচিনী ভৈরবী মূর্ত্তি আমাদের দুজনাকে দেখেই বোধ হয় আন্তরিক চোটে উঠে, বিষম ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত সবিস্ময়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে,

"কে তোরা?—এঁরা কোথা?—তা—তুই—এখানে?"—বোলেই বিকট মুখ ভঙ্গিতে খিল্ খিল্ কোরে উদাস হাসি হাস্তে হাস্তে সিদ্ধজটাকে ধাক্কা মেরে দ্রুতবেগে প্রাঙ্গণাভ্যন্তরে প্রবেশ কোল্লেন, কিন্তু কেনই বা বিস্ময় বোধ কোল্লেন, আর কেনই বা হাস্‌লেন, আবার কেনই বা সিদ্ধজটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেলেন,—হা অদ্বৈত নিতাই গৌর! এযে কি ভাবের উদয়—তার কিছুই মর্ম্ম জান্‌তে পাল্লেম না।

সিদ্ধজটা ধাক্কা খেয়ে পোড়ে গেলো।—এই অবসরে আমি তারে তুল্‌তে গেছি, হঠাৎ সেই হাঘরে মাগীরা হুঙ্কার শব্দে এসেই আমাদের আক্রমণ কোল্লে।—এই আকস্মিক বিপদে আমার মন যে কি রকম অস্থির হলো, তা পাঠক মহাশয় অনুভবেই বুঝ্‌তে পাচ্চেন। যারা এসে আক্রমণ কোল্লে, তাদের সম্মুখের একজন তলোয়ার দেখিয়ে গম্ভীর স্বরে বোল্লে, "যা—যা এখান থেকে নিয়েছিস্, সব বার্ কোরে দে!—যদি না দিস্, তবে এখনি তোদের মেরে সব কেড়ে নেবো!" হা রাধাকৃষ্ণ!!

এই সব কথা শুনে আমার ভারি ভয় হলো!—তাদের দলে লক্ষ্য কোরে পিস্তলটা আওয়াজ কোল্লেম। ধাঁ কোরে গুলি বেরিয়ে যেয়ে একজনকে লাগ্‌লো—সতেজে লাগ্‌লো! দারুণ আঘাতে অমনি মুখ থুব্‌ড়ে ধড়াশ্ কোরে সেই খানেই পোড়্‌লো! অপর হাঘরে মাগীরা তাই দেখে আরও দ্বিগুণতর রেগে উঠে, আমার উপর অস্ত্র চালাতে আরম্ভ কোল্লে। আর গুলি মারবার সময় নেই, ভেবে আমিও প্রাণের মায়ায় যাকে তাকে অস্ত্রাঘাৎ কোত্তে লাগ্‌লেম। সকলেই ক্ষতবিক্ষত ও অন্তিম সাহসে উন্মত্ত! দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাদের আরও দু-তিনটেকে কেটে ফেল্লেম। রক্তে ভূশায়ী হলো! এই অবসরে একটা মাগী আমার হাত থেকে পিস্তলটা ছাড়িয়ে নিলে!—বিষম বিভ্রাট!—কি করি!—আপনার প্রাণের জন্য যত না শঙ্কিত হয়েছি,

কিন্তু সিদ্ধজটাকে কেমন কোরে রক্ষা কোর্‌বো, সেই চিন্তাতেই আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হলো!—অন্তিম সাহসে ভর কোরে, সজোরে তলোয়ার চালাতে লাগ্‌লেম। আরো দুজন কাটা পোড়্‌লো।—অবশিষ্ট তিন চারজন দারুণ চোট খেয়ে চীৎকার কোত্তে কোত্তে পালিয়ে গেলো—এমন সময় প্রাঙ্গণবাড়ী থেকে সেই বৃদ্ধা ও পিশাচিনী দৌড়ে এসেই সিদ্ধজটাকে পাতালীকোলা কোরে দৌড়ুতে লাগ্‌লো!—যেন কুম্ভকর্ণ সুগ্রীব হরণ কোরে পালাচ্চে! পাঠক হাস্‌বেন না।—এ দৃশ্য আমার পক্ষে অসহ্য!—তখন বিলম্ব না কোরে অগত্যা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ুতে লাগ্‌লেম।

খানিক দৌড়ে,—যেন এই ধরি—ধরি কোরে অবশেষ আর জন দুই হাবরে মাগী আমার সম্মুখে এসে, ঘোরতর ত্রিশূল চালাতে আরম্ভ কোল্লে! তাদের পরাস্ত করি আর কি,—এমন সময় আবার সেই ভৈরবীসিদ্ধ-পিশাচিনী ছুটে এসেই আমার ডান হাতে সজোরে এক ত্রিশূলের খোঁচা মাল্লে! বড্‌ডো লাগ্‌লো,—দারুণ আঘাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও অস্ত্রশূন্য হোয়ে, কম্পিত হস্তে পরাঙ্মুখ পরন্তু পলায়ন পরায়ণ হলেম। আন্তরিক ভয়ের সঙ্গে অনেক দুরূহ চিন্তা একত্র। বিশেষ প্রাণের চিন্তাও ততোধিক প্রবল। কিন্তু কি কোর্‌বো,—নিরুপায়! অগত্যা সকল চিন্তা দূরীভূতপূর্ব্বক দিগ্‌বিদিগ্ অজ্ঞানে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুতে লাগ্‌লেম! তারাও আমার পেছু পেছু আস্‌তে লাগ্‌লো! লোভে দৌড়ুনো আর প্রাণের ভয়ে দৌড়ুনো অনেক তফাৎ!—অবশেষ বেদম্ দৌড়ে অনেকদূর যেয়ে পোড়্‌লেম। আন্দাজে বোধ হলো,—প্রায় এক ক্রোশেরও অধিক সেই হাবরে মাগীদের ছাড়িয়ে এসেছি!

পঞ্চবিংশতি কাণ্ড।

মূর্চ্ছা,—কোথায় যাচ্চি ?—বিরহিণী।

"এসে বিপিনে সই মম কি হইল!
বিষম বিরহ শেল, তাপ হৃদে পশিল।"

প্রায় সন্ধ্যা। অস্ত রবি-কিরণ ঝিক্ ঝিক্ কোচ্চে।—প্রাণপণে কতকদূর দৌড়ে এক মালঞ্চবনে এসে মূর্চ্ছিতের ন্যায় পোড়্‌লেম!—একেবারে বেহুঁস্, প্রাণ হাঁই ফাঁই কোচ্চে!—নিস্পন্দ,—অসাড়! কিন্তু কাণ জাগ্‌ছে,—কেবল অষ্টাঙ্গ অবশ, কণ্ঠ শুষ্ক ও বাক্‌রহিত!—এই অচৈতন্য নির্জীবাবস্থায় কয়েকজন কামিনী যেন আমার নিকটে আস্‌চে!—শব্দ শুন্‌তে পেলেম, নূপুরের সুমধুর ধ্বনি!—ক্রমে তারা নিকটে এসেই—একজন বোল্লে, "এই যে এখানে পোড়ে রয়েচেন!" আর এক কোমল স্বরে বোল্লে, "ও দশা!—আঁ্যা!—ওমা সত্যিই তো!—ডাক্!—ডাক্!—বৌ-ঠাকুরণকে ডাক্?"—বোল্‌তে বোল্‌তে আর একজন ঝম্‌ঝমিয়ে দৌড়ে গেলো। খানিক পরেই আবার তারা ফিরে এলো।—এক যুবতী রসবতী বোধ হয়, তিনিই বৌ—ঠাকুরণ। ঝম্‌ঝমিয়ে এসেই আমার গলা ধোরে মুখচুম্বন কোরে বোল্লে, "নাথ! এই কি তোমার উচিৎ?—আমাকে একাকী অনাথা কোরে—" বোল্‌তে বোল্‌তে একখানা ডুলিতে—না কিসে—আমাকে চার পাঁচ জনে পাঁজাকোলা কোরে ধোরে তুল্লে,—হ্যাঁকোচ্ কোঁকোচ্ কোরে নিয়ে চোল্লো।—কোথায়,—আর কে তারা,—তার কিছুমাত্র নির্ণয় কোত্তে পাচ্চি না! অবশেষ আন্দাজে বোধ হলো, তাদের নৌকায় তুল্লে। তাতেই সেই বহিত্র তরঙ্গ-তাড়িত কল্লোল শব্দ আমার কর্ণকুহর ভেদ কোত্তে লাগলো।

খানিকদূর যেয়ে তারা আমার মুখ চিরে ধোরে চক্ কোরে কি জলপানা খাইয়ে দিলে!—মিষ্টি-মিষ্টি টক্-টক্ ঠেক্‌লো!—যাই-ই খাওয়াগ্—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিলো, মুখ ধুলো বাট্‌ছিল, তবুও কতক আসান্, পরাণটা ধড়ে এলো।—কেবল চক্ষু উন্মীলন কোত্তে পাল্লেম না,—কথাও কইতে পাত্তেম, কিন্তু শেষটা কি হয়, জান্‌বার জন্যে চুপ কোরে মট্‌কা মেরে থাক্‌লেম!—এ দিকে নৌকাখানিও হু-হু শব্দে দ্রুতবেগে চোল্‌তে লাগ্‌লো।

প্রিয় পাঠক! এই ফুরসুতে একবার আপনকার আদিমধ্য পরিচিত ছদ্ম-বীরবেশধারিণী ষোড়শী যুবতী-রত্ন বিমলার হাব, ভাব, লাবণ্য ও অনুপম মাধুরী প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ কোরে রাখুন।—কারণ, কালের গতি অত্যন্ত কুটিলা!—অদৃষ্টের ফের,—ভবিতব্যের লিখন, কে খণ্ডাতে পারে?—তার সাক্ষী, পাণ্ডুবংশোদ্ভব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিজে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ও বিপক্ষ-নির্য্যাতনে পারতন্ত্র্যারিন্দম তথাপি অধর্ম্ম-নিষ্ঠাচারী কুরুবল-দর্পে দর্পিত সৌবলীর মায়া-চক্ররূপ প্রবঞ্চিত পাশক্রীড়া দুঃর্ব্বিপাকে আবদ্ধ হয়ে, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য গুপ্তবেশে অরণ্যচারী হোতে হয়েছিল। তা পুরুষের ধর্ম্ম সততা, দাক্ষিণ্য এবং প্রকৃতির ধর্ম্ম পাতিব্রততা, সতীসাধ্বীতা, মধুর নম্রতা, সর্ব্বভূতে দয়া ও পতিভক্তি পরায়ণতা! তা ধর্ম্মের জয়,—অধর্ম্মের ক্ষয়,—এটী আর আপনাদের অধিক বোলে জানাতে হবে না! উপমার স্থল আমার "গুপ্ত দাদার—" সতী-সাধ্বী অম্বিকাতেই পরিচয় পেয়েচেন! এক্ষণে এই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের যিনি পরিপালক ও সংহারকর্ত্তা,—তিনি অচিরাৎ আপনকার অকৃত্রিম প্রণয়-পীযুষ-পরিপূরিত নয়নপথের পথিকা, সতী সাধ্বী পতিব্রতাচারিণী বাসর-রাত্রোপহৃতা বিমলার দুঃখ বিমোচন কোর্‌বেন ই কোর্‌বেন! সময়ে—আপনারাও জ্ঞাত হবেন,—এক্ষণে সেই অনাথবন্ধো মহাপুরুষকে নমস্কার করি।

মধ্যস্তবক।

" মাসমেকং নরোযাতি দৌ মাসৌ মৃগ-শূকরৌ।
অহিরেক দিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যং ধনুর্গুণঃ ॥"

প্রিয়পাঠক! অদ্য আমি বিদায় হোলেম। জগদীশ্বরের অনুকম্পায় ও বীণাপাণি বাগীশা-দেবীর কৃপায় এবং আপনাদের স্নেহ-পীযুষ পরিপূরিত নেত্রে "আমার মজার কথার" প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হলো। কিন্তু আমার এই আশা-রূপ সাহিত্য-কুষ্মাণ্ডের বীজ আপনাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে বপনে অঙ্কুরিত হচ্চে, কি—না, এখন আমি সেটী উত্তমরূপ জান্‌তে পারিনি! যাহোক্, আপনাদের নিকট অধিনী এতদিন যতগুলি কথা বোল্লেন,—সে সকল গুলিই গোলমাল,—স্থানে স্থানে অপ্রকাশ্য ও অতি বিরল। ইহার প্রথম উদ্যম বিমলা।—কে বিমলা,—কোথায় ছিল,—কার স্ত্রী,—কার কন্যা,—তাহার কিছুমাত্র আভাষ নাই।—কিন্তু পঞ্চানন্দ ও ঠক্‌চাচার কতক কতক পরিচয় জ্ঞাত হয়েছেন। এক্ষণে (বিনোদ)—কৃষ্ণগণেশ-ই বা কে?—রাঘব-ই বা কে?—কেন এত চাতুরী!—এত ভণ্ডাম!—এতাধিক প্রবঞ্চনা!—তা,—তা আপনাদের নিকট এক্ষণে সে পরিচয় দিতে সময় হলোনা।—মুক্তকেশী,—বৃদ্ধা,—জটাধারী,—সিদ্ধজটা,—কাঁড়াদাস বাবাজী!—নাক্‌কাটা মাঝির পো!—আদুরী!—

ইন্দিরাম ঠাকুর !—গিন্নী ঠাকুরণ্ !—মহাজনদ্বয় !—আতিথ্য সাধিনী কামিনী।—বীরবাস !—রায় বাহাদুর !—সাহান্ !—ছদ্মবেশী চট্‌শাঁই !—হাঘরে মাগীরা, বিরহিণী কামিনী এবং অপরাপর রং বেরং ঐন্দ্রজালিক উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যে কে,—কেনই বা তারা এরূপ অলৌকিক্ ক্রিয়াকাণ্ডে কৃত-সংকল্প!—রহস্য-ই বা-কি!—সে কথা গুলি এক্ষণে আপনাদের নিকট ভাঙ্‌তে পাল্লেম না।—বিনয় পূর্ব্বক,—মিনতি পূর্ব্বক,—এক্ষণে আমার অনুরোধ এই যে, "অদ্য ভক্ষো ধনুগু'ণঃ!"—তা উপরোধে, সময় ক্রমে ঢেঁকী না গিলে, এখন আপনারা আমার এই সাহিত্য-রূপ আঁক্-শলীটা প্রথম°গ্রাস করুন, কতক আশা-রূপ ক্ষুধার উপশম হবে,—কিন্তু ঔৎসুক্য-রূপ পিপাসার নিবৃত্তি হবেনা,—কখনই হবে না!—কারণ, এই আপনাদের প্রথম গ্রাসোদ্যম ধনুগু'ণ-রূপ ধৈর্য্য, গ্রাসমাত্রেই কণ্ঠদেশে বিদ্ধ হয়েছে,—এক্ষণে অসম্পন্ন,—গলায় আট্‌কে আছে,—সম্পূর্ণতা-রূপ আশা-তৃষ্ণার বারি পাচ্চেন না! এই কারণ, আঁক্‌শলী-রূপ ধনুগু'ণও কণ্ঠ হতে উল্‌ছে না,—তাতেই ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্য শিথিল হচ্চে!—কি কোর্‌বন,—ক্ষমা করুন! অবশ্যই একদিন না একদিন অহিমাংস-রূপ দ্বিতীয় পর্ব্বের আস্বাদ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হবেন,—নিশ্চয়-ই হবেন। তখন ধনুগু'ণরূপ প্রথম খণ্ডের উদ্বেগ-কণ্টক কণ্ঠ হতে নেমে যাবে,—অহিমাংসের আশা আরও অধিক প্রবল হবে, কিন্তু কোথাকার জল যে কোথায় দাঁড়াবে,—এই চিন্তা আরও

দ্বিগুণতর বলবতী হবে,—তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হব, যে আমার আশারূপ সাহিত্য-কুষ্মাণ্ডের বীজ আপনাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে বপনে অঙ্কুরিত হচ্চে।—অচিরাৎ ফল ধারণ কোর্‌বে।—তখন ক্রমেই সম্পূর্ণতাবলম্বন-রূপ মৃগশূকর-মাংস ও অন্তর্জ্জাল-রূপ কচি-কুমড়ো দিয়ে সুপাদি রন্ধন পূর্ব্বক ভোজনে পরম প্রীতিলাভ পুরঃসর তৃপ্তিবর্দ্ধন কোর্‌বেন!

তবে এক্ষণে আমি এই পর্য্যন্ত বোলেই বিদায় হই।—দেখ্‌বেন যেন বিদ্রূপ-চ্ছলে আমাকে প্রগল্‌ভা বোধে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ভাব্‌বেন না।—কারণ, আমি যেমন যেমন শুনছি—তেম্‌নি তেম্‌নি লিখ্‌ছি,—এর তিলার্দ্ধ কৃত্রিম বা বাক্‌প্রবন্ধ নহে।—আমার সকল কথারই ভাবার্থ আছে।

প্রিয়পাঠক! তবেআবার অতি শীঘ্রই দেখা সাক্ষাৎ হচ্চে, কিছু মনে কোর্‌বেন না!—দুঃখ প্রকাশ কোর্‌বেন না,—কি কোর্‌বো,—একবার শিন্নী কুড়ুতে হবে,—মগ্‌ডাল থেকে নাম্‌তে হলো,—আবার অতি শীঘ্রই অবরোহণ কোর্‌বো,—আগ্রহ কোর্‌বেন না,—আর বোল্‌তে পাল্লেম না,—হলোনা,—সময় নেই,—কি কোর্‌বো, আপনাদের অদৃষ্ট! আর আমার হাত যশ! কিমধিকমিতি!

আপনাদেরি সব-কই মালুম

শ্রী—শ্রীমতী সত্যপীর!

সাং মগ্‌ডাল!